ইউসিসি: এ বছরই খসড়া চূড়ান্ত করতে চায় রাজ্য

আজকাল

সেঁজুতি হাসপাতাল
NABH স্বীকৃত
কম খরচে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা
৯৭৩২৫ ৯৭৬৫৩, ৯০৭৩৮ ৮১৮৭৪, ৯৩৩৯৭ ৫৪৪৩০, ৯৭৩৩০ ২৫০৫২
মৌলালী, তালতলা, কলকাতা-১৩

www.aajkaal.in কলকাতা ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১২ পাতা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পালিত উত্তম শতবর্ষ

সব্যসাচী সরকার,
সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘বলিউডকে টেক্কা দেবে টলিউড। এটাই হোক আজকের অঙ্গীকার। কী সাহায্য লাগবে আপনারা বলুন। যা লাগবে, সরকার সব সাহায্য করবে।’ বৃহস্পতিবার উত্তমকুমারের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে একথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু

> বলিউডকে টেক্কা দেবে টলিউড

অধিকারী। এদিন মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলা আকাদেমি চত্বর থেকে একটি পদযাত্রায় অংশ নেন তিনি। ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, অভিনেতা জিৎ, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অঞ্জনা বসু, বিশ্বনাথ বসু, বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচী–সহ অসংখ্য

● এরপর ৩ পাতায়

উত্তমকুমারের মূর্তিতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। রয়েছেন গৌতম ঘোষ, রঞ্জিত মল্লিক, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, হরনাথ চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ, মহানায়কের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায়, পাপিয়া অধিকারী এবং মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। টালিগঞ্জে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

‘তাঁকে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই’

আজকালের প্রতিবেদন

‘এই ভদ্রলোককে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।’ টালিগঞ্জে মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করে বৃহস্পতিবার এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ‘আমি আরও খুশি, দেশের প্রধানমন্ত্রী মাসের শেষে মন কি বাত করেন। ৩০ মিনিটের মধ্যে ৫ মিনিটই ছিল উত্তমকুমারকে নিয়ে। আমি পোস্ট করার আগে বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করেছেন। আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের চলচ্চিত্র জগতেও আনন্দের দিন। অত্যন্ত গর্বের দিন। বলা যায়, যাঁরা এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের সকলের উপস্থিতিতে আমাদের অভিনেতা থেকে শুরু করে যাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন, সবাই একযোগে শ্রদ্ধা আর পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।’ আগের সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ওরা প্রয়াণ দিবসটাকে উৎসবের মতো পালন করত। সব সময় আমরা প্রয়াণ দিবসে স্মরণ করব, আর জন্মবার্ষিকী পালন করব। রাজ্য সরকার মাতব্বরি করবে না, রাজনীতি করবে না, খবরদারি করবে না। আমরা সহযোগিতা করব। রঞ্জিত মল্লিক মহাশয়কে ধন্যবাদ। উনি প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। প্রথা অনুযায়ী আমাকেই আগে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু না, যাঁর হাত দিয়ে সূচনা হওয়া উচিত তাঁকে দিয়েই করালাম।’

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘মহানায়কের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে রাজ্য সরকার বছরভর নানা কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

● এরপর ৩ পাতায়

বিদ্যাভারতীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

আগের সরকার থাকলে ঐতিহ্য শেষ হয়ে যেত

আজকালের প্রতিবেদন

‘ঠিক সময়েই এ রাজ্যে পরিবর্তন এনেছেন মানুষ। তাই এ যাত্রায় রাজ্যের ঐতিহ্য রক্ষা পেয়েছে।’ বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে ফের জোরের সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন, ‘রাজ্যের সমস্ত সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকাকে পূর্ণাঙ্গ ‘বন্দে মাতরম্’ গাইতেই হবে। তা না হলে সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে।’ এদিন অনুষ্ঠানটি হয় গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের বিবেকানন্দ হলে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষমতায় এসে চার মাসের মধ্যে রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা–ব্যবস্থায় ‘সংস্কার’ ফিরিয়ে আনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আগের সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘পাঠ্যক্রমে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবোধ উপেক্ষিত হয়েছিল। আগের সরকার শুধু সিলেবাসের ক্ষতি করেনি, ফাঁকা খাতায় চাকরি দিয়ে শিক্ষক শব্দের অসম্মান করেছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিন্দু–মুসলিম বৈষম্য তৈরি করেছে। স্কুলে স্কুলে এনসিসি বন্ধ করেছে।’ তাঁর কথায়, ‘সংস্কার ছাড়া দেশকে বাঁচানো যাবে না।’

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বামফ্রন্ট আমলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরের সরকারের আমলে শেষ দশ বছরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘বাংলার মানুষ পরিবর্তন ও সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় দেন। গত ১৫ বছর সময় দিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসকে। তবে ঠিক সময় পরিবর্তন এসেছে। তাই আজ আমরা বেঁচে গেছি। নইলে রাজ্যে ইসলামিক শিক্ষা–ব্যবস্থা চালু হয়ে যেত। স্কুলের সিলেবাসে ইতিহাস বইয়ে মাতঙ্গিনী হাজরা বা ক্ষুদিরাম বসুর নাম খুঁজতে এখন অনেক পাতা ওল্টাতে হয়।’ তাঁর কথায়, ‘আমাদের বিশাল বড় দেশ ছিল। তা কখনও মুঘল, কখনও পাঠান, কখনও ইংরেজের হাতে কাটতে কাটতে আজ এই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই সময়ে আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে রামকৃষ্ণ মিশনকে পাশে নিয়ে বিদ্যাভারতীকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি এদিন জানিয়েছেন, রাজ্যে এক ধরনের শিক্ষা–ব্যবস্থা চালু থাকবে। মাদ্রাসা এডুকেশন বলে আলাদা করে কোনও শিক্ষা–ব্যবস্থা থাকবে না। সব বিশ্ববিদ্যালয় একটা দপ্তর দেখবে, আর আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আরেকটা দপ্তর দেখবে— এমনটা ভবিষ্যতে হবে না। তাঁর কথায়, ‘শিক্ষাঙ্গনকে দূষিত করতে দেব না। আর এই কাজ বিদ্যাভারতীকে করতে হবে।’ স্বামী বিবেকানন্দের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ‘স্বামীজির মূল মন্ত্রই হল শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, আধ্যাত্মিক জাগরণ এবং বিপর্যয় হলে সেবাদান।’ মুখ্যমন্ত্রী এভাবেই আগামী প্রজন্মকে তৈরি করতে, স্বনির্ভর করতে চান। আর সেই কাজে তাঁকে সাহায্য করবে বিদ্যাভারতী।

তাই তিনি চান, আগামী এক বছরের মধ্যে বিদ্যাভারতীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছোক।

● এরপর ৩ পাতায়

৪৫০ বিএড কলেজকে শোকজ: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

পরিকাঠামোগত নানা ঘাটতি থাকায় ৬০২টি বেসরকারি বিএড কলেজের মধ্যে ৪৫০টি কলেজকে শোকজ করা হয়েছে। এই কলেজগুলিকে ২১ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হলে স্বীকৃতি বাতিল করা হতে পারে। অথবা চলতি শিক্ষাবর্ষে পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হবে না। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই বিএড কলেজগুলিতে পড়ুয়া ভর্তির নির্দেশিকা জারি করেছে উচ্চশিক্ষা দপ্তর। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে সেই ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা। তার মধ্যেই সিংহভাগ কলেজকে শোকজ প্রসঙ্গে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জানান, যে কলেজগুলির পরিকাঠামোগত কোনও সমস্যা নেই, সেই কলেজগুলি পড়ুয়া ভর্তি করতে পারবে। প্রসঙ্গত, এমন কলেজের সংখ্যা ১৫১টি।

সম্প্রতি উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি বা বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ পরিদর্শনে বেসরকারি বিএড কলেজগুলিতে পরিকাঠামোগত নানা অসঙ্গতি উঠে এসেছে। কলেজগুলিতে পড়াশোনা হচ্ছে কি না, শিক্ষক আছেন কি না, পড়ুয়া কতজন, গত তিন–চারমাসে ছাত্র আসছেন কি না ইত্যাদি বিষয়ের ওপর ১০০ নম্বরের একটি ‘পরীক্ষা’ নেওয়া হয়। এই পরীক্ষায় গড় নম্বর উঠেছে ৫১.৫ শতাংশ বলে এদিন জানান উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। তিনি জানান, এই পরিদর্শন পর্বে ৫৩টি কলেজের কোনও হদিশ মেলেনি। বাড়ি আছে কিন্তু কলেজ নেই। কোথাও আবার বাড়িটি তালাবন্ধ। কোথাও কলেজ আছে কিন্তু অন্য কিছুর। ১৭টি কলেজে কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা এনসিটিই–র শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে।

● এরপর ২ পাতায়

যাদবপুর

মুখ্যমন্ত্রী: ওদের ওই স্লোগান সহ্য করতে হবে?

আজকালের প্রতিবেদন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশের দেওয়া স্লোগান নিয়ে ফের উষ্মা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার বিদ্যাভারতীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এই কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কাজ করে গেছেন। সেখানে বলা হচ্ছে, কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি। পহেলগাঁওয়ের ঘটনা ঘটলে মিছিল হয় না অথচ অপারেশন সিঁদুর হলে বলে, যুদ্ধ বন্ধ করো।’ এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, ‘আমাদের এটা সহ্য করতে হবে? যাদবপুরের মতো সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে কেউ লিখবেন ‘ফ্রি প্যালেস্টাইন’, তাও আমাদের দেখতে হবে? যদি লিখতেই হয় তা হলে লিখুন, ‘ফ্রি পিওকে’, অর্থাৎ

ঋষি অরবিন্দের নামে হোক, দাবি তুললেন বিধায়ক

পাক–অধিকৃত কাশ্মীর। তখন অবশ্যই আপনাকে আমি সমর্থন করব।’

এদিন নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারে যাদবপুর নিয়ে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘যাদবপুরের সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে বলব, বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি বুঝে, আবহাওয়া বুঝে বাঙালির হৃদয়ে নাম লেখো।’ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘যাদবপুরে জুটার কিছু শিক্ষক আছেন, যাঁদের মদত আছে। তাঁদের পাড়ার লোক জানেন না যে, তাঁরা নকশালপন্থী। আমি এবিভিপি–কে বলব তাঁদের পাড়ায় পোস্টার লাগাতে যে, এই ভদ্রলোককে চিনে রাখুন। ইনি নকশালদের সমর্থক। ভারত–বিরোধী।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন মঞ্চে হরিপদ ভারতী স্মৃতি রক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে আয়োজিত জাতীয়তাবাদী সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘দেশ–বিরোধী’ শিক্ষকদের চিহ্নিত করে ‘শিক্ষা’ দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন

● এরপর ৯ পাতায়

বাড়ছে জলস্তর

১.৪৭ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ল ডিভিসি

আজকালের প্রতিবেদন

লাগাতার মুষলধারায় বৃষ্টিতে পশ্চিম বর্ধমানের অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। ডিভিসির জলাধারে জলস্তর সাত ফুট বেড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার ডিভিসির দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে তিন দফায় জল ছাড়া হল। এদিন সকাল ৬টা নাগাদ জল ছাড়া হয় ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২২৫ কিউসেক, সকাল ৯টা নাগাদ ছাড়া হয় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫২৫ কিউসেক এবং বিকেল ৩টে নাগাদ ডিভিসি ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭৫ কিউসেক জল ছাড়ে। দিনভর দফায় দফায় জল ছাড়ার ফলে দক্ষিণবঙ্গের নদনদীগুলির জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। মাইথন এবং পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়া হয় ১ লক্ষ ২০ হাজার কিউসেক। এর ফলে পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া— এই পাঁচ জেলায় বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই জেলাগুলিতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টির ফলে ঝাড়খণ্ডের ক্যাচমেন্ট এলাকাগুলি থেকে এবং তেনুঘাটের জলাধার থেকে জল ছেড়ে দেওয়ায় ডিভিসির জলাধারগুলিতে চাপ বাড়ছে। তাই জল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে ডিভিসি। পরিস্থিতির ওপর রাজ্য প্রশাসন নজর রেখেছে। আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনের একটা দল এবং পুলিশ নিচু এলাকায় ঘন ঘন মাইকিং করে সবাইকে সতর্ক করছে।

এদিকে, বৃষ্টির জেরে ফের বাড়তে শুরু করেছে কোপাই নদীর জলস্তর। আর সেই জল ঢুকে পড়েছে কঙ্কালীতলা সতীপীঠের মন্দির চত্বরে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মন্দিরের একাধিক অংশ।

● এরপর ৯ পাতায়

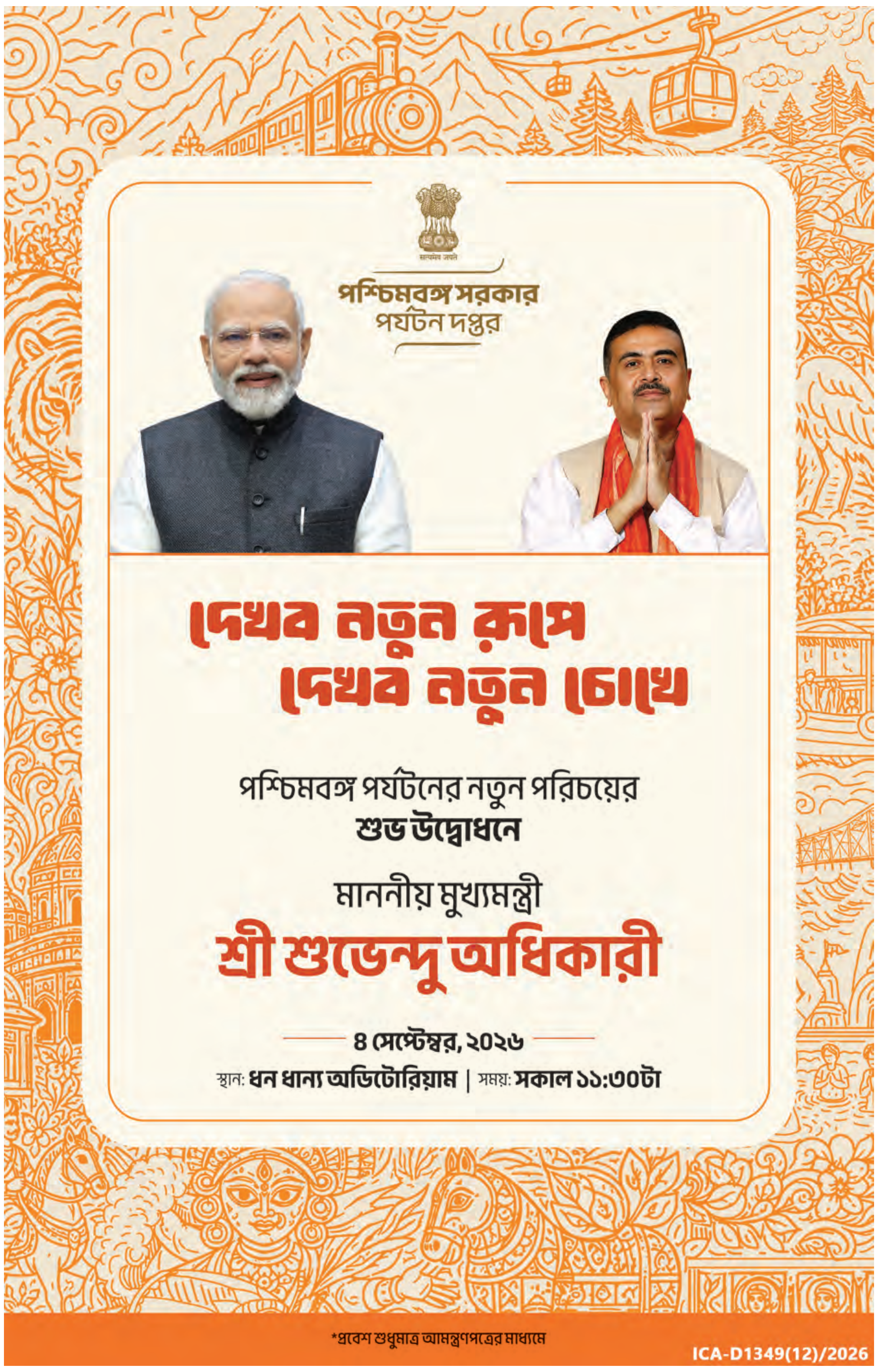

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেবামূলক কাজের ২৫ বছর

বিজেপির ‘সেবা সঙ্কল্প অভিযান’

আজকালের প্রতিবেদন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সেবামূলক কাজের ২৫ বছর উদ্‌যাপন করতে চলেছে রাজ্য। সারা দেশের পাশাপাশি এ রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন ও তাঁর সেবামূলক কাজের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। ওই দিন থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হবে ‘সেবা সঙ্কল্প অভিযান’। এই অভিযান শুরুর আগে প্রস্তুতি বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। এদিন নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির জাতীয় সহ–সভাপতি ডাঃ মধুছন্দা কর, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ–সহ মন্ত্রিসভার সদস্য ও বিধায়করা। এছাড়াও রাজ্য বিজেপির দুই সাধারণ সম্পাদক লকেট চ্যাটার্জি ও শশী অগ্নিহোত্রী, প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার– সহ বিজেপি নেতা–কর্মীরা।

মূলত ২৫ রকমের সেবা কর্মসূচি পালন করা হবে এই একমাস ধরে। এর মধ্যে রক্তদান শিবির, অনাথ আশ্রম ও বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন, বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছতা রক্ষা, স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির, মহিলাদের স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা, দুঃস্থ শিশুদের শিক্ষায় সহযোগিতা, নেশামুক্তি অভিযান–সহ আরও নানা কর্মসূচি থাকছে। সমাজসেবায় প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের ভূমিকাও জানানো হবে সাধারণ মানুষকে।

এদিন এ বিষয়ে পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, ‘প্রতি বছর আমরা প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সেবা সপ্তাহ পালন করি। হাসপাতালে রোগীদের সহযোগিতা, রক্তদান থেকে প্রধানমন্ত্রীর নানা কাজের প্রচার করা হয়।’ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা জানান, ‘প্রতি বছর আমরা সেবা পক্ষ, সেবা সপ্তাহ করি। এ বছর সেবা মাস পালন করা হবে।’ রাজ্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ অব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নতুন ভারত গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। মানুষ তাঁর ওপর ভরসা রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানিয়ে দেশের জন্য তাঁর অবদানকে তুলে ধরা হবে এই একমাসে। সরকারি এবং দলীয় স্তরে এই কর্মসূচি হবে।

‘সেবা সঙ্কল্প অভিযান’–এর প্রস্তুতি বৈঠকে বক্তব্য পেশ করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রয়েছেন কেন্দ্র ও রাজ্যের মন্ত্রী ও নেতারা। নিউ টাউন কনভেনশন সেন্টারে, বৃহস্পতিবার।

আইনের শাসন নেই: মমতা

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু বাংলায় আইনের শাসন নেই। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে একথা বলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন, ‘বাংলার অস্তিত্ব, সংস্কৃতি বিপন্ন হতে চলেছে। বারুইপুর থেকে বাঁকুড়া, সর্বত্র বর্বরতা চলছে। কলকাতার বুকে যারা মধ্যরাতে বর্বরতা করতে পারে, তারা গ্রাম–বাংলায় কী করছে বোঝাই যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার নিন্দা করছি। প্রেসিডেন্সি, বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনারও নিন্দা করছি। সর্বত্র লুঠ চলছে। রামমন্দিরেও লুঠ হচ্ছে। অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও আমাদের কর্মীদের নামে মামলা দেওয়া হচ্ছে। ৪০ হাজার কর্মীকে মামলা দিয়েছে। হাজার হাজার নেতা–কর্মী ঘরছাড়া। মুখে বলছেন আমার নাকি জেড প্লাস নিরাপত্তা। কিন্তু বাস্তবে আমার একটাও সিকিউরিটি নেই। সব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অরাজকতা চলছে। সর্বত্র লুঠপাট চলছে। জানি না প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়গুলি জানেন কি না। আমাকে ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছে না। জোর করে কণ্ঠরোধ করা যাবে না। আপনারা তরুণ প্রজন্ম, ছাত্রদের আন্দোলন দেখেননি। দরকার পড়লে বাংলা থেকে দিল্লি পর্যন্ত যাব।’ তিনি বলেন, ‘কত অত্যাচার চলবে? হকাররা রাস্তায় আছে। অরাজকতা বন্ধ না করলে আমরা নিশ্চয়ই ললিপপ দেব না। ঔদ্ধত্যের কথাবার্তা ওদের মুখে মানায় না।’

অভিষেকের অফিসে ভাঙচুর, ধৃত ৬

আজকালের প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবার ভোররাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির ক্যামাক স্ট্রিট, আমতলার অফিসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটল। অভিষেকের অভিযোগ বিজেপি বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জিও বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে অভিযোগ করে বলেন, ‘গতকাল মধ্যরাতে লুটেরা বাহিনী শেক্সপিয়র সরণি থানার নাকের ডগায় লুট করতে চলে গেল? আমাদের আইটি অফিসে বিজেপির লোকজন কম্পিউটার লুট করেছে।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না। বিজেপি যদি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথে চলত, তা হলে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারত না। বিজেপি যদি আক্রমণের রাজনীতি করত, তা হলে অনেক আগেই তা করতে পারত। প্রতিহিংসার রাজনীতি বরং তৃণমূল এবং

বিজেপি প্রতিহিংসার রাজনীতি করে না: শমীক

কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ।’ ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘ওই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও আনুষ্ঠানিক দলীয় কার্যালয় রয়েছে বলে জানা নেই। ওই হামলার ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।’ তৃণমূলের দাবি, পরিকল্পিত হামলা। অভিষেক বুধবার রাতে দিল্লি গিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। দপ্তর থেকে টিভি, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, প্রিন্টার, অন্যান্য জিনিসপত্র তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অভিষেক সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, কারা এই হামলার পরিকল্পনা করেছে, কার তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা আগে তৃণমূল করতেন। ধৃত অবিনাশ সাউ, সুকদেব গুপ্তা, সুরজ সাউ, ভোম্বল মণ্ডল, শঙ্কর রাও এবং রোহিত পোড়েলকে এদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জন্মাষ্টমী মহোৎসবের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ডান দিকে, এক শিশুকে কাঁধে তুলে আদর মুখ্যমন্ত্রীর। হাওড়ার পাঁচলা মোড়ে, বৃহস্পতিবার রাতে। ছবি: সুপ্রতিম মজুমদার

রাজ্যে তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি করা হচ্ছে, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

‘আমরা রাজ্যে তীর্থক্ষেত্র সার্কিট তৈরি করছি। সমস্ত পুরনো মঠ–মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব আমাদের। আমরা হেরিটেজ কমিশন তৈরি করছি। পুরনো মঠ–মন্দিরের ঐতিহ্য আমরা নতুন করে ফিরিয়ে আনব।’ বৃহস্পতিবার রাতে হাওড়ার পাঁচলায় বাউড়িয়া মোড়ে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মহোৎসবের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১১তম বর্ষের এই মহোৎসবের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রাধাকৃষ্ণের আরতি করেন। এরপর প্রসাদও বিলি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যে বিশ্বাস ও ভরসা করে আপনারা আমাদের ক্ষমতায় এনেছেন, তা আমরা পূরণ করবই। আপনারা নিশ্চিত থাকুন। তারকেশ্বরে শ্রাবণী মেলায় হেলিকপটার থেকে পুণ্যার্থীদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করা হয়েছে। আমি নিজে জলপাইগুড়ির জল্পেশ মন্দিরে শ্রাবণ মাসের সোমবারে গিয়ে জলাভিষেক করেছি। রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রাগুলিকে আর্থিক সাহায্য করেছি। এর মধ্যে মাহেশের রথ, গুপ্তিপাড়ার রথ, মহিষাদলের রথ, কলকাতার ইসকনের রথ উল্লেখযোগ্য। তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যাও খুব বড় করে পালন করা হবে। তারপর শুরু হবে গণেশ পুজো। এই গণেশ পুজো দিয়েই শুরু হয়ে যাবে উৎসব। পুজো, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আমাদের পরম্পরা। তারপর ফের আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, এই বাংলায় আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালির ঐতিহ্য রক্ষা করতে এই সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।’

তিনি বলেন, ‘হাওড়ার ধুলাগড়, বাউড়িয়া, শ্যামপুরে অতীতে যা ঘটেছে, সেরকম কোনও ঘটনা আর কোনও দিন হবে না। মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশমন্ত্রী হিসেবে আমি এই কথা দিচ্ছি। হলে আমার কাছ থেকে আপনারা বুঝে নেবেন।’ শ্রোতাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা ভাল করে জন্মাষ্টমী পালন করুন। ভারতীয় পরম্পরা মেনে এই উৎসব সফল করুন।’ এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ইতিমধ্যেই হাওড়ার সাঁকরাইলে আমুলের কারখানার ভূমিপুজো করা হয়েছে। সেখানে ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে। বহু কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও অনেক কর্মসূচি হাওড়ার জন্য আছে। পরে একদিন এসে কী কী কাজ এই জেলায় হয়েছে আর কী কী করতে হবে, তা বলব। বিশাল সম্ভাবনাময় এই হাওড়া জেলা।’ এদিন জেলাশাসক, ডিআইজি ও পুলিশ সুপারের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ডিভিসি থেকে কিছু অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়েছে। শুক্রবার উদয়নারায়ণপুর ও আমতাটা একটু লক্ষ রাখবেন।’ আমতার বিধায়ক অমিত সামন্তকেও একই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও ছিলেন বিধায়ক অমিত সামন্ত, চিরণ বেরা, জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া, সমাজসেবী প্রত্যুষ মণ্ডল প্রমুখ।

শোকজ ৪৫০ বিএড কলেজকে

● ১ পাতার পর

একই ঠিকানায় একাধিক কলেজ। ১১৪টি কলেজ ১০০–র মধ্যে ৩০–এর নীচে নম্বর পেয়েছে। ২৬৫টি কলেজ, কলেজ হিসেবে চলার মতো অবস্থায় নেই। ১২১টি কলেজের অবস্থাও খুবই খারাপ। ১৫১টি কলেজ পরিকাঠামো ও পাঠদানের পরিপ্রেক্ষিতে ভাল অবস্থায় রয়েছে। তার মধ্যে ৬৫টিরও বেশি কলেজ ১০০–র মধ্যে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলেন, ‘এই কলেজগুলিতে বিএড ডিগ্রি বিক্রি করা হত। প্রতিবেশী রাজ্যের পক্ষ থেকে আমাদের রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়। পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে, গোয়া, পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা এই কলেজগুলিতে বিএড পড়তে আসতেন। যোগ্যতাহীন এই কলেজগুলির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। তার আগে ৪৫০টি কলেজকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ২১ দিনের মধ্যে শোকজের জবাব চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভাল কলেজগুলিকেও তাদের যেখানে খামতি ধরা পড়েছে সেখানে আপগ্রেড করতে বলা হয়েছে। কোনও ভাবেই বিএড কলেজগুলিতে ডিগ্রি বিক্রির চক্র চলতে দেওয়া যাবে না।’ শোকজের জবাব আসার পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেই এই কলেজগুলির ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানান উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী।

অভিযানে নামল কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর

আজকালের প্রতিবেদন

হগ মার্কেটের মাছ, সবজি বাজার, রেস্তোরাঁ, তাজ বেঙ্গল হোটেলে অভিযান চালাল কলকাতা পুরসভার খাদ্যসুরক্ষা দপ্তর। বৃহস্পতিবার হগ মার্কেটে মাছ বাজার, সবজি বাজার এবং সংলগ্ন এলাকায় দোকানে ঘুরে ঘুরে খাবারের গুণমান পরীক্ষা করে দেখেন পুর খাদ্যসুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। কলকাতার ২ হোটেল বন্ধ এবং ৮ হোটেলে নোটিশ দিল পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, যেখানে যেখানে রান্না করা খাবারের মান খারাপ কিংবা রান্নায় ক্ষতিকর রং, পুরনো মাছ, মাংস ব্যবহারের খোঁজ মিলেছে, তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে। আর যেসব রেস্তোরাঁর মান খুবই খারাপ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, ভেজাল খাবার বিক্রি করছে সেইসব হোটেল, রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। মঙ্গলবার ট্যাংরার বিগ বস হোটেলে পুরনো পচা মাছ–মাংস উদ্ধার করে পুর খাদ্যসুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। ৫০০ কেজি মাছ–মাংস ফেলে দেওয়া হয়। বিগ বস রেস্তোরাঁর সবদিক খতিয়ে দেখে ট্রেড লাইসেন্স বাতিলের পরিকল্পনা রয়েছে। হগ মার্কেটের বাজারে অপরিচ্ছন্নতা নিয়েও অভিযোগ উঠেছে। হগ মার্কেট এলাকায় ছোট–বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় পরিচ্ছন্নতা এবং খাবারে রাসায়নিক রং ব্যবহার করা হয়েছে। নষ্ট করা হয় খাবার। এদিনও হোটেলের কাঁচামাল, মাছ–মাংস পরীক্ষা করে দেখেন। সতর্ক করা হয়েছে হোটেল মালিকদের। প্রসঙ্গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতা পুরসভার খাদ্যসুরক্ষা দপ্তর খাবারে মান যাচাই করে দেখতে অভিযান শুরু করে। গত দু’দিনে কলকাতার পাঁচতারা হোটেল থেকে শুরু করে ছোট ছোট রেস্তোরাঁ, মিষ্টির দোকান, রাস্তার ধারের খাবারের দোকানে অভিযান চালাচ্ছে। খাবারের মানের পাশপাশি কীরকম পরিবেশে রান্না করা হচ্ছে, খাবার রান্না এবং পরিবেশনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা হচ্ছে কি না তাও খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। খাদ্যসুরক্ষা বিধি মেনে খাবার বিক্রি না করলে আগামী দিনে কঠোর পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা রয়েছে পুর প্রশাসনের।

সপ্তম বেতন কমিশন দাবি, পরামর্শ দিতে পারবেন কর্মীরা

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্য সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্তরা সপ্তম বেতন কমিশনকে নিজেদের দাবি জানাতে পারবেন। পরামর্শও দিতে পারবেন। এর জন্য ওয়েবসাইট চালু করল কমিশন। https://7spc.wb.gov.in ওয়েবসাইটে বেতন কাঠামো, ভাতা, পদোন্নতি, অবসরকালীন সুবিধা–সহ বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে দাবি জানানো ও পরামর্শ দেওয়া যাবে। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে এই কথা জানিয়েছে কমিশন। ওই বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের বক্তব্য জানাতে পারবে। একমাত্র এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাওয়া সব মেমোরান্ডাম এবং পরামর্শ কমিশন বিবেচনা করবে।

প্রসঙ্গত, কর্মীদের বেতন কাঠামো পরিমার্জনের লক্ষ্যে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করেছে রাজ্য সরকার। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন রাজ্যের প্রাক্তন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব নবীন প্রকাশ। এছাড়া সদস্য হিসেবে রয়েছেন সিনিয়ার ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ ড. পার্থ মুখোপাধ্যায়, আইআইএম কলকাতা শাখা অর্থনীতির অধ্যাপক ড. পার্থপ্রতিম পাল এবং সদস্য–সচিব হিসেবে রয়েছেন অর্থ দপ্তরের বিভাগীয় সচিব দেবীপ্রসাদ কারনাম।

আলু, রাঙা আলু, পটলে দেদার রং

আজকালের প্রতিবেদন

আলু, রাঙা আলু, পটলে দেদার রং মেশানো চলছে। খবরের কাগজে রুটি বিক্রি করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার বিক্রি, কোথাও পচা, বাসি মাংস, কোথাও হলুদ গুঁড়োয় ক্ষতিকর মেটানিল ইয়েলো রং মেশানো, লঙ্কার গুঁড়োয় ছত্রাক, জিলিপি, সরষের মধ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক রং, রান্নার জায়গা অপরিষ্কার, প্যাকেজড পানীয় জলের কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। গত দু’দিনে কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন নামী দামি রেস্তোরাঁয় একাধিক গরমিল পেয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে খাদ্যসুরক্ষা সপ্তাহ। স্বাস্থ্য ভবনে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি সাংবাদিক বৈঠকে পরিসংখ্যান দিয়ে বলেন, ‘আমাদের ৩০টি ভ্রাম্যমান খাদ্যসুরক্ষা ল্যাবরেটরি রাজ্য জুড়ে ১৭৩০টি জায়গায় পরিদর্শন করেছে। ১৫২৫টি জায়গায় গলদ পেয়েছি। ১৫১৭টি জায়গায় সংশোধন করে নিতে বলেছি। ৯০১টি নমুনা সংগ্রহ করেছি। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে একটি করে বিক্রি আপাতত বন্ধ করতে বলেছি ১১টি জায়গায়। পাঁচটি জায়গার লাইসেন্স আপাতত বন্ধ করেছি। ১৩টি সাময়িক ভাবে বন্ধ করেছি। ১৭টি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে। সামনে পুজো, আমরা চাই মানুষ সতর্ক হন। এই ধরনের নিম্নমানের খাবার রাসায়নিক রং বিভিন্ন ভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। তবে এই সমস্ত খাবারের দোকানের সঙ্গে যেহেতু মানুষের জীবন–জীবিকা জড়িত। আমরা মানবিক সরকার। আমরা শোধরানোর সুযোগ দেব।’ তিনি আরও বলেন, ‘খবরের কাগজে মুড়িয়ে রুটি বিক্রি করা যাবে না মানুষের শরীরের কথা ভেবে ফয়েলে ভরে বিক্রি করতে হবে।’ এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম।

মন্ত্রী এদিন জানান, ছ’টি পানীয় জলের কারখানায় বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ সাময়িক ভাবে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আপাতত বিক্রি বন্ধের যে তালিকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে— মালদার জাইকা রেস্টুরেন্ট ও শ্রীকৃষ্ণ সুইট শপ, জাস্ট বাঙালি, মধ্যমগ্রামের রং দে বসন্তী ধাবা, সল্টলেক সেক্টর ফাইভের অ্যাবসল্যুট বারবিকিউ নেশন হসপিটালিটি লিমিটেড, এম/এস কাঠি রোল, বারবিকিউ নেশন সোদপুর, ইংলিশ বাজারে কলকাতা আরসালান বিরিয়ানি–সহ একাধিক খাবারের দোকানের নাম রয়েছে।

এদিন ব্লাড ব্যাঙ্কের বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ‘৭৩টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের মধ্যে দুটি ছাড়া বাকিগুলোয় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে স্ট্যান্ডার্ট অপারেটিং প্রসিডিওর এবং বিশেষ অ্যাপ আনছি। ডাক্তারির পড়ুয়ারা যাতে শিবিরে গিয়ে রক্ত সংগ্রহ না করেন সেই বিষয়েও ৭০০–৮০০ পড়ুয়াকে সতর্ক করেছি।’

খাদ্য সুরক্ষা অভিযান

মিল্টন সেন

হুগলি, ৩ সেপ্টেম্বর

হুগলি জেলায় হোটেল–রেস্তোরাঁতে খাবারের গুণগত মান ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে রান্না হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখতে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। চুঁচুড়ার প্রতাপপুরে একটি রেস্তোরাঁয় যৌথ অভিযান চালায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার গঙ্গাতীরের ওই রেস্তোরাঁয় হানা দিয়ে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনের। অভিযানে ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্গ মৌলি কর, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) দেবযানী বসু মল্লিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক অর্ঘ ঘোষ এবং প্রশাসনের কর্তা–ব্যক্তিরা।

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর তথা তৃণমূল নেত্রী মৌসুমি সাহার

হুগলি

রেস্তোরাঁ থেকে উদ্ধার হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ ঠান্ডা পানীয়, চিজ, শিশুদের খাবার ও বাসি, পচা মাংস। স্বাস্থ্যবিধি মেনে রেস্তোরাঁ পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেয় প্রশাসন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক (২) দেবযানী বসু মল্লিক বলেন, ‘জেলায় ফুড সেফটি নিয়ে অভিযান চলছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’

এদিন উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকানেও যান খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। প্রকাশ্যে নষ্ট করা হয় মেয়াদ উত্তীর্ণ দই। সাত দিনের মধ্যে হাইজিন মেনটেন না করা হলে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান উত্তরপাড়ার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক। এই ঘটনায় উত্তরপাড়ার সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

শব্দরঙ্গ–৩৯২

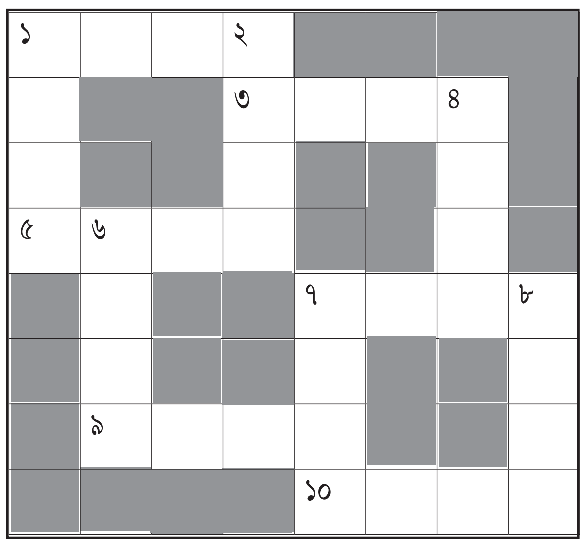

পাশাপাশি

১. অন্নপূর্ণার বাঁ–দিকে আসীন শিব ৩. (আল.) চূড়ান্ত মারধর ও অপমান ৫. অভিযোগ, নালিশ ৭. সদৃশ শব্দ ৯. ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ ১০. আকাশ, গগন।

উপর–নীচ

১. সমুদ্র, অর্ণব
২. শক্তিমান, শক্তিশালী
৪. বাঁকা, তির্যক
৬. কাশীরাম দাসের রচিত
৭. অভাব, টানাটানি
৮. সর্বদা কৃপাসম্পন্ন।

সমাধান–৩৯১

			গু	হে	র		অ
	আ	ব	রু		ভ		ন
	ই		ভা	ব	স	মা	ধি
কি	মা	কা	র				কৃ
উ				প	রা	হ	ত
বি	জ্ঞা	না	চা	র্য		ব	
কৃ		জে		স	জ	ন	
ল্		ল	স্ব	ন			

■ শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জি বাংলা সোনার**
সকাল ৬–০০ **পরিণীতা**, সকাল ৯–০০ **অনুতাপ**, দুপুর ১২–০০ **অগ্নিপথ**, দুপুর ২–৩০ **মঙ্গলদীপ**, বিকেল ৫–৩০ **সাথীহারা**, রাত ৮–৩০ **জীবন যুদ্ধ**, রাত ১০–৩০ **পথ ও প্রাসাদ**

● **ডিডি বাংলা**

দুপুর ২–৩০ **দেয়া নেয়া**

● **কালার্স বাংলা সিনেমা**
সকাল ১০–৩০ **সূর্য**, দুপুর ১–৩০ **প্রেমের কাহিনী**, বিকেল ৪–৩০ **গ্রেফতার**, রাত ৮–০০ **নবাব নন্দিনী**, রাত ১১–০০ **রাজমহল**

● **কালার্স বাংলা**
দুপুর ২–০০ **ফিরিয়ে দাও**

● **জলসা মুভিজ**
সকাল ৯–৩০ **আবার বিবাহ অভিযান**, দুপুর ১২–০০ **সংঘর্ষ**, দুপুর ৩–৩০ **ভিলেন**, সন্ধে ৬–৩০ **জয় শ্রীকৃষ্ণ**, রাত ৯–৩০ **শ্রীকৃষ্ণ লীলা**

● **সোনি পিক্স**
সকাল ৬–১০ **ফাদারহুড**, সকাল ৭–৫৪ **রেসিডেন্ট ইভিল**, সকাল ১০–২৪ **গ্রান টুরিসমো**, দুপুর ১২–৩২ **নেভার ব্যাক ডাউন**, দুপুর ২–০৯ **দ্য আনহোলি**, বিকেল ৩–৪৬ **আই নো হোয়াট ইউ ডিড লাস্ট সামার**, বিকেল ৫–২৮ **জম্বিল্যান্ড ডাবল ট্যাপ**, সন্ধে ৭–০০ **ঘোস্টবাস্টার্স: আফটারলাইফ**, রাত ৯–০০ **৬৫**

আকাশ আট
জয়জয়ন্তী
দুপুর ৩–০৫

জি সিনেমা
ববি
সকাল ৮–৩৫

● **জি সিনেমা**
সকাল ৬–০০ **বহেন হোগি তেরি**, দুপুর ১২–০০ **কর্জ**, দুপুর ৩–০৫ **ইয়ে ওয়াদা রাহা**, সন্ধে ৬–০০ **তাল**, রাত ৯–৪০ **ওয়াক্ত: দ্য রেস এগেনস্ট টাইম**

● **সোনি ম্যাক্স ২**

সকাল ৫–৫৬ **নয়া দৌর**, সকাল ৮–৪৪ **এক চাদর ম্যায়লি সি**, সকাল ১১–৪১ **বড়ে ঘর কি বেটি**, দুপুর ১–৫৭ **সিতমগর**, বিকেল ৪–৪৮ **রফু চক্কর**, রাত ৭–৫০ **শেষনাগ**, রাত ১০–৩৩ **আনজানে মে**

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **হোক ফোক**

লোকগীতির জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানে এবারের পর্বে মহাজনি গান পরিবেশন করবেন শিল্পী প্রেমাংশু দাস ও তাঁর গ্রুপ (ফকিরি ব্যান্ড)। উপস্থাপনায় ঋষি চক্রবর্তী।
ডিডি বাংলা: রাত ৮–৩০

ধারাবাহিক

● **লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ (সিজন থ্রি)**

সান বাংলা: সন্ধে ৭–০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শুক্রবার, ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩, ইং ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মুং ২১ রবিয়ল আউয়ল ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।২৩।৩৪
সূর্যাস্ত ঘ ৫।৪৮।৮
তিথি: (শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষ) অষ্টমী দং ৪৭।৫ রাত্রি ঘ ১২।১৪
নক্ষত্র: রোহিণী দং ৪৪।১০ রাত্রি ঘ ১১।৪

অন্য পঞ্জিকা: শুক্রবার, ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩, ইং ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, হিজরি ২১ রবিয়ল আউয়ল ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্‌স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

শুক্রবার হালকা, মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা।	সর্বোচ্চ ৩১	সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস
বৃহস্পতিবার বৃষ্টি ১০.৪ মিমি	সর্বোচ্চ ৩০.৬ (-২)	সর্বনিম্ন ২৫.৫ (-১)
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৯%	৭৫%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা **উলুবেড়িয়া ৩৫.৫°**

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পায়েস খাইয়ে দিচ্ছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে। রয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার, অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু–সহ বিশিষ্টরা। একতারা মঞ্চে, বৃহস্পতিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে পালিত উত্তম শতবর্ষ

● ১ পাতার পর

উত্তম–অনুরাগী। পদযাত্রা শেষে গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় ‘শতবর্ষে মহানায়ক: আ সেঞ্চুরি অফ স্টারডম’ শীর্ষক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রদর্শনীটি তিনি ঘুরে দেখেন। সেখানে মহানায়ক অভিনীত বিভিন্ন ছবির পোস্টার, তাঁর লেখা চিঠি, সাদা–কালো ছবি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ‘গৃহদাহ’, ‘চিড়িয়াখানা’, ‘এন্টনী ফিরিঙ্গী’ ইত্যাদি সিনেমার বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ‘সন্ন্যাসী রাজা’র বড় একটি ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

এরপর রবীন্দ্রসদন চত্বরে একতারা মঞ্চের অনুষ্ঠানে কেক কেটে মহানায়কের জন্মদিন পালন করা হয়। ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের হৃদয়ের মহানায়ক উত্তমকুমারের এই দিনে, এই ভূমিতে ১০০ বছর আগে আগমন ঘটেছিল। আমার সঙ্গে সচিবালয়ে দেখা করেছিলেন বুম্বাদা (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়)। তিনি আমাকে বলেছিলেন, শতবর্ষে মহানায়ককে স্মরণ করতে চাই। সরকার যেন সব ধরনের সহযোগিতা করে। এরপর আমাদের মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী, জিৎ, রূপাদি (গাঙ্গুলি), রুদ্রনীল ঘোষ— আমরা সবাই মিলে নেমে পড়ি। আজকের এই দিনে মহানায়ককে ঘিরে চাঁদের হাট। আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদ, সঙ্কীর্ণতা নেই। আজ শুধু উত্তমকুমার, উত্তমকুমার।’

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী, চিরঞ্জিৎ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, যিশু সেনগুপ্ত, পরিচালক সন্দীপ রায়, হরনাথ চক্রবর্তী, রাজ চক্রবর্তী প্রমুখ।

ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দক্ষিণ ভারত, মুম্বই এ সমস্ত জায়গার কথা শুনি। কিন্তু আমরাই তো এক সময় সিনেমা জগতে এগিয়ে ছিলাম। আমরাই পথ দেখাতাম। আগের জায়গায় আমাদের চলচ্চিত্র জগৎকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অমৃতকাল ফিরিয়ে আনার শপথ নিতে হবে। নিউ টাউনে প্রথম পর্যায়ে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তমকুমার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভূমিপূজন হবে শুক্রবার। রবীন্দ্র সদন, নন্দনের থেকেও ভাল কিছু হবে। আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে আনন্দ করি। সবাই মিলে বলি— উত্তমকুমার, উত্তমকুমার, চিরকুমার।’

মিঠুন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে একটি প্রস্তাব দেন। বলেন, ‘যারা এ রাজ্যে শুটিং করতে আসবে, তাদের যেন ৩০ শতাংশ সাবসিডি দেওয়া হয়। তবে সেটা নগদে নয়। কর ছাড়ের ক্ষেত্রে যেন দেখা হয়।’

এদিন মঞ্চেই মুখ্যমন্ত্রীকে পায়েস খাইয়ে দেন মিঠুন চক্রবর্তী। উত্তমকুমারের পরিবারের সদস্যদের পায়েস খাইয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য এবং বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচী।

এদিন কেক কেটে উদ্‌যাপন শুরুর সময় উত্তমকুমার অভিনীত ‘সন্ন্যাসী রাজা’ চলচ্চিত্রের বিখ্যাত দৃশ্য ভেসে ওঠে পর্দায়। সেখানে মহানায়ক বলছেন, ‘জানি তোমরা আমাকে ভালবাসো। কিন্তু আমার কিছুই দেওয়ার নেই। অন্যায়কে কোনও দিন প্রশ্রয় দিও না। সবাই একজোট হয়ে লড়াই করো।’ সেই দৃশ্যে সবাই হাততালি দিয়ে ওঠেন। এদিন নন্দন চত্বরে অভিনেতা, অভিনেত্রী থেকে শুরু করে প্রযোজক, পরিচালক, কলাকুশলীরা সকলেই এসেছিলেন। গোটা এলাকা জুড়েই ছিল উৎসবের আবহ। সেই সঙ্গে রাখা ছিল সপ্তপদী ছবিতে ব্যবহৃত সেই বাইক। এ ছাড়াও দুটি ভিন্টেজ কার। সেগুলির সামনে অনেকেই দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন।

এদিন সকালে আহিরীটোলায় মহানায়কের মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। বিজলি সিনেমা হলের সামনে মহানায়কের কুড়ি ফুট কাটআউটের উন্মোচন করেন অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, জিৎ, দেব, রুদ্রনীল ঘোষ প্রমুখ। সকাল থেকেই মহানায়কের ভবানীপুরের বাড়িতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে ভিড় করেন অগণিত ভক্ত। সন্ধেয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সংসদের উদ্যোগে বসুশ্রী সিনেমা হলে মহানায়ককে জন্মদিনের শ্রদ্ধা জানালেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, শকুন্তলা বড়ুয়া, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কলকাতা–সহ রাজ্য জুড়ে এদিন নানা অনুষ্ঠানে শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয় মহানায়কের জন্মদিনে।

এদিন দুপুরে নন্দন চত্বরে প্রবাসী ইন্দ্রনীল চৌধুরির একক উত্তম সংগ্রহের প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনী চলবে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে রাত আটটা।

বিদ্যাভারতীর অনুষ্ঠানে বক্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গোলপার্কে, বৃহস্পতিবার।

ঐতিহ্য শেষ হয়ে যেত

● ১ পাতার পর

পাশাপাশি রাজ্যে আরও সৈনিক স্কুল এবং স্কুল–কলেজে এনসিসি চালুর জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। রবীন্দ্র চামরিয়ার অনুরোধে রাজারহাটে নতুন স্কুল করার জন্য জমি দেবেন বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

পাঠ্যক্রম পরিমার্জন

প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যক্রমের পরিমার্জন করা হবে। রাজ্যের স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে একথা জানান। তিনি আরও জানান, ইতিহাসের চর্চা বাড়াতে এই পরিমার্জন করা হবে। এর জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি করা হয়েছে। কমিটিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক–সহ অনেকেই আছেন।

উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশেষ কভার। থিজম গ্রুপের উদ্যোগে ভারতীয় ডাক বিভাগ প্রকাশ করল। ছিলেন থিজম গ্রুপের পক্ষে পার্থ সাহা, ঋতম সাহা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, সুজয়প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পোস্ট মাস্টার জেনারেল (সাউথ বেঙ্গল রিজিয়ন) ঋজু গাঙ্গুলি প্রমুখ। কলকাতা জিপিওতে, বৃহস্পতিবার।

শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে বই প্রকাশ

আজকালের প্রতিবেদন

৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে রাজ্যের সব সরকারি স্কুলে একটি প্রতিযোগিতা হবে। ছাত্রছাত্রীদের প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হবে ‘আমাদের বিদ্যালয় কেমন হবে’— এই বিষয়ে। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে স্কুলশিক্ষা মন্ত্রী দীপক বর্মন একথা জানান। তিনি বলেন, ‘বাঙালির মেধা কমেনি।’ এদিন তিনি জলপাইগুড়ি জেলা জজ বিপ্লব রায়ের দুটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। একটি হল ‘আদর্শের আলোয় ছোটদের শ্যামাপ্রসাদ’, অন্যটি ‘আজ পুতুলের বিয়ে’। বই দু’টি প্রকাশ করেছে পারুল প্রকাশনী। ছিলেন সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শান্তনু সিনহা, আইনজীবী রেশমি ঘোষ এবং কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর। পারুল প্রকাশনীর তরফে ছিলেন প্রকাশক পার্থ সাহা।

উত্তমকুমারকে শ্রদ্ধা জানালেন মোদি, শাহ

আজকালের প্রতিবেদন

উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘মহানায়ক উত্তমকুমার... এমন এক কিংবদন্তি, যাঁর কালজয়ী অভিনয় প্রজন্মের পর প্রজন্মের মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। তাঁর জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানাই।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সিনেমাপ্রেমীরা মনে করেন, সত্যজিৎ রায় ‘নায়ক’ ছবির পুরো চিত্রনাট্যই মহানায়ক উত্তমকুমারকে মনে রেখে লিখেছিলেন। শ্রীসত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি গভীর আবেগ অনুভব করার ক্ষমতা ছিল তাঁর।’

তিনি আরও বলেন, ‘তাঁর জীবন আমাদের আরও একটি বড় শিক্ষা দেয়— কখনও হাল ছেড়ো না। তাঁর অভিনীত প্রথম দিকের ছবিগুলি ভাল ফল করেনি। তবুও তিনি নিজের কাজ থেকে ফোকাস সরাননি। এই নিষ্ঠাই তাঁকে এত বড় জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিল।’ মোদি আরও বলেন, ‘চিরকাল আমাদের হৃদয়ের অধীশ্বর হয়ে থাকবেন তিনি।’

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি উত্তমকুমারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। এক্স হ্যান্ডলের পোস্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তমকুমারের ছবিগুলিকে ‘ভারতীয় সিনেমার অমূল্য ঐতিহ্য’ বলে উল্লেখ করেন।

শাহ লিখেছেন, ‘নিজের স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত অভিনয় দিয়ে কয়েক দশক ধরে দর্শকদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন তিনি। অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক এবং সঙ্গীতশিল্পী— প্রতিটি ভূমিকাতেই নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। বাংলা সিনেমাকে তিনি নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।’

‘তাঁকে সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই’

● ১ পাতার পর

১২৫তম জন্মজয়ন্তীর মতোই মহানায়কের শতবর্ষকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।’ তিনি ঘোষণা করেন, উত্তমকুমারের নামাঙ্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করা হবে। শুক্রবার সকালে মহানায়কের নামাঙ্কিত নতুন প্রতিষ্ঠানের ভূমিপূজন হবে। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ মুদ্রা, ডাকটিকিট প্রকাশ করছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, জিৎ, দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রত্না ঘোষাল, স্থানীয় বিধায়ক ও অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, অভিনেত্রী ও বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ, পরিচালক গৌতম ঘোষ, হরনাথ চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন, কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পান্ডে, মহানায়কের পুত্রবধূ মহুয়া চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শিসে শ্রদ্ধা উত্তমকুমারকে

আজকালের প্রতিবেদন

উত্তমকুমার অভিনীত ছায়াছবির গানের সুর এবার বাজবে শিস ধ্বনিতে। বিশিষ্ট শিল্পী তরুণ গোস্বামী শিস ধ্বনির মাধ্যমে মহানায়কের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন। ভারতে এই প্রথম এ ধরনের একটি ভিন্ন মাত্রার অনুষ্ঠান হতে চলেছে। ৫ সেপ্টেম্বর উত্তম মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় এই অনুষ্ঠান। মধুর ধ্বনি–র নিবেদন এই অনুষ্ঠান। শিরোনাম ‘কেউ কখনও উত্তম হননি, কেউ হবেনও না’। অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন দেবাশিস বসু।

বিমান বসুকে শুভেচ্ছা মমতার

বিমান বসুকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার বিমান বসুকে দেওয়া মমতা ব্যানার্জির শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের রাজ্য দপ্তরে যান বিধায়ক কুণাল ঘোষ। দিল্লি থেকে চিকিৎসা করিয়ে কলকাতায় ফিরেছেন বিমান বসু। এখন তিনি সুস্থ আছেন। মমতা ব্যানার্জির শুভেচ্ছাবার্তা পেয়ে ধন্যবাদ জানান তিনি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং সুখেন্দু পাণিগ্রাহীর সঙ্গেও কথা বলেন কুণাল ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শতবর্ষে মহানায়ক
A CENTURY OF STARDOM

এক চিরন্তন কিংবদন্তীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাঙালির রূপোলি পর্দার অবিসংবাদিত সম্রাট **মহানায়ক উত্তমকুমারের** জন্মশতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর অসামান্য শিল্পসৃষ্টি এবং অবিস্মরণীয় কীর্তি আমাদের অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। **মহানায়ক উত্তমকুমারের** এই স্মৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে চিরভাস্বর করে রাখতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজন করেছে এক বর্ণাঢ্য মহোৎসব।

বিশেষ আকর্ষণ

**৪ সেপ্টেম্বর
নিউ টাউনে
উত্তমকুমার ফিল্ম সেন্টারের
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী**

উত্তমকুমার ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

- **নন্দন-১, নন্দন-২ ও রাধা স্টুডিওতে** চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা (উদ্বোধনী ছবি সত্যজিৎ রায়ের **'নায়ক'**)

বিশেষ অনুষ্ঠান (৪ - ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬)

- রবীন্দ্রসদনে উত্তমকুমারের সহ অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান - **'কাছে রবে'**
- **ডাকটিকিট ও খাম প্রকাশ**
- **তথ্যচিত্র প্রদর্শন**
- **আলোচনা সভা, প্রদর্শনী**

অনুষ্ঠানের সূচী

নন্দন ১

তারিখ	সময়কাল	ছবি	সময়সীমা
৪ সেপ্টেম্বর	৪:০০	নায়ক	১১৭ মি
	৬:৩০	ঝিন্দের বন্দী	১০৩ মি
৫ সেপ্টেম্বর	২:০০	জতুগৃহ	১৩০ মি
	৪:৩০	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী	১৩০ মি
	৭:০০	বনপলাশির পদাবলী	১৪০ মি
৬ সেপ্টেম্বর	২:০০	হারানো সুর	১৪৬ মি
	৫:৩০	সন্ন্যাসী রাজা	১৩৯ মি

নন্দন ২

তারিখ	সময়কাল	ছবি	সময়সীমা
৪ সেপ্টেম্বর	৫:০০	রক্ত তিলক	১৫৪ মি
৫ সেপ্টেম্বর	২:৩০	অগ্নীশ্বর	১২২ মি
	৫:০০	এন্টনি ফিরিঙ্গী	১৫৭ মি
৬ সেপ্টেম্বর	২:৩০	শেষ অঙ্ক	১৩১ মি
	৫:০০	বিচারক	১২১ মি

রাধা স্টুডিও

তারিখ	সময়কাল	ছবি	সময়সীমা
৪ সেপ্টেম্বর	৫:০০	দেয়া নেয়া (৩৫ এমএম)	১০৭ মি
৫ সেপ্টেম্বর	২:৩০	হারানো সুর (৩৫ এমএম)	১৪৬ মি
	৫:০০	রক্ত তিলক	১৫৪ মি
৬ সেপ্টেম্বর	২:৩০	কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী	১৩০ মি
	৫:০০	নায়ক	১১৭ মি

**সময়সূচি পরিবর্তনসাপেক্ষ।

আয়োজনে : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

ICA-D1348(23)/2026

‘বিজ্ঞাপনী’, এস.এম.এন্টারপ্রাইজ
ফ্যান্সি মার্কেট, লায়ন্স ক্লাবের
পাশে রুম নং ৭, বর্ধমান– ১
দূরভাষ: 9434474356,
9232462019

আজকাল শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
পলতা উঃ ২৪ পঃ
দাস ফার্নিচার, সেবাগ্রাম পলতা
প্রযত্নে: সঙ্গীতা, ফোন: 9433350925

সুমিতা ব্লাউজ স্পেশালিষ্ট,
৪, রাজেন্দ্র বাগ রোড,
শ্রীরামপুর, হুগলী,
পিন: ৭১২২০১
ফোন: 98307-23466

আজকাল

৪৬ বর্ষ ১৬২ সংখ্যা ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬

এই অকরুণ

‘যাইতে মানস-সরে/ কার না মানস সরে?’ ঠিকই তো। মানুষ তো আর শালগ্রাম নয় ঠিক। একটু এপাশ-ওপাশ করার সাধ হবেই। অভ্যস্ত দৈনন্দিন থেকে একটু এদিক-ওদিক উড়াল। কোথাও সেটা নিছক ভ্রমণ, কারও কারও ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চার, আবার অনেক সময় অনেকের কাছেই আসে পুণ্যের ডাক। কোনও কোনও যাত্রায় এর সব ক’টিই কমবেশি মাত্রায় মিলেমিশে যেতে পারে। কৈলাস-মানস সরোবরের ডাক বোধহয় সেরকমই। বলতে কী, এই যে আমাদের উত্তর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়, প্রাচীন ভারত যাকে শনাক্ত করেছে ‘দেবতাত্মা’ বলে, তার আনাচে-কানাচে কত-না তীর্থ, তাছাড়াও অভিযানের অফুরান হাতছানি। দুর্গমের হাতছানি। বিস্ময় জাগে, ধর্মের পথ আক্ষরিক অর্থেই বুঝি-বা ‘ক্ষুরস্য ধারা’! দুর্গম, দুরতিক্রম্য! কালের নিয়মে বা ‘উন্নয়ন’-এর চাহিদায় এই দুর্গমতা কমেছে। আবার, উন্নয়নই গোপন ঘাতকের মতো ঘাপটি মেরে থাকে পথে? কখনও কেদার-বদ্রী, কখনও মানসযাত্রার পথ। আমাদের বিহ্বল করে দেয় দুর্যোগের খবর। না, আগে থেকে এসব অনুমান করা যায় না। হিমবাহ বিপর্যয় বা হড়পা বানের আঁচ আগেভাগে আর কী করে পাবেন যাত্রীরা! ফলে, যে যাত্রাকে বলছি আমরা স্বাভাবিক সাধ-আহ্লাদ, সহসা তা হয়ে ওঠে মর্মান্তিক অঘটন। এমন নয় যে, এই দুর্যোগের বলি হয়েছেন আমাদের রাজ্য বা দেশের পর্যটকেরাই। ঢের বেশি বিপর্যস্ত নেপাল, স্থানীয় মানুষজন। কিন্তু ঘরের মানুষদের নিয়ে আমাদের বাড়তি উৎকণ্ঠা থাকবেই। এত বড় বিপর্যয়ের পরও আমরা বলতে পারব না, এমন পথে আর নয়। এসব নিয়েই মানুষকে বাঁচতে হবে, দুর্গম পথেও যেতে হবে। কিন্তু এমুহূর্ত শুধু প্রার্থনা করে: করুণাধারায় এসো।

প্রিয় সম্পাদক

মোবাইলের খরচও ঊর্ধ্বমুখী

আট থেকে আশি— সব বয়সের মানুষ যেন উত্তরোত্তর মোবাইল-ফোন নির্ভর হয়ে পড়ছেন। অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নিছকই আলাপচারিতা নয়, ইদানীংকালে হাতের মুঠোফোন সর্বস্তরের মানুষের কাছে অধিকতর উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করছে। বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ এবং সমাজমাধ্যমে সাধারণ উপভোক্তাদের দিনের বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় হচ্ছে। অর্থাৎ মোবাইলের স্ক্রিনে মগ্ন থাকছে। ইদানীংকালে অনেকেই মনে করেন, হাতের মুঠোফোনটি ছাড়া জীবন সত্যিই অচল! এই মানসিকতা খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ছে সব বয়সের মানুষের মধ্যে। মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থাগুলি আচমকাই তাদের মাসিক শুল্ক অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ‘রিলায়েন্স জিও’ বা ‘ভোডাফোন’-এর মতো অগ্রগণ্য পরিষেবা সংস্থাগুলির এই সিদ্ধান্তে সাধারণ গ্রাহকরা যথেষ্টই অসুবিধায় পড়েছেন। কারণ, এটা তো ঠিক যে, হাতের দামি মুঠোফোন আড়াই-তিন দশক আগেও উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির একচেটিয়া আধিপত্যের বস্তু হিসাবে গণ্য হলেও এখন তা নিম্নবিত্তদের কাছেও ‘বিলাসিতা’ হিসেবে পরিগণিত হয় না। বাজারের চাহিদা অনুসারে নিত্য ব্যবহার্য অন্য সব জিনিষের মতো মোবাইল পরিষেবা গ্রহণও প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। তবে, আচমকাই টাকার পরিমাণ অনেকটা বাড়িয়ে দিলে পরিষেবা-প্রাপকদের যে বড়মাপের ধাক্কা সইতে হয়, এটাও তো অস্বীকার করার নয়। আশা করি, ভবিষ্যতে মাসুল বাড়ানোর আগে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলো এ বিষয়ে আরেকটু সহনশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে।

● *বিজয় সমাদ্দার*
সাউথ সিঁথি, কলকাতা

৩৫ টাকায় পেঁয়াজ

অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে পেঁয়াজের দাম বেঁধে দেওয়া হল ৩৫ টাকায়। কয়েক সপ্তাহ আগেও ২৫ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে পেঁয়াজ বিক্রি করা হত। তারপর তা পৌঁছে গিয়েছিল ৫০ টাকায়। রাজ্য সরকার আপাতত ৩৫ টাকা দরে পেঁয়াজ বিক্রি করতে শুরু করেছে। এছাড়া, চিনির দাম পৌঁছে গিয়েছিল ৭০ টাকায়, সেটাও কমিয়ে আনা হল ৬০ টাকায়। অর্থাৎ, ক্রমবর্ধমান দামকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য একটা উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না অসাধু কারবারিরা কীভাবে দামটা এত বাড়িয়ে দিল! প্রত্যেকবার বর্ষার আগে-পরে এবং শীতকাল শুরু হওয়ার মুহূর্তে সবজির দাম লাফিয়ে বেড়ে যায়। হইচই শুরু হয়ে যায় ক্রেতাদের মধ্যে এবং সরকারকে নড়েচড়ে বসতে হয়। ৫০টা ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে ৩৫ টাকায় পেঁয়াজের দাম বেঁধে তা বিক্রি শুরু করল কৃষি বিপণন দপ্তর। যা আপাতত চলবে কলকাতায়। কিন্তু এমন ভ্রাম্যমাণ গাড়ি গ্রামাঞ্চলেও চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্যের। তবু কি বলা যাবে সাধারণের নাগালের মধ্যে নামিয়ে আনা হল পেঁয়াজের দাম?

● *অভ্র গুহবিশ্বাস*
ধানবাদ

স্কুলে ‘তাল উৎসব’

রসনাপ্রিয় বাঙালি তার নিত্যদিনের যাপন-শৈলীতে খাওয়া-দাওয়াকে একটু যে বেশিরকমই গুরুত্ব দিয়ে থাকে, এ সত্য কম-বেশি আমাদের সকলেরই জানা। সে যেমন পোলাও-চিকেন কারি-তে আছে, তেমনই বাসমতী চালের ভাত-কচি পাঁঠার ঝোলেও! এ-হেন ‘মেনস্ট্রিম’-এর বাইরেও তার অবাধ গতায়াত। বঙ্গজীবনের বারো মাসের ছয় ঋতুতে মনোহরণ পদের বৈচিত্রেও বাঙালির ‘মেনুকার্ড’ লা-জবাব! এই যেমন, তালের বড়া! আপাতদৃষ্টিতে কারওর-কারওর কাছে নিছকই ‘অনভিজাত’ বলে মনে হলেও এই ভরা ভাদ্রে তালের জমাটি মরশুমে কার জিভে না জল আসে? সম্প্রতি আমাদের স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রীতিমতো উৎসবের মেজাজে তালের বড়া-র বার্ষিক উদ্‌যাপন ঘটল! অবাক হচ্ছেন? স্কুলের নাম শিবদা নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিলে সেদিন পড়ল পুরুষ্টু তাল দিয়ে তৈরি নানান পদ! তালের বড়া তো ছিলই, সঙ্গে তালের লুচি, তালের ফুলুরি! বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আন্তরিক উদ্যোগেই এ-হেন তাল-মহোৎসব। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মেরেকেটে পাঁচ। পড়ুয়ার সংখ্যা কম-বেশি ২৩০। প্রায় বিনা নোটিসেই ছাত্রছাত্রীদের পাতে এই জিভে জল আনা তালের রকমারি পদের পরিবেশন অভিভাবকদের মুখেও হাসি ফুটিয়েছে। রোজকার ভাত-ডাল-তরকারির বদলে খাওয়ার পাতে গরমাগরম তালের বড়া-ফুলুরি আর লুচি দেখে শিশুদের মুখগুলোও যেন অপার্থিব আলোয় ভরে উঠেছিল। আর হ্যাঁ, সেদিন ওরা তালের বড়া খেয়ে তালিও দিয়েছিল খুব!

● *অমরেন্দ্র পাত্র*
আউসগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

ওই ‘তিনি’ আসছেন!

এ বঙ্গে এখন শরৎকাল। বাংলা ক্যালেন্ডারের পাতায় ভাদ্র-আশ্বিন শারদ-ঋতুর মোহময়ী পরশে স্নাত হওয়ার ক্ষণ। আকাশে যদিও মন্দ্র মেঘপুঞ্জের নিবিড় সমাবেশ প্রায়শই ভ্রম জাগাচ্ছে—শরৎ সত্যিই এসেছে? খানিক পরেই প্রকৃতিদেবী আচম্বিতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠছেন। মেঘ কেটে রোদ উঠছে, এ রোদ কেমন যেন অচেনা—তার বর্ণ যেন গলানো সোনা। আর ওই দূরের আকাশটার গায়ে কে যেন নীল কালির দোয়াতটা উপুড় করে দিয়েছে! তখন আহ্লাদে মন বলে উঠছে—‘হ্যাঁ, এসেছে তো! ঠিক চিনেছি...।’ ‘শরৎ তপনে, প্রভাত স্বপনে’ মধুরতম এক আলোছায়ার জাফরি! দিগন্তখোলা মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে অকারণেই খুশিতে ভরে উঠছে মন। ও মাঃ, এদ্দিন তো লক্ষই করিনি, কাশফুলের সাদা ঝালরগুলো কখন এতটা বড় হয়ে গেছে! বুকের মধ্যে ও কীসের বাজনা? বিলক্ষণ বুঝেছি, ওই তিনি আসছেন! আনন্দময়ীর আবাহনে আপনিও তৈরি তো, প্রিয় পাঠকবন্ধু?

● *সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য*
আরামবাগ, হুগলি

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

নেপালের বিপর্যয় যা শেখাল

দেবাশিস পাঠক

একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। নেপালের যন্ত্রণা কি আমাদের কোনও বার্তা দিয়ে গেল? অযুত অশ্রুধারার পরিণামে আমরা কি কিছু শেখা বা বোঝার জন্য তৈরি? তার চেয়েও বড় কথা, এভাবে আদৌ কি কিছু শেখা যায়?

হিমালয় সন্দেহাতীত ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার। এই পার্বত্য শ্রেণি আফগানিস্তানে পরিচিত হিন্দুকুশ নামে। আবার, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, চীন, তিব্বত ও ভুটানে এই পর্বতশ্রেণির একটাই পরিচয়, হিমালয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এই হিমালয় আদতে এক জীবন্ত শিলা, যা বহিরঙ্গে মৌন হয়ে ধ্যানমগ্ন, কিন্তু ভূকম্পের সম্ভাবনা ভিতরে ভিতরে তাকে নিরন্তর উত্তেজনায় ভরিয়ে রেখেছে, হিমবাহের স্পন্দনে সে সদা স্পন্দিত, ভূতাত্ত্বিক আলোড়ন তার অন্তর্লোকে অস্থিরতা বুনে চলেছে অবিরত।

আর, কখন কীভাবে এই অনুচ্চারিত বা অপ্রত্যক্ষ কর্মকাণ্ডগুলোর বিস্ফোরণ ঘটবে, আপাত অদৃশ্য অস্থিরতার সেই প্রকাশের মাত্রা ও ভঙ্গি কেমন হবে, তার আগাম অনুমান সম্ভব নয়। আর এজন্যই হিমালয়ের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রূপটা ঠিক কেমন হবে, সেটা ভূমিধস হবে না তুষারধস হবে, বন্যা হবে না কাদায় জমি-ভিটে ডুবিয়ে দেওয়া স্রোতধারা হবে, সেটার সুনির্দিষ্ট সঠিক পূর্বানুমান প্রায় অসম্ভব।

এইজন্যই আমাদের ঠাকুরদাদের কাছে শুনতাম ১৯৩৪-এ নেপাল-বিহারের ভূমিকম্পের কথা। বাবা-জ্যাঠাদের মুখে শুনেছি ১৯৫০-এ অসমের ভূকম্পনের কথা। আর ২০২৬-এ আমরা নিজেরা দেখলাম নেপালের জলরোষ।

জগতে সবাইকে বলা হয়েছিল, ভারতকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে, ভারতের উত্তরদিকে একটা ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রমশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠছে। ভূতাত্ত্বিকরা বলেই দিয়েছিলেন অনুমিত বিপর্যয়ের পরিণামে অকল্পনীয় ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

ভারত সরকার সেই হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত করেনি, এমনটাও নয়। বিপদ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনার তরফে যথাসম্ভব বন্দোবস্তও করা হয়েছিল। কিন্তু ২৬ আগস্ট যা ঘটার সেটা ঘটেই গেল। আর এখন যে প্রশ্নগুলো উঠছে এবং যে প্রশ্নগুলো ওঠাটাই অতিস্বাভাবিক ও সময়োচিত। সেগুলো হল:

১) নেপালের উপরিভাগে যে বিপর্যয় ঘটে গেল, তার প্রভাব নেপালের নিম্নভূমিতে কি একই রকম মারাত্মক ভাবে পড়েছে? ২) নদী অববাহিকায় মনুষ্যবসতিতে তাৎক্ষণিক মৃত্যু-বিপর্যয় এড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলি কি যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এতদিনে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছে? ৩) উষ্ণায়নের অনিবার্য প্রভাবে হিমবাহে যে গলন দেখা দিচ্ছে কিংবা জলস্ফীতির জেরে হড়পা বানের যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, সে-সবের মোকাবিলা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার অধিবাসীদের সচেতনতাবৃদ্ধিতে যথাবিহিত ব্যবস্থা নিতে পেরেছিলেন?

ভূতত্ত্বের বিষয়ে আমাদের প্রায় সর্বজনীন অজ্ঞতা দিয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর চাপা দিলে চলবে না। ‘আমাদের ভূতাত্ত্বিকরা আগে থেকেই সব জানতেন’ বলে ভূতাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগে প্রাপ্ত ভবিষ্যচিত্র তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার মধ্যে কোনও শ্লাঘা নেই, এটা আমাদের সবার বোঝার ও সবাইকে বোঝানোর সময় এসেছে। শুধু নেপালে বা ভারতে নয়, সামগ্রিক ভাবে গোটা বিশ্বের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য।

নেপালে যা ঘটেছে, তার পূর্ণাঙ্গ ছবি ও কার্যকারণ তত্ত্ব অচিরেই আমাদের সামনে আসবে। তখনই আমরা জানতে পারব, ওই অভূতপূর্ব জলরোষের প্রকৃত কারণ কী। সেটা ভূমিকম্প নাকি হিমবাহ হ্রদে স্বাভাবিক জলস্ফীতি?

কারণ যাই হোক না কেন, আটটি বিষয়ে আমাদের অবিলম্বে পদক্ষেপ করা আবশ্যক।

১) স্মরণাতীত সময় থেকে হিমালয়কে আমরা দেবতাত্মা রূপে পূজা করেছি। কিন্তু সে যে নিশ্চিত বিপদকে গর্ভে ধারণ করে রেখেছে, সে বিষয়েও আমাদের এবার অবগত হওয়া উচিত। ২) কেবল বিদ্বজ্জনের আলোচনাসভায়, সেমিনারে বা গবেষণাপত্রে, বিষয়টিকে সীমায়িত রাখলে কাজের কাজ কিছু হবে না। এই কথাটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। ৩) কারা হিমালয়ের ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাব্য বলি হতে পারেন, সে বিষয়টিকে অবিলম্বে সকলের সামনে আনা জরুরি। ৪) এই জানানোর বিষয়টি শুধু আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করলে হবে না, বিপদ থেকে বাঁচতে গেলে কী কী করতে হবে, সেটাও যেন স্পষ্ট ভাবে জানা থাকে। ৫) চীন বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প গড়ে তুলতে চাইছে। প্রকল্পটির স্থান মেডগ। ভারত-সীমান্তের অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের বিরাট বাঁক রয়েছে পাইজেন চ্যুতিরেখার একেবারে কাছে। সেখানেই গড়ে তোলা হচ্ছে এই প্রকল্প। প্রকল্পের কারণে সেখানে ভূকম্পন হলেই ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ওপর নেমে আসবে প্রলয়ঙ্করী প্লাবন ও ধ্বংসাবশেষের ঢেউ। উত্তর-পূর্ব ভারতের ওই অঞ্চলটি প্রতিরক্ষার প্রশ্নে আমাদের কাছে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ শ্যাম সরণ দু’টি নিবন্ধে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একটি প্রকাশিত হয়েছিল এ বছরের জুলাই মাসে ‘দ্য ট্রিবিউন’ পত্রিকায়। অপরটি কয়েকদিন আগে ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর পাতায়। ভারত সাম্প্রতিক কালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত-বিষয়ক আলোচনায় স্পষ্টতা আনার জন্য প্রশংসনীয় পদক্ষেপ করেছে। সেই আবহে আলোচনার পরিসরে মেডগ প্রকল্পের সম্ভাব্য বিপদের বিষয়েও খোলামেলা দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হওয়া দরকার। ৬) ভারতের উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাঁধ ও পারমাণবিক চুল্লিগুলোর পুনর্মূল্যায়ন করা আবশ্যক। যেগুলো সত্যিই বিপজ্জনক, সেগুলো নিয়ে আর টালবাহানা করা ঠিক হবে না। ৭) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উচ্চ ঝুঁকিসম্পন্ন এলাকার মনুষ্যবসতি অন্য কোনও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এই কাজ যেমন মোটেই সহজ নয়, তেমনই একই সঙ্গে আদৌ কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

যে যাই বলুক, নেপালের বিপর্যয় আমাদের মারজোরি সাইকসের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। সি এফ অ্যান্ড্রুজ, ভেরিয়ার এলউইন অথবা জে বি এস হ্যালডেনের মতোই একনিষ্ঠ ভারতপ্রেমী হিসেবে পরিচিত সাইকস। সাইকস বলতেন, ‘বাঁধ মানেই বিপর্যয়’ (Dams are a damnation)। কথাটা হয়তো সব সময় সত্যি নয়। সব বাঁধকে এক বন্ধনীতে রাখলে ভুল হয়ে যাবে। তবে অবস্থান বিচার করলে দেখা যাবে, এমন কিছু বাঁধ কিংবা পারমাণবিক চুল্লি আছে, যেগুলো যে-কোনও সময় মানুষখেকো দানো হয়ে উঠতে পারে। ছোট প্রতিবেশীর বিপর্যয় থেকে তাই আমাদেরও কিছু শেখা উচিত।

ভুললে চলবে না, নেপাল ও ভারত, উভয় দেশই এমন এক জীবন্ত শিলার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা যে-কোনও সময়ে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে। নেপালের ধ্বংসলীলা সম্ভবত এই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

কাদামাটিতে পড়ে বইখাতা নেপালে মৃত ১৩০০ ছুঁইছুঁই

সংবাদ সংস্থা
কাঠমান্ডু, ৩ সেপ্টেম্বর

পুরু কাদামাটির ভেতরে স্কুলব্যাগ। ছড়িয়ে রয়েছে বইখাতা, পেন-পেন্সিল, জলের বোতল, টিফিন বক্স, ভেতরে খাবার। বইয়ের ওপর সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া রোশন মিজাবের নাম লেখা। ধ্বংসস্তূপের এ-সব জিনিস জানান দিচ্ছে, হড়পা বান থেকে বাঁচতে সেদিনে নিজেদের সব ফেলে পালিয়েছিল পড়ুয়ারা। তাদের কেউ বেঁচে। কারও জায়গা হয়েছে মৃত বা নিখোঁজের তালিকায়। অপূরণীয় মানবিক ক্ষয়ক্ষতির জীবন্ত দলিল এ-সব জিনিস। গত বুধবার হড়পা বান আছড়ে পড়ে নেপাল ও তিব্বতে। মৃতের সংখ্যা ১,৩০০ ছুঁইছুঁই। নিখোঁজ প্রায় পাঁচ হাজার। জানা গেছে, নেপালের ডিজাস্টার ওয়ার্নিং সিস্টেম বিপদের আগাম সতর্কীকরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন। স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটে সেদিন হিমবাহ-ধসে হড়পা বান আছড়ে পড়েছিল নেপালের রাসুয়া, ধাদিংয়ে। ৩৮ মিনিট পর, সকাল ৯টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ সতর্কবার্তা ঘোষণা করা হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে খবর পেয়েছিল আরও পরে।

বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত ১,২৫২ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজ এখনও ৪,৮৭৫ জন। উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ১২ হাজার দুর্গত মানুষকে। ৫,১৩৫ জন আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নেপালের রাসুয়া, নুয়াকোটের চেহারাই পাল্টে গেছে হড়পা বানের আঘাতে। আট দিন পরেও রাসুয়া, নুয়াকোট, চিতওয়ান, গোর্খা, ধাদিং থেকে উদ্ধার হচ্ছে মৃতদেহ। ধাদিং জেলার বাইরেনিতে চলছিল উদ্ধারকাজ। স্কুলবাড়ি ধসে পড়েছে। ধ্বংসস্তূপে পড়ে আছে কাদামাখা স্কুলব্যাগ। বইখাতা। বইয়ের ওপর লেখা ‘শ্রীবাগেশ্বরী সেকেন্ডারি স্কুল, সপ্তম শ্রেণি’। পড়ুয়ার নামের জায়গায় লেখা: ‘রোশন মিজাব/রোল নম্বর ৩১’। কাদায় মাখামাখি বইয়ের দুটো পাতার মধ্যে একটি প্লাস্টিকের স্কেল। হয়তো ওই পর্যন্তই পড়া হয়েছিল। ব্যাগের ভেতর দুটো কলম, একটা টিফিন বক্স। হয়তো সে ওই স্কুলে পড়ে কিংবা পড়ত। রোশনের মতো অনেকেই নিখোঁজ। ফেরার অপেক্ষায় তাদের পরিবার। অপেক্ষার অবসান হবে কি না অজানা। এদিকে সময় যত গড়াচ্ছে, ততই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা।

প্রিয়জনের খোঁজে। কাঠমান্ডুতে, বৃহস্পতিবার। ছবি: পিটিআই

তিব্বতে ভূমিকম্প

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর

আট দিন আগে আছড়ে পড়েছিল হড়পা বান। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ চলছে। বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। নিখোঁজ অনেক। ২৬ আগস্টের ভয়ানক হড়পা বানের আঘাত সামলে ওঠার আগেই কেঁপে উঠল তিব্বত। উত্তরাখণ্ডের ১২৮ কিমি উত্তরপূর্বে তিব্বত। ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে উত্তরাখণ্ডের যোশিমঠে। যে-কোনও সময় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনাতে পারে জানিয়ে সতর্ক করেছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৪৬ মিনিট। ভূমিকম্প আঘাত করে তিব্বতে। রিখটার স্কেলে তীব্রতা ৫। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ভূগর্ভের ১০ কিমি গভীরে। তবে ভূমিকম্পের ধাক্কায় তিব্বতে কেউ হতাহত হয়নি। ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি না হলেও হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে তিব্বতে। তিব্বতের গইরাংয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২১। নিখোঁজ ৫৪১। ৪৯ জন ভারতীয়, ১০৪ জন নেপালি, লাটাভিয়ার ৩৩ জন-সহ নিখোঁজের তালিকা প্রকাশ করেছে চীন। হড়পা বান আছড়ে পড়ার পর তিব্বতের গইরাং বর্ডার ক্রসিং বন্ধ ছিল। হড়পা বানের ধাক্কায় সেখানকার রাস্তা ধুয়ে-মুছে সাফ। সর্বত্র কাদামাটির পুরু স্তর আর বোল্ডার, পাথর। বুধবার থেকে ক্রসিং চালু করেছে চীন। চলছে উদ্ধারকাজ।

বাগডোগরা-গলগলিয়া
চার লেনের মহাসড়ক নির্মাণে ২০৭৭ কোটি বরাদ্দ কেন্দ্রের

অলক সরকার
শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর

উত্তরবঙ্গের পরিবহণ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক বড়সড় পদক্ষেপ। যা শিলিগুড়ি করিডরের পরিকাঠামো উন্নয়নে নতুন মাইলফলক হবে। দার্জিলিং জেলার ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ৩১.০২ কিলোমিটার দীর্ঘ বাগডোগরা-পানিট্যাঙ্কি-খড়িবাড়ি-গলগলিয়া রুটকে চার লেনের রাস্তায় উন্নীত করার জন্য ২০৭৭.১৮ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক।

ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘শিলিগুড়ি করিডর’-এ অবস্থিত হওয়ায় এই প্রকল্পটি উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে যেমন যোগাযোগ সুদৃঢ় করবে, তেমনই প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও যাতায়াতের পথকে আরও সুগম করে তুলবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি এবং পানিট্যাঙ্কি এলাকার যানজট-সমস্যা অনেকটাই দূর হবে। এর ফলে বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং অঞ্চলের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছোনো আরও সহজ হবে। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গের চা, শাকসবজি, ফলমূল-সহ অন্যান্য স্থানীয় কৃষিপণ্য দ্রুত দেশের বড় বড় বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে জানান দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রাজু বিস্তা।

> **উত্তরবঙ্গের চা, শাকসবজি, ফলমূল-সহ অন্যান্য স্থানীয় কৃষিপণ্য দ্রুত দেশের বড় বড় বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে।**
> **সাংসদ রাজু বিস্তা**

এই সড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পের অধীনে ৩টি বড় সেতু, ১টি রোড ওভারব্রিজ (আরওবি) এবং ৫টি হাতি চলাচলের বিশেষ অনুভূমিক পথ (এলিফ্যান্ট আন্ডারপাস) তৈরি করা হবে। পাশাপাশি রাস্তার দু’ধারেই সার্ভিস রোড বা পার্শ্ববর্তী যাতায়াতের রাস্তা তৈরি করা হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও সহজ ও নিরাপদ হওয়ার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষাও সুনিশ্চিত হবে বলে জানানো হয়েছে।

সাংসদ জানান, ‘প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ হবে। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নে এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থা জোরদার করার ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গাডকারিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

সিজেপিতে ভাঙন

অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বাধীন ককরোচ জনতা পার্টিতে ভাঙন। তাঁরই প্রাক্তন কর্মী মণীশ ব্রহ্মভাট বৃহস্পতিবার ‘সিজেপি-ডেমোক্রেটিক’ নামে পৃথক সংগঠন গড়ার ঘোষণা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, যুব আন্দোলন থেকে তৈরি সিজেপি এখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বাধীন আম আদমি পার্টির ‘টিম কেজরিওয়ালে’-এ পরিণত হয়েছে। মণীশের দাবি, সিজেপি-র নেতৃত্বে আপের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন রয়েছেন এবং তাঁরা বিজেপি-বিরোধিতাকেই মূল লক্ষ্য করেছেন। আগস্টে দীপকের বাড়ির সামনে প্রতিবাদও করেছিলেন মণীশ ও তাঁর সহযোগী রাহুল পান্ডে।

তথ্য

‘দ্য হিপোক্রেটস ওথ’— প্রফেশনে ঢোকার আগে প্রত্যেক ডাক্তারকে এই শপথ বাক্যটি পাঠ করানো হয়। এটা লিখেছিলেন গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ হিপোক্রেটস, খ্রিস্টপূর্ব ৫ শতাব্দীতে।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি-২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি-৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি-৭, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ- শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; Office Block, G-212, City Centre, Siliguri-734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP-7, Sector-V, Bidhannagar, Kolkata-700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri-734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta**. ফোন: (০৩৩) ২৩৬৭৫৫১১ Phone: (033) 23675511, E-mail: mail@aajkaal.net **REGD. NO. KOL RMS/243/2019-2021 RNI NO: R.N. 37263/81**

নতুন ভূমিকায় অভিনন্দন বর্তমান

২০১৯ সালে বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের সময় ধ্বংস করেছিলেন পাক যুদ্ধবিমান। তিন দিন বন্দি ছিলেন পাকিস্তানে। তবে শেষ পর্যন্ত ভারত এবং আন্তর্জাতিক মহলের চাপের মুখে তাঁকে ছেড়ে দেয় ইসলামাবাদ। দেশে ফিরে 'বীর চক্র' পদকও পান বায়ুসেনার প্রাক্তন গ্রুপ ক্যাপ্টেন অভিনন্দন বর্তমান। চলতি বছর মার্চে বায়ুসেনা থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। গত মাসে 'ফ্লাই৯১' নামে বেসরকারি উড়ান সংস্থায় যোগ দিয়েছেন অভিনন্দন।

গ্লোরিয়া স্টেইনেমের জীবনাবসান

প্রয়াত গ্লোরিয়া স্টেইনেম (৯২)। নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম মুখ, লেখিকা ও সাংবাদিক গ্লোরিয়া বুধবার নিউ ইয়র্কের বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সত্তরের দশকে আমেরিকার নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে ওঠেন স্টেইনেম। 'এমএস' ম্যাগাজিনের সহ–প্রতিষ্ঠাতা স্টেইনেম নারীর অধিকার এবং লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে বরাবর সরব ছিলেন। স্মিথ কলেজের স্নাতক স্টেইনেম পঞ্চাশের দশকে দু'বছর ভারতে কাটান।

১৯১২ কোটি টাকা, ৬০৮২১ একর জমি!

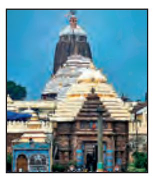

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের নামে ব্যাঙ্কে ১৯১২ কোটি টাকা গচ্ছিত রয়েছে। মন্দিরের নামে রয়েছে ৬০ হাজার ৮২১ একর জমি। এছাড়া সোনা ও হিরের গয়নাভর্তি রত্নভাণ্ডার রয়েছে। এক বিবৃতিতে শ্রী জগন্নাথ মন্দির অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এসজেটিএ) এই তথ্য জানিয়েছে। এসজেটিএ–র বক্তব্য, পুণ্যার্থীদের দান, মন্দির কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন খনি থেকে প্রাপ্ত অর্থ, ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ, জমি এবং সরকারি অনুদান থেকেই এই সম্পত্তি।

৬ মাসের কারাদণ্ড স্থগিত ইউটিউবারের

বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বিচার-ব্যবস্থার মর্যাদাহানির অভিযোগে গুলশন পাহুজা নামে এক ইউটিউবারকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চ মামলাটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে। ওই ইউটিউবারকে হেফাজত থেকে মুক্তির নির্দেশও দিয়েছে শীর্ষ কোর্ট।

১১ দিন পর খোঁজ মিলল নিরভার

১১ দিন আগে মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যান থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল মা-চিতা নিরভা। তিন সন্তান থেকে আলাদা করার পরই খোঁজ মিলছিল না চিতাটির। নিরভার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পাঁচটি দল। অবশেষে ৩৫ কিলোমিটার দূরে শিবপুরী জেলা থেকে তার খোঁজ মিলেছে। ৬ বছরের দক্ষিণ আফ্রিকান চিতাটি এখন সুস্থ রয়েছে। নিরভার স্যাটেলাইট কলার পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

মাঝ-আকাশে অসুস্থ পাইলট

মাঝ–আকাশে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন পাইলট। এই ঘটনার জেরে ওমানের মাসকাটে জরুরি অবতরণ করল দোহা থেকে বেঙ্গালুরুগামী ইন্ডিগোর বিমান। মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা পাইলটের চিকিৎসা করছেন। এখন সুস্থ রয়েছেন তিনি। অন্য একটি বিমানে যাত্রীরা বেঙ্গালুরু ফিরবেন বলে জানিয়েছে ইন্ডিগো। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছে সংস্থাটি।

ইউসিসি: এ বছরই রাজ্য খসড়া চূড়ান্ত করতে চায়

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৩ আগস্ট

রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির (ইউসিসি) প্রস্তুতি শুরু করে দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বৃহস্পতিবার দিল্লির বঙ্গভবনে বৈঠক করে রাজ্যের তৈরি করা কমিটি। জানা গিয়েছে, বৈঠকে স্থির হয়েছে চলতি বছরের মধ্যেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া তৈরি করে ফেলাই কমিটির মূল লক্ষ্য হবে।

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন এই কমিটিতে রয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং বিজেপি নেতা তথাগত রায়, দিল্লির রেসিডেন্ট কমিশনার দুষ্যন্ত নারিয়ালা, স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ, অধ্যাপক রত্না ভট্টাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য গোপালচাঁদ মিশ্র, আইনজীবী ওসমান গনি মল্লিক, নির্মাল্য ভট্টাচার্য। বিধানসভা নির্বাচনের সময়েই বিজেপির তরফে রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ক্ষমতায় এসেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে কমিটি গঠন করে রাজ্য। জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠক হয় বঙ্গভবনে। এদিন প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ১০ দিনের মধ্যে কলকাতায় কার্যালয় চালু করবে বিশেষজ্ঞ কমিটি। তারপরেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সঙ্গে যুক্ত সব পক্ষের মতামত গ্রহণ করা হবে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, গুজরাট, অসম, উত্তরাখণ্ড–সহ যে সমস্ত বিজেপি–শাসিত রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এই বিধি কার্যকর করা হয়েছে, সেখানকার সমস্ত নথিপত্রও খতিয়ে দেখবে রাজ্যের কমিটি। প্রয়োজনে ওই রাজ্যের কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারেন কমিটির সদস্যরা। ২০২৬ সাল শেষ হওয়ার আগেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির খসড়া তৈরি করে ফেলাই বিশেষজ্ঞ কমিটির মূল উদ্দেশ্য।

সুদীপদের তিন সপ্তাহ সময় দিলেন স্পিকার ওম বিড়লা

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর

সুদীপ ব্যানার্জিদের আবেদন মেনে নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এনসিপিআইয়ের ২০ জন সাংসদকে তাঁর নোটিসের জবাব দেওয়ার জন্য আরও ৩ সপ্তাহ সময় দিলেন। বৃহস্পতিবার স্পিকারের দপ্তরের তরফে সুদীপদের চিঠি দিয়ে অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করা হয়েছে। এনসিপিআইকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন। রাজ্যে ক্ষমতাবদলের পর বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ। তাঁদের বিজেপিতে যোগদানের জল্পনার মধ্যেই এনসিপিআইয়ে যোগ দেন ২০ জন সাংসদ। যদিও এখনও পর্যন্ত লোকসভার খাতায়–কলমে তাঁরা তৃণমূলেরই সাংসদ। এই বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে লোকসভার নেতা অভিষেক ব্যানার্জির পাঠানো নোটিস এবং সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে ২০ জন সাংসদের জবাব চেয়ে নোটিস পাঠায় স্পিকারের দপ্তর। ৭ দিনের মধ্যে তাঁদের জবাব দিতে বলা হয়। যদিও এনসিপিআইয়ের তরফে অতিরিক্ত ৩ সপ্তাহ সময় চাওয়া হয়। সেই আবেদন মঞ্জুর করার সমালোচনা করেছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, 'অবাক কাণ্ড। লোকসভার স্পিকার ২০ জন সাংসদকে সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ পর্যন্ত জবাব দেওয়ার জন্য সময় বরাদ্দ করেছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে যে শুনানি রয়েছে, সেখানে সলিসিটর জেনারেল এই বিষয়টি তুলে ধরে ফের সময় চাইবেন। বিজেপি এবং এনসিপিআই দু'পক্ষই অসত্যবাদী।'

খুচরো বাজারে চিনির দাম কমেছে: কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর

খুচরো বাজারে চিনির দাম কমেছে বলে জানাল কেন্দ্র। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এক সপ্তাহের মধ্যে এই দাম কমার কারণ চিনি আমদানির অনুমতি এবং পাইকারি ক্রেতা ও ডিলারদের জন্য মজুত–সংক্রান্ত নিয়ম কঠোর করার মতো সাম্প্রতিক সরকারি পদক্ষেপ। এখন সারা দেশে চিনির গড় খুচরো মূল্য ৩.৮৫ শতাংশ কমে প্রতি কেজি ৬২.৫৭ টাকায় নেমে এসেছে। এক সপ্তাহ আগে এই চিনির খুচরো মূল্য ছিল প্রতি কেজি ৬৫.০৮ টাকা। তবে, গত মাসের তুলনায় এখনও চিনির দাম ২৭ শতাংশ বেশি।

উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২ সেপ্টেম্বর চিনির গড় পাইকারি দরও প্রতি কেজি ৬০.৩৯ টাকা থেকে কমে ৫৭.৬২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। পাইকারি দরের এই হ্রাস খুচরো বাজারে প্রতিফলিত হতে সময় লাগে। কারণ যেসব খুচরো বিক্রেতা আগের মাসের মজুত করা চিনি বেশি দামে কিনেছিলেন, তাঁরা লোকসানে বিক্রি করতে চান না। সেই সঙ্গে পুরনো মজুত–করা চিনি শেষ না–হওয়া পর্যন্ত তা আগের দামেই বিক্রি করেন। সাধারণত একজন খুচরো বিক্রেতা চিনির ১০–১৫টি বস্তা মজুত রাখেন। প্রতিটি বস্তার ওজন ৫০ কেজি। ফলে সেই চিনি শেষ হলে তবেই কম দামে কিনে ফের মজুত করেন। খুচরো বাজারের একটি সূত্র জানিয়েছে, 'খুচরো বাজারে দামে পরিবর্তন হতে অন্তত দশ দিন সময় লাগে।' চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে ১০ লক্ষ টন চিনি আমদানির অনুমতি দেওয়া এবং পাইকারি ক্রেতা ও ডিলারদের জন্য মজুত–সংক্রান্ত নিয়ম কঠোর করার মতো কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে কেন্দ্র। চিনির দাম 'অস্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া'র জন্য মিল মালিকদের দায়ী করেছে কেন্দ্র। বলেছে, দেশে চিনির পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে।

বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী বার্ট দে ওয়েভারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ, শক্তি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দুই দেশ। ছবি: পিটিআই

এসআইআর: চাড্ডার নাম নেই খসড়ায়

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে (এসআইআর) পাঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছে রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ রাঘব চাড্ডার নাম। এসআইআরের খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর নাম 'স্থায়ী ভাবে স্থানান্তরিত' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এই পদক্ষেপকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' বলে তোপ দেগেছেন আপ ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া এই নেতা। তাঁর দাবি, মোহালিতে ভোটার পরিচয়পত্র নথিভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এসআইআরের পর খসড়া তালিকায় তাঁকে 'শিফ্‌টেড' দেখানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। পাঞ্জাবের আপ সরকারের দিকে নিশানা করেছেন চাড্ডা। পাল্টা জবাব দিয়েছে আপ–ও। চাড্ডা বলেন, এটি কোনও সাধারণ করণিকের ভুল বলে মনে হচ্ছে না, বরং স্পষ্ট রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। এপ্রিল মাসে আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া চাড্ডা জানান, বর্তমানে খসড়া তালিকা নিয়ে দাবি–আপত্তি জানানোর প্রক্রিয়া চলছে এবং তিনি নির্ধারিত প্রতিকারের পথে এগোচ্ছেন। অক্টোবরেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা। তাঁর নাম বাদ পড়ার পিছনে রাজ্যের আপ সরকারকে নিশানা করেছেন তিনি। আপের পাল্টা দাবি, এসআইআর পরিচালনা করে নির্বাচন কমিশন, রাজ্য সরকার নয়।

আইন পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা?

বার কাউন্সিলেরও কোনও ক্ষমতা নেই

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর

আইন পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বা শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও আইনগত ক্ষমতা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কিংবা কোনও রাজ্য বার কাউন্সিলেরও নেই। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ লিগ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের (নালসার) পড়ুয়াদের ঘিরে বিতর্কে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণ। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ জানিয়েছে, কোনও আইনপড়ুয়া আইনজীবী হিসেবে বার কাউন্সিলে নথিভুক্ত হওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট বার কাউন্সিল তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকারী হয়। তার আগে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। আদালতের বক্তব্য, আইনের পড়ুয়াদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বার কাউন্সিলের নেই।

পর্যবেক্ষণ শীর্ষ কোর্টের

নালসারের ২০২৬ ব্যাচের পড়ুয়াদের আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্তি না দেওয়ার এবং কয়েকজন পড়ুয়া ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে ১৩ আগস্ট বিসিআই–এর চেয়ারম্যান মননকুমার মিশ্র যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাকেও আইনগত কর্তৃত্বহীন বলে উল্লেখ করেছে শীর্ষ আদালত। অভিযোগ ছিল, প্রধান বিচারপতির বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের একাংশ প্রতিবাদ করে। সমালোচনার মুখে বিসিআই চেয়ারম্যান নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন। পড়ুয়াদের কাছে ক্ষমাও চান। তবে নির্দেশ প্রত্যাহার হলেও কোন আইনি বলে তা জারি করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে সওয়াল করেন আবেদনকারীদের আইনজীবী কে পরমেশ্বর।

নালসারের দুই প্রাক্তনী মিহিরা সুদ ও অভিষেক তেওয়ারি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শুনানিতে প্রধান বিচারপতি আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন, বিষয়টি যখন পড়ুয়া ও প্রধান বিচারপতির মধ্যে, তখন বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কেন এতে হস্তক্ষেপ করলেন? শেষ পর্যন্ত আদালত ১৩ আগস্টের সংশ্লিষ্ট সমস্ত নির্দেশ ও পরবর্তী সংশোধনীকে 'আইনের কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই' জারি হয়েছিল বলে ঘোষণা করে মামলার নিষ্পত্তি করেছে।

শাহকে চিঠি সৌগত রায়ের

আজকালের প্রতিবেদন

দুই বিজেপি বিধায়কের মদতে তাঁর ওপর হামলা হয়েছে, এই অভিযোগ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন সাংসদ সৌগত রায়। ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬–এ লেখা চিঠিতে সৌগত রায় জানিয়েছেন, দুই স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অরিজিৎ বক্সি ও সৌরভ সিকদারের মদতে ১৮ আগস্ট প্রায় ৫০ জনের একটি দল তাঁর ওপর হামলা চালায়। সেই সময় চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি এয়ারপোর্ট অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। প্রায় ৫০ জনের ওই দল তাঁর গাড়ি ঘিরে কুৎসিত ভাষায় স্লোগান দেয় এবং শারীরিক হামলা চালানোর চেষ্টা করে। তারা কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে তাঁর পদত্যাগ দাবি করে। কোনও ক্রমে হামলা এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন তিনি। এবং কমিটির বৈঠকে যোগ দেন। সৌগত রায়ের অভিযোগ, হামলাকারীদের পক্ষে দাঁড়ান ওই দুই বিধায়ক এবং তাঁকে কথা বলার সুযোগ দেননি। সভার শেষেও একই ভাবে হামলার চেষ্টা হয়। তবে পুলিশ ও সিআইএসএফের জন্য তিনি রক্ষা পান। এই ঘটনায় এনএসসিবিআই থানায় অভিযোগ দায়ের করে বিষয়টি তিনি লোকসভার অধ্যক্ষের নজরে এনেছেন।

Berger

বার্জার পেইন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড
(CIN: L51434WB1923PLC004793)
রেজিস্টার্ড অফিস: বার্জার হাউস, ১২৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৭
কর্পোরেট অফিস: প্লট নং সিএফ–৪, অ্যাকশন এরিয়া–আইসি নিউ টাউন, কলকাতা– ৭০০১৫৬, টেলিফোন: ৯১৪৭৭ ২০৪০০
ওয়েবসাইট: www.bergerpaints.com, ই–মেল: consumerfeedback@bergerindia.com

পোস্টাল ব্যালট এবং রিমোট ই–ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানাবলি ও তার অধীনে প্রণীত বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এবং এই বিষয়ে জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার, যার মধ্যে সর্বসাম্প্রতিক হলো ভারত সরকারের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৩/২০২৫ (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলারস' হিসাবে উল্লেখিত), দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সাধারণ সভাগুলোর ওপর জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড–২ (এসএস–২) [যার মধ্যে সময়ে সময়ে এর যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন, সংশোধনী বা পুনঃপ্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত] মেনে এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালার সাপেক্ষে, কোম্পানি **বৃহস্পতিবার, ৩ সেপ্টেম্বর,** ২০২৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানোর কাজ সম্পন্ন করেছে যাদের ই–মেইল ঠিকানা **শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ ('কাট–অফ তারিখ')** অনুযায়ী কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস–এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখের পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিবেচনাধীন বিশেষ সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদনের জন্য এটি পাঠানো হয়েছে।

কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলারগুলির মাধ্যমে, কোম্পানিগুলিকে শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন ফর্মে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে পোস্টাল ব্যালট পরিচালনা করার অনুমতি দিয়েছে। সেই অনুযায়ী, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি–পেইড বিজনেস রিপ্লাই খাম পাঠানো হচ্ছে না।

কোম্পানি সদস্যদের রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ডিপোজিটরিস লিমিটেড ('এনএসডিএল')–এর পরিষেবা গ্রহণ করেছে, যাতে তারা বৈদ্যুতিনভাবে এবং নিরাপদ পদ্ধতিতে তাদের ভোট দিতে সক্ষম হন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.bergerpaints.com,** এনএসডিএল–এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com**–এ আপলোড করা হয়েছে এবং এটি মনোনীত স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট যেমন **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**–এও দেখা যেতে পারে।

এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুসারে, সদস্যরা শুধুমাত্র রিমোট ই–ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভোট দিতে পারবেন। ভোটাধিকার কাট–অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে সদস্যদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের অনুপাতে গণনা করা হবে। কোনো সদস্য একবার কোনো রেজোলিউশনে ভোট দিয়ে দিলে, তাকে পরবর্তীকালে সেটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কাট–অফ তারিখে যিনি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার নন, এমন যেকোনো ব্যক্তি পোস্টাল ব্যালটটিকে শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন। রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে পাওয়া যাবে:

রিমোট ই–ভোটিংয়ের সূচনা	সোমবার, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ [সকাল ৯.০০ টা (ভারতীয় সময়) থেকে]
রিমোট ই–ভোটিংয়ের সমাপ্তি	মঙ্গলবার, ৬ অক্টোবর, ২০২৬ [বিকেল ৫.০০ টা (ভারতীয় সময়) পর্যন্ত]

রিমোট ই–ভোটিং উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পরে করার অনুমতি দেওয়া হবে না এবং এরপর এনএসডিএল কর্তৃক তা অবিলম্বে অক্ষম/ অবরুদ্ধ করা হবে। এই সময়কালে, কোম্পানির যে সদস্যরা কাট–অফ তারিখে, অর্থাৎ **শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে ফিজিক্যাল বা ডিমেটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করে আছেন, তারা বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট প্রদান করবেন।

সদস্যদের রিমোট ই–ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি, বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের পর লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড প্রাপ্তি এবং বৈদ্যুতিনভাবে পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পাওয়ার জন্য ই–মেল ঠিকানা নিবন্ধনের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তিটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ড মেসার্স এ কে লাভ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতা–এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি শ্রী অতুল কুমার লাভ (এফসিএস– ৪৮৪৮ / সিপি– ৩২৩৮)–কে পোস্টাল ব্যালট (রিমোট ই–ভোটিং সহ) প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল **৮ অক্টোবর, ২০২৬** বা তার আগে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং মনোনীত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে এবং কোম্পানি ও এনএসডিএল–এর ওয়েবসাইটে দাখিল করা হবে। পোস্টাল ব্যালটের বৈধতার বিষয়ে স্ক্রুটিনাইজারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। রেজোলিউশনগুলি, যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা পাস হয়, তবে তা ৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে পাস হয়েছে বলে গণ্য করা হবে, যা কোম্পানির দ্বারা ই–ভোটিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা শেষ তারিখ।

রিমোট ই–ভোটিং সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে সদস্যদের শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সচরাচর জিজ্ঞাস্য (FAQ's) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই–ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল (যা **www.evoting.nsdl.com**–এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ) দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অথবা ০২২–৪৮৮৬৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন বা এনএসডিএল–এর এভিপি, মিস পল্লবী মহাত্রে–কে **evoting@nsdl.com**–এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
স্বা/–
অরুণিত গাঙ্গুলি (FCS-9285)
ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

একসঙ্গে ২ পত্রিকা

শারদ ১৪৩৩ আজকাল

বিশেষ আকর্ষণ

অজানা সুভাষচন্দ্র
স্কটিশের দিনগুলি
সুপ্রতিম দাশ

অপ্রকাশিত তারাশঙ্কর
গোবর্দ্ধন অধিকারী

অনুভূতির বিভূতিভূষণ
তৃণাঙ্কুর বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তরঙ্গ শংকর
শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

এক বিপ্লবীর লেখা গল্প
সংগ্রহ
সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত
সৈকত নিয়োগী

উত্তম উপন্যাস
দীপারুণ ভট্টাচার্য

অচেনা সৌমিত্র
অমিত ধর
সম্রাট মুখোপাধ্যায়

দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা
সমীরকুমার ঘোষ
তমাল ভট্টাচার্য

১৬৭ কোটির ছবি
সঞ্জয় ঘোষ

বিনোদন

নতুন গান
অনুপম রায়

সিনেমা সিরিজ
বাবু একেনের বাড়বাড়ন্ত
শ্যামলী আচার্য

সাক্ষাৎকার
সোহাগ সেন,
কার্তিক দাস বাউল
শিবাজি চট্টোপাধ্যায়,
অরুন্ধতী হোমচৌধুরী,
বিক্রম ঘোষ ও জয়া শীল,
স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত,
কৌশিক সেন ও রেশমি সেন,
রুমা দাশগুপ্ত, রত্না মিত্র,
এক্সপ্লোরার শিবাজী,
শাশ্বতী গুহঠাকুরতা,
সুতপা তালুকদার, অর্ণব,
প্রিয়াঙ্কা সরকার,
অন্বেষা দত্তগুপ্ত,
অতনু রায়চৌধুরী,
বিক্রম চ্যাটার্জি
এবং
রূপম ইসলাম

ফ্যাশন
যিশু সেনগুপ্ত
রুদ্রনীল ঘোষ
ইধিকা পাল
লহমা-সৌম্য

প্রবন্ধ / বিশেষ রচনা

রবীন্দ্রনাথ
পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার
পীতম সেনগুপ্ত
অতনুকুমার বসু

আমার গোয়েন্দারা
পবিত্র সরকার

চোখেই দেবী উদ্ভাসিত
দেবদত্ত গুপ্ত

সত্যজিৎ রায়
দেবাশিস মুখোপাধ্যায়

ঋত্বিক ঘটক
দেবাশিস রায়

ইন্দ্রিয়ের সফটওয়্যার
দীপ্র ভট্টাচার্য

সন্ধিপূজা
অমিতাভ চন্দ

শারদ আজকাল
প্রচ্ছদ
অতীন বসাক

বিনোদন
প্রচ্ছদ
কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল

সাহিত্য

উপন্যাস
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়

গল্প
অমর মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, উজ্জ্বল সিনহা, আশিস গিরি, রাজশ্রী বসু অধিকারী, হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, প্রশান্ত মাজী, দীপান্বিতা রায়, প্রবুদ্ধ মিত্র, বিতস্তা ঘোষাল, চুমকি চট্টোপাধ্যায়, অপরাজিতা দাশগুপ্ত, মৌমিতা, ময়ূরী মিত্র, রজতশুভ্র মজুমদার, অনুভা নাথ, সমীর গোস্বামী, দেবযানী বসু কুমার, অরূপ বসু

কবিতা
রণজিৎ দাশ, শ্যামলকান্তি দাশ, বীথি চট্টোপাধ্যায়, নির্মল হালদার, পঙ্কজ সাহা, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা লাহিড়ি, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাশিস মুখোপাধ্যায়, যশোধরা রায়চৌধুরী, সেবন্তী ঘোষ, রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুস্মেলী দত্ত, রিনা গিরি, বিভাস রায়চৌধুরী, দেবাশিস চন্দ, তন্ময় চক্রবর্তী, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য, অভিরূপ মুখোপাধ্যায়, হিন্দোল ভট্টাচার্য, অদিতি বসুরায়, তানিয়া চক্রবর্তী, পৃথ্বী বসু, অংশুমান চক্রবর্তী, ঋত্বিক ত্রিপাঠী, শুক্লা গাঙ্গুলী, সংযুক্তা বসু, সমীরকুমার গুপ্ত, শিবানী মুখার্জি পাণ্ডে, মেঘ বসু, জগন্নাথদেব মণ্ডল, নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, সুনীল চন্দ, অনির্বাণ দাশগুপ্ত, পুষ্কর তরাই, মেখলা সেন, সমুদ্র বসু

রূপকথা
প্রচেত গুপ্ত

প্রকাশিত হবে মহালয়ার আগে
কাগজ-বিক্রেতাবন্ধুকে এখনই বলে রাখুন
দাম ২৫০ টাকা

টেন্ডার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer, Nadia Division, P.W.Dte. invites online e-tender (e-NIT No. 04 of 2026-27 of EE, ND, P.W.Dte.) for the work of **Sl. 1:** Repair and Renovation Work including flooring of Nazir Room and Nazrath Department of the District Judges Court, Nadia in the premises of District Judge Court, Krishnagar, Nadia under Nadia Division, P.W.D. during the year 2026-2027. Tender ID: 2026_WBPWD_5021737_1. Bid submission start date (online) 08/09/2026 from 11:00 A.M. & Bid submission end date (online) 15/09/2026 up to 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender document may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Nadia Division, P.W.Dte.

ICA-T17024(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER/QUOTATION NOTICE

E.E., Nadia Highway Divn. No.-II, P.W.(Roads) Dte., Kalyani, Nadia invites Quotation for "Supply of ready to use potholes repair material for all weather resilience for rapid maintenance using steel slag road Technology for sustainable road maintenance approved by CSIR-CRRI, New Delhi under Nadia Highway Division No-II, P.W.(Roads) Dte. Estimated Amount: Nil, NIeQ NO. 03 of 2026-27 of EE/NHD-II,P.W.(Roads) Dte. Tender Id: 2026_WBPWD_5021766_1. Bid Submission start date & time (online): 03.09.2026 upto 5.00 pm. Bid Submission end date & time (online): 22.09.2026 upto 12.00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeQ and tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Date: 02.09.2026, Sd/- (P. BHATTACHARJEE), Executive Engineer, Nadia Highway Divn. No.-II, P.W.(Roads)Directt.

ICA-T17018(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer-II, P.W.Dte., Central Kolkata Health Electrical Division, P-12, C.I.T Road (1st Floor), Kolkata-14 invites e-tender (online) for the work of **1.** Annual Maintenance of entire electrical installation and Fire detection system for Sub Station and B.C. ROY Memorial Building (B plus G plus 9), compound light including day to day operation of Electrical Installation and all Diesel Generator Set (Existing and up coming all Electrical Installation) of B.C. ROY Memorial Building (B plus G plus 9) in the premises of NRS Medical College and Hospital, Kolkata under NRSMC and H Electrical Sub-division, P.W.Dte. For one year. vide e-tender no. WBPWD/EE-II/CKHED/eNIT-39/26-27, Tender ID: 2026_WBPWD_50214409_1. Bid submission end date (online) for the job is 22/09/2026 upto 15.00 P.M. Detail information/download/upload will be available from the website: http://etender.wb.nic.in & http://pwdwb.in Sd/- Executive Engineer-II, Central Kolkata Health Electrical Division, P.W.Dte.

ICA-T16960(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

TENDER NOTICE

Tender is invited by the Assistant Engineer, Kakdwip Sub Division, PHEDte. vide Ref. No. - WBPHED/AE/NIQ-02/KSD/2026-27 for 01 Nos. different types of works in c/with Gangasagar Mela - 2027 under Kakdwip Sub-Division of Alipore Division, P.H.E.Dte. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in. The last date for submission of tender is 18.09.2026 upto 2.0 PM. Sd/- for Assistant Engineer, Kakdwip Sub Division, P.H.E.Dte.

ICA-T16912(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Krishnagar Construction Sub Division No-III, P.W.Dte. invites online e-Tender for the works of : **1)** Annual repair to different Residential Building (R&B works and S & P works) of section II & section III under Krishnagar construction Sub-Division No-III, under Nadia Construction Division, P.W.D., in the district of Nadia during the year 2026-2027(2nd Call). e-NIT No.: WBPWD/AE/KCSD-III/N.I.e.T.-02(2nd Call)/2026-27, Tender ID: 2026_WBPWD_5021347_1. Bid submission start date (online): 04.09.2026 from 2.00 P.M. Bid submission closing (online): 11.09.2026 up to 3.00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details of N.I.e.T and Tender Documents may be download form https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app. Sd/-Assistant Engineer, Krishnagar Construction Sub Division-III

ICA-T16975(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Abridged e-Tender Notice

Bonafide Contractors eligible for participating are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in from 03.09.2026 regarding Tender Notice Nos: **1.** WBFOR/24PGSS/NIT01e/MISHTI/CORD ROPE/2026-27 regarding Supply of Cord Rope under Raidighi & Ramganga Range under 24-Parganas (South) Division. **2.** WBFOR/24PGSS/NIT02e/EUC POLE/RET/2026-27 regarding Supply of EUC Pole at Bonnie Camp under Raidighi Range under 24-Parganas (South) Division. **3.** WBFOR/24PGSS/NIT03e/WATCH TOWER/JICA/2026-27 regarding Construction of Two Nos Watch Tower at Chintamoni Kar Bird Sanctuary under Baruipur Range under 24-Parganas (South) Division. **4.** WBFOR/24PGSS/NIT04e/MORRUM/JICA/2026-27 regarding Construction of Trail by Morrum Spreading at Chintamoni Kar Bird Sanctuary under Baruipur Range under 24-Parganas (South) Division. **5.** WBFOR/24PGSS/NIT05e/BLOCK PLANTATION/JICA/2026-27 regarding Creation of Block Plantation at Chintamoni Kar Bird Sanctuary under Baruipur Range under 24-Parganas (South) Division. Sd/- Divisional Forest Officer, 24-Parganas (South) Division

ICA-T17010(3)/2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. C.E. (SWM-I), KMC invites e-tender percentage rate two bid systems for the following works:

(1) NIT No.: SWM-I/T.C/03/2026-2027

Name of the Work: **Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged 100 Tri-Cycle Paddle Vans and Hand Carts under A.D. (SWM-I), in all wards, under BR-III**; Estimated Amount (including GST) : **Rs. 2,96,782.71**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **45 Days**; Price of tender : Rs. **Nil**.

(2) NIT No.: SWM-I/T.C/08/2026-2027

Name of the Work: **Supply of spare parts with fitting and fixing for maintenance of damaged 100 Tri-Cycle Paddle Vans and Hand Carts under A.D. (SWM-I), in all wards, under BR-VIII**; Estimated Amount (including GST) : **Rs. 2,96,785.84**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **45 Days**; Price of tender : Rs. **Nil**; Bid submission start date and time (online) : **09.09.2026 (2 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2]**; Bid submission closing date and time (online) : **17.09.2026 (2 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2]**; Bid opening date and time for technical proposal (online) : **19.09.2026 (2 p.m.) [For Sl. No. 1 & 2]**; The tender documents will be available on and from **09.09.2026 (1 p.m.)** and the bid froms and the other details from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Dy. C.E. (Mech.)/Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ASPH/PB/GM-10/2026-27

Name of the Work: **Annual maintenance contract of cleaning of bucket elevator system of DM 50 plant at Asphaltum Palmer Bazar under Roads (M) Department**; Estimated Amount : **Rs. 2,14,786.00**; Earnest Money: **Rs. 4,500.00**; Period of Completion: **365 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.09.2026 - 1 p.m.** Bid opening date and time for technical proposal (online) : **21.09.2026 - 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026 (after 12 noon)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Civil)/Roads, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/245 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of damaged Road at 8 A.J.C. Bose Road, 54 Chowringhee Road, 40 Mirza Galib Street, Topsia Road etc. under BR-VII**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,93,935.46 (Excl. contingency amount)**; Earnest Money: **Rs. 10,000.00**; Period of Completion: **60 Days**; Last date and time of submission of all bid : **19.09.2026** at **12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **08.09.2026** at **12 noon.**

(2) NIT No.: KMC/ROADS/2026-2027/217 (1st Call)

Name of the Work: **Washing and painting of Kerb Stone along C.I.T. Road from Hudco Crossing to Kakurgachi Crossing under BR-III**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,45,032.75**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **90 Days**; Last date and time of submission of bid : **16.09.2026 - 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **05.09.2026 (12 noon).** The website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Executive Engineer (Parks & Squares), KMC invites e-quotation online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE_PS/III/P/BYP/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Plantation of Six Hundred (600) Nos. of Departmentally supplied saplings in different places of BR-III**; Estimated Amount : **Rs. 1,99,918.27**; Earnest Money: **Rs. 4,000.00**; Period of Completion: **30 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE_PS/BYPASS/1/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of green areas both side of EM Bypass from Chingrighata Crossing to 1st Avenue Crossing in BR-III**; Estimated Amount : **Rs. 2,95,102.50**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**; Period of Completion: **365 Days.**

(3) NIT No.: KMC/EE_PS/ELLIOT/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Removing blue scope sheet along the side of J.L. Neharu Road at Elliot Park in Ward No. 63, BR-VII**; Estimated Amount: **Rs. 2,47,935.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**; Period of Completion: **8 Days**; Last date and time of submission of bid : **14.09.2026 - 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 3]**; Bid opening date and time for technical proposals (online): **16.09.2026 - 2 p.m. [For Sl. No. 1 to 3]**; The bid forms and other details shall be available on and from **05.09.2026 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3].**

441/26-27

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

e-TENDER NOTICE

N.I.Q No. 10/WBP/HRD/2026-27

E-Tender is invited from the bonafide Firms/Owners to provide 02 (Two) Wooden Motor Launches for Purba Medinipur District Police on Hiring basis for the Financial Year 2026-27. Intending Firms/Owners are requested to submit the tender as instruction given in the Tender Notice. Tender paper can be downloaded from **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Superintendent of Police, Purba Medinipur.

ICA-T16935(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

The Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte. invites eNIT for "Upkeepment and maintenance (Round the clock) yearly basis for Lift/Elevator Operational all buildings within the campus of IPGME&R-SSKM Hospital and its annexes, Kolkata- Day to day operation of bed-cum-passenger Lift at SNP Hospital and P.G. Polyclinic, Kolkata under SSKM(H) Electrical Sub-Division, P.W. Dte" vide Tender ID-2026_WBPWD_5021646_1. Last date of submissions-21/09/26 upto 12:00 Noon. All documents can be seen/obtained from the websites-**tenders.wb.gov.in** and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-I, Kolkata South Health Electrical Division, PW Dte.

ICA-T17040(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

EE/PWD/Purulia Division invites "Online e-tender for 05(Five) Nos. work related to maintenance of building under Purulia Division P.W.D." N.I.E.T. NO. 10 of 2026-2027 of the Executive Engineer, Purulia Division, P.W.D. Bid submission start date (Online): 05.09.2026. Bid submission closing date (Online): 11.09.2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.E.T. and documents may be downloaded from: http://wbetenders.gov.in TENDER ID NO. 2026_WBPWD_5021400_1, 2026_WBPWD_5021400_2, 2026_WBPWD_5021400_3, 2026_WBPWD_5021400_4, 2026_WBPWD_5021400_5. Sd/- Executive Engineer, Purulia Division, P.W.D.

ICA-T16956(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

PWD TENDER NOTICE

Superintendent Governor's Estate, (W.B) invites Tender (online) vide Notice Inviting e-Tender No. WBPWD/SGE/LOK/NIeT-10/2026-27 for Works: SL-01. "Making 'Bonsai Pot' stand, display boards Installation & providing 'Bamboo Chick Blinds'"; Tender ID :- 2026_WBPWD_5020142_1, Est. Amount. Rs. 5,54,900/-; SL-02. "Special repair, painting polishing, PS to Governor secretary chamber, OSD chamber & plywood partition at north and south portico"; Tender ID :- 2026_WBPWD_5020142_2, Est. Amount. Rs. 7,51,097/-; SL-03. "Renewing damaged sunshades at windows petty repair, finishing at North face & West face of North-East wing" Tender ID :- 2026_WBPWD_5020142_3, Est. Amount. Rs. 11,27,910/-; Bid Submission Start date (online): 10.09.2026 from 2:00 pm. Bid submission Last date (online) : sl. 1 & 2, 19.09.2026 upto 2:00 p.m.; sl. 3, 26.09.2026 upto 2:00 p.m. Details may be seen in website: **https://tenders.wb.gov.in** PWD helpline No : (033)-2223 6236. Corrigendum, if issued will be published in Dept. web site only. If any discrepancy arises between different sources of advertisement, the advertisement in Dept. website will prevail. Sd/- Superintendent, Governor's Estate, W.B.

ICA-T17035(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE

e-NIT No : 03/SE/C-V/R&B/KMDA/T-1 of 2026-2027

Online e-Tender is invited by the **Superintending Engineer, Circle-V, R&B Sector, KMDA, Unnayan Bhavan, Block-A, 7th Floor, Salt Lake, Kolkata-700091,** from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms/individuals contractors, Joint Venture/Consortium for the work, **Sl. No., Name of Work, Value of the Work, Earnest Money, Time of Completion,** (1) Renovation and Up-gradation of S.B. Road: From Strand Road to Ghosh Para Road, Badamtala (covering Ward Nos. 15, 16, 17 and 18) in North Barrackpore Municipality under Noapara Constituency, Rs. 2,86,82,192/-, Rs. 5,73,644/-, 45 (Forty-Five) days. (2) Renovation and up-gradation of G.B. Mondal Road: From Kanthadhar to Golap Bagan (Ward No 14) and from Sastitala to Gazitala (covering Ward Nos. 14, 16 and 17) in North Barrackpore Municipality under Noapara Constituency, Rs. 1,56,24,042/-, Rs. 3,12,481/-, 45 (Forty-Five) days. **Last date & time of Online Bid submission:** Online Bid Submission Last Date: 25/09/2026, Time: 14.00 hrs. Opening of Technical Bid: 28/09/2026, Time: 14.00 hrs, for details contact the above office or visit both websites.

www.kmda.wb.gov.in (KMDA 475)

www.tenders.wb.gov.in **ICA-T16924(3)/2026**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE

e-NIT No : 04/SE/C-II/R&B/KMDA/W-28 (Part-VIII) of 2026-2027

Online e-Tender is invited by the **Superintending Engineer, Circle-II, R&B Sector, KMDA, Unnayan Bhavan, Block-A, 7th Floor, Salt Lake, Kolkata-700091,** from bonafide, reliable, experienced & resourceful firms/individuals contractors, Joint Venture/Consortium for the work, **Sl. No., Name of Work, Value of the Work, Earnest Money, Time of Completion,** (1) Repair and resurfacing of old bituminous layer over Old Durgapur Bridge over Krishnapur canal, Tender Id: 2026_KMDA_1039599_1, Rs. 1,14,11,964/-, Rs. 2,28,239/-, 60 (Sixty) days. (2) Renovation of road from Kalyani Housing Railgate to Anukul More at ward No 14 in Kalyani Municipal Area, Tender Id: 2026_KMDA_1039599_2, Rs. 4,37,60,017/-, Rs. 8,75,200/-, 60 (Sixty) days. (3) Renovation of road from Gayeshpur Jhilpar more to Bedi bhawan Bazaar More at ward No 15 in Gayeshpur Municipal Area, Tender Id: 2026_KMDA_1039599_3, Rs. 1,31,64,702/-, Rs. 2,63,294/-, 60 (Sixty) days. (4) Emergency repairing and up gradation of Biren Roy Road (West) from Beledanga Crossing to Shibrampur Crossing under Behala Paschim Assembly Constituency, Tender Id: 2026_KMDA_1039599_4, Rs. 3,50,92,124/-, Rs. 7,01,842/-, 60 (Sixty) days. (5) Strengthening and up gradation of E.M. Bypass Road from Dhalai Bridge to Kamalgazi More (both side) including Footpath and Median Verge, Tender Id: 2026_KMDA_1039599_5, Rs. 19,77,13,389/-, Rs. 10,00,000/-, 90 (Ninety) days. **Last date & time of Online Bid submission:** Online Bid Submission Last Date: 24/09/2026, Time: 14.00 hrs. Opening of Technical Bid: 26/09/2026, Time: 14.00 hrs, for details contact the above office or visit both websites.

www.kmda.wb.gov.in (KMDA 474)

www.tenders.wb.gov.in **ICA-T16923(3)/2026**

TENDER NOTICE

Executive Engineer, WBSRDA, North 24 Parganas District Unit, in favour of WBSRDA, invites e- tenders for Emergency Pothole Repair work of Rural Roads, as follows:

SL No	e-NIT No. & Date	Last Date/ Time for receipt of bids through e-procurement:
1	N-21/2026-27/N-24/WBSRDA, Dated: 03/09/2026	11/09/2026 upto 17.00 Hrs. (as per Server Clock)
2	N-22/2026-27/N-24/WBSRDA, Dated: 03/09/2026	11/09/2026 upto 17.00 Hrs. (as per Server Clock)
3	N-23/2026-27/N-24/WBSRDA, Dated: 03/09/2026	11/09/2026 upto 17.00 Hrs. (as per Server Clock)

The details can be obtained from website:**http://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, North 24 Parganas District Unit

The Executive Engineer, WBSRDA, Howrah Division-I, invites online Tender for 2 nos. works from the bonafied Agencies vide Notice Inviting e-Tender No. : **WBSRDA/EE/HOW-1/NIeT_03 of 2026-27** of Executive Engineer, WBSRDA, Howrah Division-I.

Tender ID : **2026_PRD_5022164_1** to **2026_PRD_5022164_2**. Closing date of Tender : **18.09.2026** upto **14:00 hrs**. For detail please log on **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA, Howrah Division-I

The Assistant Engineer, P.W.D, Uluberia Construction Sub Division under, WBSRDA, Howrah Division-I, invites online Tender for 4 nos. works from the bonafied Agencies vide Notice Inviting e-Tender No. : **WBSRDA/AE/UCSD/NIeT-01/2026-27** of the Assistant Engineer, P.W.D, Uluberia Construction Sub Division under WBSRDA, Howrah Division - I. Tender ID : **2026_PRD_5021837_4** to **2026_PRD_5021837_4**. Closing date of Tender : **11.09.2026** up to **14:00 hrs**.

Sd/-
Assistant Engineer, P.W.D
Ulubeia Construction Sub Division
under WBSRDA, Howrah Division-I

JHARGRAM MUNICIPALITY

Sadhu Ramchand Murmu Sarani,Bachurdoba :: Jhargram
Ph:- 03221-255098,Email :: jhargram.municipality@gmail.com
Notice Inviting e-Tender,[ABRIDGED]
WBMAD/JM/NIQ- 09(e)/2026-27
Memo no.3118/4 PW-15 Date :02.09.2026
Tender Id:- 2026_MAD_1040444_1

E-Tenders are being invited for House service water Connection (without water metering arrangement) to 2636 nos (PHASE- I) of Premises at different wards (ward no. 1 to 18)under Jhargram Municipality area. The details of above tender may be seen at the office Notice board,S.D.O.Office & Govt. E-Tender Portal https:/www.wbtenders.gov.in
Last date of submission of Bid 25/09/2026 upto 02.00P.M.

Sd/- Executive Officer,
Jhargram Municipality

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Executive Engineer, Kaliaghai-Kapaleswari-Baghai Project Division invites following tenders from outside Bonafied contractors for works at Sabang. SNIT No. WBIW/EE/KKBPD/e-SNIT-05/2026-27 for 05 No. works of value from Rs. 3.13 Lakh to Rs. 1.43 Lakh under KKB Project Division. Tender forms and other details can be obtained from the Departmental website https://iwd.wb.gov.in/etenders and notices & https://tenders.wb.gov.in/ (Direct Site)
Last dates of bid submission is on 08.09.2026 up to 17.00 Hrs.

Sd/- D.K Singh
Executive Engineer,
K.K.B. Project Division
Temathani, Paschim Medinipur

JHARGRAM MUNICIPALITY

Sadhu Ramchand Murmu Sarani,Bachurdoba :: Jhargram
Ph:- 03221-255098,Email :: jhargram.municipality@gmail.com
Notice Inviting e-Tender,[ABRIDGED]
WBMAD/JM/NIQ- 08(e)/2026-27
Memo no.3116/4 PW-15 Date :02.09.2026
Tender Id:- 2026_MAD_1040410_1

E-Tenders are being invited for House service water Connection (without water metering arrangement) to 2313 nos (PHASE- I) of Premises at different wards (ward no. 1 to 18)under Jhargram Municipality area. The details of above tender may be seen at the office Notice board,S.D.O.Office & Govt. E-Tender Portal https:/www.wbtenders.gov.in
Last date of submission of Bid 25/09/2026 upto 02.00P.M.

Sd/- Executive Officer,
Jhargram Municipality

COAL MILL PERFORMANCE TEST OF UNIT #3, 4, 5, 6 OF KTPS UNDER O&E DEPTT.

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

Notice Inviting E-Tender

Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-6074, Dtd: 01/09/26

NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E4084/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Coal Mill Performance Test of Unit #3, 4, 5, 6 of KTPS under O&E Deptt.". Tender Document Download Start Date:** 03/09/2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 18/09/2026 up to 14.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA-T16942(2)/2026

INTERIOR REPAIRING AND MAINTENANCE OF 18 Nos. C/D-TYPE QUARTERS & 25 Nos. B/A-TYPE QUARTERS AT KTPS TOWNSHIP

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

Notice Inviting E-Tender

Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-6075, Dtd: 01/09/26

NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E4087/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **"Interior repairing and maintenance of 18 nos. C/D-Type quarters & 25 nos. B/A-type quarters at KTPS Township". Tender Document Download Start Date:** 03.09.26 at 11.00 AM, **Bid Submission End Date:** 19.09.26 at 14.00 PM. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** cc_ktps@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in** ICA-T16943(3)/2026

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

WBSEDCL

(A Govt. of West Bengal Enterprise)
Regd. Office: Vidyut Bhavan, Block-DJ, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata - 700 091
CIN: U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in

WBSEDCL invites e-Tender(s) as follows:

(1) **NIT No.:** WBSEDCL/CSC/Furniture/Repairing/460, **Dt.:** 01.09.2026 of the **Addl. General Manager (HR&A), Common Service Cell. Estimated Cost:** ₹ 10,00,000/- (approx.) for 'Rate contract for repairing and refurbishing of furniture with supply of allied stationery articles at different offices of WBSEDCL at Vidyut Bhavan and offices nearby Vidyut Bhavan for a period of 02 (two) years'.

(2) **NIT No.:** RM/BRO/ETENDER/ABCACC/26-27/02, **Dt.:** 31.08.2026 of the **Regional Manager, Birbhum Region. Estimated Cost:** ₹ 6,91,250/- for 'Supply & delivery of **(i)** 600 nos. suspension clamp with brkt. 35 sq. mm. messenger, **(ii)** 700 nos. dead end clamp- LT ABC (3X70+1X16+1X50) sq. mm., **(iii)** 3000 nos. insulation piercing connector (ABC) 50-70 sq. mm. & **(iv)** 375 nos. LT Distribution Box 3 Ph Con. Wh. St. Strap & Buckle- AB Cable under Birbhum Region'.

(3) **NIT No.:** DM/BSPD/e-Tender/76, **Dt.:** 01.09.2026 of the **Divisional Manager, Bishnupur Division. Estimated Cost:** ₹ 4,92,000/- for 'Supply & delivery of 60 nos. LT kiosk for 63 kVA DTR (SMC/FRP) (**Make:** Syntex/Macedon/EPP or equivalent) to Bishnupur Divisional Store under Bishnupur Division'.

Extension(s) of Time

(1) **Ref. original NIT No.:** PPSP/e-Ten/124/M/26-27/NIT-07, **Dtd.:** 24.07.2026 of the **Chief Engineer & Project Manager, Purulia Pumped Storage Project. Bid Submission Date** extended up to: **28.09.2026 (14:00 hrs.).**

(2) **Ref. original NIT No.:** DM/BSPD/e-Tender/71, **Dtd.:** 10.08.2026 of the **Divisional Manager, Bishnupur Division. Bid Submission Date** extended up to: **09.09.2026 (14:00 hrs.).**

For details, visit **https://wbtenders.gov.in** & **www.wbsedcl.in**

Extension(s) of Time

Ref. original NIT No.: HRDD/Catering/Tender/EETI-BMPH/2026/06, **Dtd.:** 11.08.2026 of the **GM (HR&A), Human Resource Development Department. Bid Submission Date** extended up to: **13.09.2026 (15:00 hrs.).**

For details, visit **www.wbsedcl.in** ICA-T17033(1)/2026

১০ বছরে রাজ্যে সেরা অপারেটর রিলায়েন্স জিও

২০১৬ সালের আগস্টে শূন্য গ্রাহক দিয়ে যাত্রা শুরু করে রিলায়েন্স জিও। এর একমাসের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়ায় ৫.৪ লক্ষ। দশ বছর পর ২০২৬–এর জুন মাসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬৪.৯ লক্ষ। অর্থাৎ বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি ৪৯.১ শতাংশ। পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভাবে গত এক দশকে রিলায়েন্স জিও দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও তারবিহীন (ওয়্যারলেস) টেলিকম বাজারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এখানেই শেষ নয়, ওয়্যারলেস পরিষেবায় মোট ৫৮৬.৬ লক্ষ তারবিহীন সংযোগের মধ্যে প্রায় ৪৫.২ শতাংশ তাদের দখলে রয়েছে। এর ফলে জিও পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে বাজারের শীর্ষস্থান দখল করেছে। ২০২০ সালের মে মাসে জিও প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের বৃহত্তম অপারেটর হিসেবে উঠে আসে। সেই সময় থেকেই শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে জিও।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Un-Identified Male deadbody,** found on 16.07.2026, at about 04.55 hrs, Howrah R/S Old Complex PF No. 12 Delhi end detained from train No. 22898, Coach No. IR - 247033, Description of this Deadbody is: **Age** - 75 Yrs (Approx), **Sex:** Male, **Complexion**-Fair, **Height**- 5 Feet 6 Inch, **Build**- Thin, **Hair** - Black & White, **Wearing** - One white dirty full shirt and one white half pant. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D 1346(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

TENDER NOTICE

e-Tender invited by the Executive Engineer, Tamluk Division, P.H.E. Dte. Vide No:- WBPHED/EE/TD/NIeT 08/2026-2027(SL No. 01) and Tender ID-2026_PHED_5021655_1 of works shown in the NIeT. Bid submission End date:- 18/09/2026 at 12.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website-https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Tamluk Division, PHE Directorate.

ICA-T16996(3)/2026

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road,
Hakimpara, Siliguri

NIeT No. 01-AEO/SMP/2026-27

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, NIeT is invited by AEO, SMP from the Agencies for the work: 10 nos. of repairing works in the different places of Siliguri Mahakuma Parishad.
Start Date of Submission of Bid: 03.09.2026
Pre Bid Meeting on: 07.09.2026 at 3:00 PM in the 4th floor Meeting Hall of SMP. Last Date of submission of Bid: 16.09.2026 as per server clock.
All other details will be available from SMP Notice Board and website-https://tenders.wb.gov.in

Sd/- (M.Debnath)
Addl. Executive Officer
Siliguri Mahakuma Parishad

The Bhagirathi Cooperative Milk Producers' Union Limited invites Reverse Auction in NCDFI (National Cooperative Dairy Federation of India) e-Marketplace https://www.ncdfiemarket.com for the Supply, Installation and Commissioning of Crate Washer along with One year onsite comprehensive warranty and service support. For participation, please contact 9512650036.

Sd/- Managing Director
For The Bhagirathi
Cooperative
Milk Producers' Union Ltd.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-ওবিএইচএস-রিফর্মস-২০২৬, তারিখ ঃ ০২.০৯.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনি. কোচিং ডিপো অফিসার, সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর ডিভিশন কর্তৃক নিম্নলিখিত বিশদ অনুযায়ী ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং দ্বারা সিঙ্গল প্যাকেট ব্যবস্থায় স্পেশাল লিমিটেড টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। নিচে উল্লিখিত বিশদ অনুযায়ী যোগ্য টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে কেবলমাত্র অনলাইনে আবেদন করতে। অফলাইনে কোনো টেন্ডার গৃহীত হবে না। বিস্তারিত জানতে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডারনথি পড়ুন। **কাজের নাম ঃ** দুই বছর মেয়াদের জন্য তালিকাভুক্ত সংস্থাদের মাধ্যমে চিহ্নিত ট্রেনে উন্নত যাত্রাকালীন পরিষেবা (ওবিএইচএস এবং লিনেন বণ্টন)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫০,২৮,৫৯,৯২৫.১৩ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২৬,৬৪,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ২৫,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ১৯.০৯.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট।

(PR-715)

আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণির মহিলাদের ৫০টি সেলাই মেশিন বিতরণ ও দরিদ্র পরিবারের ছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াতের জন্য ৫০টি সাইকেল বিতরণ করল ব্যাঙ্ক অফ বরোদা। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও ডঃ দেবদত্ত চাঁদ ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা জোনের জেনারেল ম্যানেজার কে আর কাগাদাল, কর্পোরেট অফিসের জেনারেল ম্যানেজার আর কে গোয়েল এবং গ্রেটার কলকাতা রিজিওনাল হেড তপন সিংহ। বুধবার, শ্রীবিজয়াপুরমে। ছবি: আজকাল।

রয়্যাল এনফিল্ডের ‘জিমখানা’ ইভেন্টের আয়োজন

কলকাতা: ২০২৬ সালের ২২ ও ২৩ আগস্ট কলকাতার ইকো ক্রিক–এ রয়্যাল এনফিল্ড তাদের ‘জিমখানা’ ইভেন্টের আয়োজন করেছিল। সেখানে একটি বিশেষ মোটরসাইক্লিং অ্যারেনা তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে রাইডাররা একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নিজেদের দক্ষতা যাচাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই আয়োজনে হাজার হাজার রাইডার ও বাইক–প্রেমী অংশ নেন। তাঁরা সেখানে রোমাঞ্চকর টেস্ট–রাইড ও দক্ষতা–ভিত্তিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি নিজেদের রাইডিং দক্ষতার সীমা যাচাই এবং রয়্যাল এনফিল্ড মোটরসাইকেলের সক্ষমতা সরাসরি পরখ করার সুযোগ পান। অংশগ্রহণকারীরা ‘গেরিলা ৪৫০’ নিয়ে ড্র্যাগ রেসে অংশ নেন, ‘হিমালয়ান ৪৫০’–এর মাধ্যমে অফ–রোড সেশনগুলো উপভোগ করেন, ‘হান্টার ৩৫০’–এ ‘হাস্‌ল অ্যারেনা’–র চ্যালেঞ্জে নিজেদের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষিপ্রতা যাচাই করেন এবং ‘স্ক্র্যাম ৪৪০’ চালিয়ে ‘আরবান এন্ডুরো’ সম্পন্ন করেন।

উত্তর ২৪ পরগনা মিডিয়া পার্সন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জন্মতিথি পালন। ছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির। উদ্বোধন করেন বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। এদিন ৫০০০ পুণ্যার্থী ও সাধারণ মানুষকে ভোগ বিতরণ করা হয়। অংশ নেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ, ডাঃ ধীমান চ্যাটার্জি, কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। বারাসত কলোনি মোড়ে, বৃহস্পতিবার।

মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স প্রকাশ করল তাঁর অভিনীত ছায়াছবির পোস্টার সম্বলিত পিকচার পোস্টকার্ড। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেবশ্রী রায়, উত্তম পুত্রবধূ মহুয়া চ্যাটার্জি, রূপক সাহা, কর্ণধার, শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স ও পোস্টার সংগ্রাহক সুদীপ্ত চন্দ।

Notice Inviting e Tender
Tamralipta Municipality

N.I.eT No-WBMAD/ULB/CM/TM/02/2026-27

Online Tenders are invited for 13 nos of Civil works (CC Road) within Tamralipta Municipality in the District of Purba Medinipur.

Details are available at **http://wbtenders.gov.in** and office notice board. Last date of submission of tender online is **18.09.2026** up to 17:00 hrs

Administrator
Tamralipta Municipality

NOTICE

MAHADHAN

In order to make the Indian Farmers internationally competitive, Mahadhan Agritech Limited, brings to you the following Imported & Indigenous 100% Water Soluble Mixture of Fertilisers as per order dated 24.10.2015, issued by Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, New Delhi.

Sr. No.	Particulars / Grade	NPK 08-27-22	NPK 09-08-28	NPK 10-22-20	NPK 10-30-13	NPK 10-34-7	NPK 12-30-20	NPK 13-12-19	NPK 13-40-13	NPK 14-25-10	NPK 14-26-13	NPK 15-28-6	NPK 17-14-9	NPK 19-19-19	NPK 20-20-20	NPK 6-34-17	NPK 8-44-7
1	Moisture percent by weight, maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Total Nitrogen percent by weight, minimum	8	9	10	10	10	12	13	13	14	14	15	17	19	20	6	8
3	Total Phosphorous and water soluble phosphorous (as P_2O_5) percent by weight, minimum	27	8	22	30	34	30	12	40	25	26	28	14	19	20	34	44
4	Water Soluble Potassium (as K_2O) percent by weight, minimum	22	28	20	13	7	20	19	13	10	13	6	9	19	20	17	7
5	Sulphur (as S) percent by weight, minimum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ferrous iron (as Fe) percent by weight, minimum 2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Total Chloride per cent by weight, maximum	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	Matter insoluble in water per cent by weight, maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	Sodium (as NaCl) per cent by weight, maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	Lead (as Pb) per cent by weight, maximum	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
11	Cadmium (as Cd) per cent by weight, maximum	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
12	Arsenic (as As) per cent by weight, maximum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

Sr. No.	Particulars / Grade	NPKS 7-0-40-12	NPKS 10-0-39-08	NPKS 10-05-31-7	NPKS 15-25-10-8	NPKS 23-0-10-9	NPKS 23-8-6-8	NPKS 5-10-35-8	NPKS 6-0-37-16	NPKS 9-27-18-7.5	NPKS 9-6-31-8	NPK 24-24-00	NPK 14-10-28	NPK 16-8-34	NPK 8-52-17	NPK 0-42-47+ Fe 2.8%
1	Moisture percent by weight, maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	Total Nitrogen percent by weight, minimum	7	10	10	15	23	23	5	6	9	9	24	14	16	8	0
3	Total Phosphorous and water soluble phosphorous (as P_2O_5) percent by weight, minimum	0	0	5	25	0	8	10	0	27	6	24	10	8	52	42
4	Water Soluble Potassium (as K_2O) percent by weight, minimum	40	39	31	10	10	6	35	37	18	31	0	28	34	17	47
5	Sulphur (as S) percent by weight, minimum	12	8	7	8	9	8	8	16	7.5	8	0	0	0	0	0
6	Ferrous iron (as Fe) percent by weight, minimum 2.8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.8
7	Total Chloride per cent by weight, maximum	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	Matter insoluble in water per cent by weight, maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
9	Sodium (as NaCl) per cent by weight, maximum	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10	Lead (as Pb) per cent by weight, maximum	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
11	Cadmium (as Cd) per cent by weight, maximum	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
12	Arsenic (as As) per cent by weight, maximum	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

Salient Features:
1. 100% Water Soluble.
2. Improves Quality and yield of the produce.
3. Suitable to use through drip irrigation and foliar application.

Packing : Available in 500 gm, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg and 25 Kg Packing.
Supply and sales of above Mahadhan WSF grades will be done after 30-35 days.

Manufactured / Imported & Marketed by -
MAHADHAN AGRITECH LIMITED
Registered Office : Sai Hira, Survey No. 93, Mundhwa Road, Mundhwa, Pune - 411036.
www.mahadhan.co.in

ফিরহাদের ২ সংস্থায় তল্লাশি

বিদ্রোহী তৃণমূল দলের নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মালিকানাধীন দু’টি সংস্থায় বৃহস্পতিবার দুপুরে তল্লাশি করে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশনের একটি দল। নিউ আলিপুরের টালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে হাকিম পলিমেকার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং হাকিম কেমিক্যাল্‌স নামে দুই সংস্থায় তদন্তকারীরা যান। বিশাল পুলিশবাহিনীও গিয়েছিল ঘটনাস্থলে। হাকিম পলিমেকার্স প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন করে এবং হাকিম কেমিক্যাল্‌সে রাসায়নিক পণ্য প্রস্তুত করা হয়। প্রসঙ্গত, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি বিরোধী কমিশন গঠন করেছে নতুন সরকার। ২০১১ সাল থেকে ২০২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রশাসনিক পদের অপব্যবহার ও সরকারি সহায়তা ব্যবহার করে কোনও অনৈতিক কাজ হয়েছে কি না তা দেখার জন্য এই কমিশন। জানা গেছে, কমিশনের আধিকারিকরা সমস্ত নথিপত্র খতিয়ে দেখেছেন। তবে, যখন কমিশনের সদস্যারা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন, সে–সময় ফিরহাদ হাকিম বা তাঁর পরিবারের কেউ সেখানে ছিলেন না।

সিবিআই আধিকারিক দোষী সাব্যস্ত

ঘুষ চাওয়ার অভিযোগের মামলায় এক প্রাক্তন সিবিআই আধিকারিককে আদালত দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছর কারাদণ্ড দিয়েছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক সুজিতকুমার ঝা ওই আদেশ দিয়েছেন। সূত্রের খবর, ২০০৮ সালে তৎকালীন সিবিআই আধিকারিক পার্থসারথি বসু এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন এমন অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। ওই ব্যক্তিকে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ চায় বলে অভিযোগ। এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত ওই আধিকারিককে দোষী সাব্যস্ত করে। বিচারক সুজিতকুমার ঝা ওই সিবিআই আধিকারিককে তিন বছর কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকার জরিমানা ধার্য করেন। অবশ্য আইনের বিধান অনুসারে ওই ব্যক্তিকে আদালত ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছে বলে জানান আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত।

‘এআই ব্যবহার করতে হবে দায়িত্বশীল ভাবে’

আজকালের প্রতিবেদন

‘দায়িত্বশীল ভাবে এআই ব্যবহার করা আজকের দিনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি দায়িত্বশীল ভাবে এআই ব্যবহার করার জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করা না যায়, তা হলে এআই–কে কেন্দ্র করে আগামী দিনে নতুন চাকরির সুযোগ তৈরির যে সম্ভাবনা আছে তা সম্ভব হবে না।’ বৃহস্পতিবার দ্য বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি–র শিক্ষা বিষয়ক কনক্লেভে একথা বলেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ ইউনিভার্সিটিজের প্রো–চ্যান্সেলর অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘দায়িত্বশীল ভাবে এআই ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদেরকেও নতুন ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।’ বিসিসিআই–এর ন্যাশনাল এডুকেশন কমিটির চেয়ারম্যান এবং জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সিমরপ্রীত সিং বলেন, ‘এআই এবং প্রযুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রকে ক্রমাগত বদলে দেবে। কিন্তু প্রযুক্তি কখনও মানুষের ভূমিকার বিকল্প হতে পারে না।’ বিসিসিআই–এর প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ রায় জানান, এআই–নির্ভর পৃথিবীর জন্য পড়ুয়াদের প্রস্তুত করতে হবে। শিল্পক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাঠ্যক্রম, শিক্ষকদের দক্ষতা এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে। কনক্লেভে আইআইটি হায়দরাবাদের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের ডিন অধ্যাপক ভীমঅর্জুন রেড্ডি তাম্মা বলেন, ‘এআই–এর সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা যাঁরা অর্জন করতে পারবেন, বর্তমান সময়ে তাঁরাই শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবেন।’

বিসিসিআই–এর শিক্ষা বিষয়ক কনক্লেভে রয়েছেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ রায় ও সিমরপ্রীত সিং। কলকাতায়, বৃহস্পতিবার। ছবি: দীপক গুপ্ত

আজ, জন্মাষ্টমীতে বিধানসভায় বিশেষ পুজো, আলোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হবে। তার আগে বৃহস্পতিবার পুজো করছেন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। বিধানসভায়। ছবি: সুবল সাহা

শ্রীলেখা মিত্রকে ভর্ৎসনা আদালতের

কীভাবে তিনি প্রকাশ্যে এমন পোস্টার প্রদর্শন করতে পারেন? অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রকে এই প্রশ্ন করল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর পোস্টার প্রদর্শন করায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। এই সংক্রান্ত ১৬টি এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন শ্রীলেখা মিত্র। অভিনেত্রীর করা মামলায় বৃহস্পতিবার তাঁকে এমনই প্রশ্ন করে হাইকোর্ট। এদিন অভিনেত্রীকে ভর্ৎসনাও করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তবে অভিনেত্রী তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। তাই এ বছরের ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করবে না, নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। আগামী ১৪ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। ওইদিন পুলিশকে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। অভিনেত্রীর পক্ষে আইনজীবী ছিলেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার।

২৯০ কোটির জালিয়াতি, ইডির হানা

২৯০ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় কলকাতার ১১টি জায়গায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তল্লাশি চালাল ইডি। জানা গেছে, ঝাড়খণ্ডে একটি ৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করার জন্য মেসার্স কোহিনুর পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ওই পরিমাণ টাকা ঋণ নিয়েছিল। অভিযোগ, সেই টাকা বিভিন্ন ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে এবং অন্যান্য খাতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নিয়ে মামলা শুরু হয়। সংস্থার দুই অধিকর্তা এবং অডিটরদের বাড়িতেও গেছে ইডি।

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

পি.জি.জি.আই.পি.ই., বাণীপুর কলেজের ২০২৬-২৮ শিক্ষাবর্ষে বি.পি.এড. এবং এম.পি.এড. 2 বছরের কোর্সে ভর্তির জন্য অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া ০৭.০৯.২০২৬ তারিখ হইতে শুরু হতে চলেছে। ভর্তির প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানবার জন্য কলেজ ওয়েবসাইট www.pggipe.in অনুসরণ করুন।

স্বাঃ
অধ্যক্ষ
P.G.G.I.P.E., Banipur

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পরিবহণ বিভাগ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গণ-পরিবহন ক্ষেত্রে উন্নতি ও পরিষেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যে, জনগণের অভাব, অভিযোগ সরকারের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছনোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়ন্ত্রিত রাজ্য গণ-পরিবহণ সংস্থাগুলির পক্ষে পরিচালন সময়ানুগ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের শুভারম্ভের সূচনা করা হচ্ছে। যেখানে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট আধিকারিক জন-অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বা বিষয়গুলি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনবেন দ্রুত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। জনগণ তাদের অভাব, অভিযোগ নিম্নলিখিত দূরভাষ নম্বরগুলিতে প্রেরণ করতে পারেন -

পরিবহণ সংস্থা		দূরভাষ নম্বর
উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা		৯০৪৬২২৯০২৫
দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা		৭৬৯৯৯৯৩৯৩০
পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ সংস্থা	কলকাতা ট্রাম কোম্পানি	৮৬৯৭৭৩৩৩৯১/৯২
	কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা	০৩৩-২২৩৬ ০৪৬২/০৪৬৩
	পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম	৯৪৩২৫৯৭০৯৮

ICA-N232(7)/2026

সোনার নিলাম সংক্রান্ত জনবিজ্ঞপ্তি

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড ("BFL");
রেজিস্টার্ড অফিস: মুম্বাই - পুণে রোড,
আকুর্দি, পুণে-411035

BAJAJ FINANCE

ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা বারবার নোটিস দেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের লোন পরিশোধ করতে বা প্রয়োজনীয় মার্জিন জমা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই কারণে, লোন পরিশোধের নিরাপত্তা হিসেবে ঋণগ্রহীতাদের দেওয়া সোনা "যে অবস্থায় আছে যেখানে আছে" ভিত্তিতে নিচের শর্তাবলীর অধীনে নিলাম করা হবে: 1. এই জনবিজ্ঞপ্তির সম্পূর্ণ বিবরণ (সোনার বিবরণ ও মোট ওজন) জানতে QR কোড স্ক্যান করুন। 2. সম্পূর্ণ দরদাতা শর্তাবলী নিম্নলিখিত লিঙ্কে উপলব্ধ: All about our Terms and Conditions - Bajaj Finance Limited. 3. দরদাতাদের নিলামের আগে বা নিলামের দিনে অনলাইন ট্রান্সফারের মাধ্যমে ₹25,000/- অগ্রিম জামানত রাশি(EMD) জমা দিতে হবে। 4. নিলাম স্থানে সকাল 10টায় বৈধ পরিচয়পত্র ও ঠিকানার প্রমাণসহ ব্যক্তিগত উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। নিলামের তারিখে কোনো পরিবর্তন হলে তা নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। দরপত্র জমা দেওয়া মানে উপরোক্ত শর্তাবলী মেনে নেওয়া হয়েছে বলে ধরা হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য যোগাযোগ করুন: wecare@bajajfinserv.in.

(09-10-26) **বালি - জি টি রোড:** PSI9EGL87948670, 88226811, 88423644, 88654964, 89270578, 89941045. **ব্যান্ডেল - স্টেশন রোড:** PRK8EGL89993006. **বসিরহাট - মেইন রোড:** PQP5EGL88223918, 88495351, 88668852, 88673512, 89310001, 89250655, 89324147, 90485443. **বাটানগর - বাটা মোড়:** PSJ2EGL87716469, 87708248, 88197446, 90209927. **বোলপুর - শ্রীনিকেতন রোড:** PRE2EGL88466304, 90014335, 90477139. (12-10-26) **চাকদহ - বনগাঁ রোড:** POS3EGL86586303, 37504224, 88056410, 87989300, 89249332, 89512399, 89911222, 90024240, 90244020, 90436335, 40354610. **চাঁদিপুর - মঠ:** PQN2SGL35822877, 36285040, 86655772, 86594328, 87335312, 87811798, 87820672, 87973849, 88469650, 88425407, 88646777, 88891400, 39151733, 89293469, 89485965, 90056550, 90042675, 90036910. **চন্দ্রকোণা - সাতবাঁকুড়া:** PQN9EGL87400389, 88683382, 88690786, 89207270, 89216292, 89929198. **কাঁথি - এস এস রোড:** PQM9SGL35842836, 37521923, 37497227, 39905663. **ডেবরা - মেইন মার্কেট:** PQN7EGL87708115, 88225384, 89217090, 89519188, 89547415, 90003182, 90183958. (13-10-26): **এগরা - কলেজ রোড:** PQN1SGL37052725. **গঙ্গারামপুর - তপন রোড:** PRN8EGL87662038. **ঘাটাল - কোন্নগর:** PQP2SGL37538957, 88211171, 88710904. **হাবড়া - BGL:** PTQ3EGL89353742, 90479484. **কালিয়াচক - কোকন মার্কেট:** PRN5EGL86609561. (14-10-26) **কালনা - নিউ বাস স্ট্যান্ড:** PRK6EGL89539823, 90205327, 90500452, 90430833. **কামারহাটি - বি টি রোড:** PQT9EGL87696201, 88042043, 89554143, 89524234, 89548351. **কাঁচরাপাড়া - মেইন রোড:** PQP7EGL86586881, 86591478, 87714314, 88453282, 88679310, 88688023, 88903194, 89360801, 89217200, 89337945, 89275177, 89498174. **কাটোয়া - কাছারি রোড:** PRK5EGL88428032, 89220949, 89993046. **খড়্গপুর - মালঞ্চ রোড:** PQP1SGL35528519, 86575111, 37342244, 87714556, 88498301, 88410089, 88875955, 88855762, 88912620, 39151660, 89510067, 89971812, 89990022, 90295182, 90448291. (15-10-26) **কলকাতা - গার্ডেনরিচ:** PQR7SGL35714574, 37334695, 38883181, 88874623, 89301941, 39663972, 89974995, 40027269. **কলকাতা - যাদবপুর:** PQR8SGL38633657. **কৃষ্ণনগর - আর এন টেগোর রোড:** PRU4EGL87716532, 90223411. **মধ্যমগ্রাম - চৌমাথা:** PQS4SGL36533119, 90254886, 90251085, 90246238, 90260852, 40229661. **মালদা - রথবাড়ি মোড়:** PRN6EGL87764281. (16-10-26) **মেচেদা - মেইন রোড:** PQN5EGL86592976, 37345424, 87406113, 87786664, 88185495, 39855242, 90462072, 90420059, 90449336. **নৈহাটি - আর বি সি রোড:** PQP4SGL38514459, 88486857, 88490144, 90204509, 90183465, 90262107, 90440396. **পাঁশকুড়া - স্টেশন রোড:** PQN6SGL37489215, 87946608, 88514134, 88423551, 90176344, 90520157. **রামপুরহাট - মাড়গ্রাম মোড়:** PRN7EGL87361649, 88735558, 88870254, 89510967, 90461145. **সালার - কলেজ মোড়:** PRQ9EGL87717674, 87665389, 88960910, 90033927, 90477839. (22-10-26) **শান্তিপুর - এন এস রোড:** PRR2EGL86565504, 87654415, 88237955, 88452259. **শ্যামনগর - ফিডার রোড:** PQU6EGL87412090, 87359828, 87746107, 88047604, 88437657, 88416268, 88423876, 88425320, 88643080, 88870367, 89320014, 89514430, 89742223, 90034510, 90044796, 90503059, 90490617. **সিউড়ি - মাদ্রাসা রোড:** PRH3EGL88043279, 88285630, 88214417, 89509224, 90230693, 90213602, 90415941. **তমলুক - মেচেদা হলদিয়া রোড:** PQN4SGL35378070, 88863854, 39207860, 89198764. **উলুবেড়িয়া - বাজার পাড়া:** PTA5EGL88424593, 88652541, 88862597, 90529346.

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

গার্ডন রীচ শিপবিল্ডর্স এণ্ড ইংজীনিয়র্স লিমিটেড
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking), रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence
Regd & Corp Office: GRSE BHAVAN, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024
Phone: 033-2469-8101, **Fax:** 033-2469-8150
Web: www.grse.in, **E-mail:** investor.grievance@grse.co.in (CIN: L35111WB1934GOI007891)

जी आर एस ई GRSE
A NAVRATNA CPSE

সদস্যদের প্রতি ১১০তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হচ্ছে যে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত এজিএম ডাকা বিজ্ঞপ্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতে কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর প্রযোজ্য প্রভিশনস্ এবং তার অধীনে উল্লিখিত রুলস এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫ তৎসহ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (‘‘এমসিএ’’) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (‘‘সেবি’’) দ্বারা ইস্যুকৃত বিষয়ের উপর সকল প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী **ভিডিও কনফারেন্সিং (‘‘ভিসি’’)/আদার অডিও–ভিজ্যুয়াল মিনস্ (‘‘ওএভিএম’’)–এর মাধ্যমে শুক্রবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিটে গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের (দ্য ‘কোম্পানি’) ১১০তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং (‘এজিএম’)** অনুষ্ঠিত হবে।

কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরী পার্টিসিপ্যান্ট/ডিপোজিটরীর সাথে যাঁদের ই–মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার্ড আছে এমন কোম্পানির সকল সদস্যদের ই–মেল দ্বারা নিরীক্ষিত ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৎসহ বোর্ডের রিপোর্ট, অডিটরের রিপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় সংযুক্ত অন্যান্য নথিপত্র সহ আর্থিক বছর ২০২৫–২৬–এর জন্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট এবং ১১০ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। অ্যানুয়াল রিপোর্ট এবং ১১০তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর কাজ বৃহস্পতিবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে। এমসিএ এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী অ্যানুয়াল রিপোর্ট এবং এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। অবশ্য, যে সকল সদস্যদের ইমেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার্ড নেই তাঁদের ওয়েব–লিংক তৎসহ সঠিক স্থান যেখানে ১১০তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫–২৬ আর্থিক বছরের জন্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাওয়া যাবে, তা উল্লেখ সহ একটি চিঠি পৃথকভাবে পাঠানো হয়েছে। ২০২৫–২৬ আর্থিক বছরের জন্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট এবং ১১০তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grse.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.nseindia.com** এবং **www.bseindia.com**–তে পাওয়া যাবে।

সদস্যগণ কেবলমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম–তে যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সদস্যগণ দ্বারা এজিএম–তে যোগদান এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভোটদান সহ রিমোট ই–ভোটদানের পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশাবলী ১১০ তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া আছে। ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর সেকশন ১০৩–এর অধীনে কোরাম হিসাবের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই–ভোটদান এবং ই–ভোটদান

কোম্পানি এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সকল রেজোলিউশনে নিজেদের ভোট দিতে সকল সদস্যদের রিমোট ই–ভোটদান সুবিধা প্রদান করছে। কোম্পানি ই–ভোটদান সুবিধার ব্যবস্থার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরী লিমিটেড (এনএসডিএল)–এর পরিষেবা গ্রহণ করছে। এর অতিরিক্ত, ই–ভোটদানের সুবিধা এজিএম চলাকালীনও পাওয়া যাবে। এজিএম–তে যোগদানকারী সদস্যগণ যাঁরা ইতিমধ্যে রিমোট ই–ভোটদান দ্বারা নিজেদের ভোট দেন নি তাঁরা এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক্যালি ভোটদান করতে পারবেন।

কেবলমাত্র সেই সকল সদস্যগণ যাঁদের নাম **শুক্রবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ (অর্থাৎ ‘রেকর্ড তারিখ’)** অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণাকৃত বেনিফিসিয়াল ওনার্স/সদস্যদের রেজিস্টারে আছে কেবলমাত্র তাঁরাই এজিএম চলাকালীন ই–ভোটদান সহ রিমোট ই–ভোটদানের সুবিধা পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন।

রিমোট ই–ভোটদান শুরু হবে **রবিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ সকাল ৯টায়** এবং শেষ হবে **বৃহস্পতিবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫টায়**। উপরোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে রিমোট ই–ভোটদান অনুমোদিত নয় এবং উপরোক্ত সময়সীমা পার হওয়ার পরে অবিলম্বে রিমোট ই–ভোটদান মডিউল বন্ধ করে দেওয়া হবে।

যে সকল সদস্যগণ ইতিমধ্যে রিমোট ই–ভোটদান দ্বারা নিজেদের ভোটদান করেছেন তাঁরা এজিএম–তে যোগদান করতে পারবেন, অবশ্য এজিএম চলাকালীন পুনরায় নিজেদের ভোটদানের জন্য বিবেচিত হবেন না।

একজন ব্যক্তি যিনি রেকর্ড তারিখের পূর্বে এবং এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর পরে একজন সদস্য হয়েছেন এবং শেয়ার অর্জন করেছেন, ই–ভোটদানের জন্য তিনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন এবং এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ই–ভোটদান নির্দেশাবলী ব্যবহার করে নিজের ভোট দিতে পারবেন।

বুক ক্লোজার এবং ডিভিডেন্ড

চূড়ান্ত ডিভিডেন্ড প্রদান এবং কোম্পানির ১১০তম এজিএম–এর জন্য সদস্যদের রেজিস্টার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুকস্ **শনিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে শুক্রবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত (উভয় দিন সহ)** বন্ধ থাকবে। ডিভিডেন্ড, যদি এজিএম–তে অনুমোদিত হয় তবে তা **শুক্রবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ (‘‘রেকর্ড তারিখ’’)** অনুযায়ী বেনিফিসিয়াল ওনার্স/সদস্যদের রেজিস্টারে নাম থাকা সদস্যদের ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রদান করা হবে।

ই–মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার/আপডেট করার পদ্ধতি

সদস্যগণ যাঁদের এখনও নিজেদের ই–মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার্ড নেই অথবা যাঁরা নিজেদের ই–মেল অ্যাড্রেস আপডেট করাতে চান তাঁদের নিজেদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরী পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)–এর সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুযায়ী ডিভিডেন্ড গ্রহণের জন্য নিজেদের ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় আবশ্যিক তথ্য রেজিস্টার/আপডেট করতে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ই–ভোটদান পদ্ধতির স্ক্রুটিনাইজের জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে কাজ করার জন্য মেসার্স এ.কে.লাভ অ্যান্ড কোং, কোম্পানি সেক্রেটারিজ–কে নিযুক্ত করেছে।

ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী কোম্পানি শেয়ার হোল্ডারদের প্রদত্ত ডিভিডেন্ডের উপর প্রযোজ্য দরে সোর্স থেকে ট্যাক্স (টিডিএস) কাটবে। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে ১১০তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি দেখুন।

এমসিএ এবং সেবি দ্বারা ইস্যুকৃত প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী এবং কোম্পানির সকল সদস্যদের সুবিধার্থে এবং জ্ঞাতার্থে উপরোক্ত তথ্য ইসু করা হচ্ছে। আরও জিজ্ঞাসার জন্য, নিজেদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বিবরণ উল্লেখ করে **rta@alankit.com**, ফোন নম্বর ০১১-৪২৫৪-১২৩৪/১৯৫৪-তে মেসার্স অলংকিত অ্যাসাইনমেন্টস লিমিটেড অথবা **investor.grievance@grse.co.in**–তে কোম্পানি–এর সাথে যোগাযোগ করতে সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৬

গার্ডেনরীচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
সন্দীপ মহাপাত্র
কোম্পানি সেক্রেটারি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং. এসিএসঃ ১০৯৯২

১১০তম এজিএম–এর বিজ্ঞপ্তি এবং অ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০২৫–২৬ ডাউনলোড করতে এই কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

যূকো বৈংক UCO BANK

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ইউকো ব্যাঙ্ক
শকুন্তলা পার্ক শাখা
শিবরাম প্লাজা, ৪৯ হো চি মিন সরণি,
জোট শিবরামপুর, কলকাতা–৭০০০৬১
ই–মেল– shakau@ucobank.co.in

যেহেতু, **ইউকো ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে আমাদের শকুন্তলা পার্ক শাখার **ঋণগ্রহীতা মিঃ সঞ্জীব হাইত, পিতা– সুকুমার হাইত, গ্রাম– শোলগোয়ালিয়া, পোঃঅঃ– কালারিয়া, গ্রাম পঞ্চায়েত– চম্পাহাটি, থানা– বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন– ৭৪৩৩৬৩, এবং সহ–আবেদনকারী মিসেস মল্লিকা হাইত, স্বামী– সঞ্জীব হাইত, গ্রাম– চিনাগ্রাম, পোঃঅঃ– চম্পাহাটি, থানা– বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন– ৭৪৩৩৩০**–এর প্রতি ১৫.০৬.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **৩০.০৫.২০২৬** তারিখের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের পাওনা বাবদ **₹৯৫,২৭,১৪৭.৯৯ (পঁচানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র),** তৎসহ পরবর্তীতে এর ওপর পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩১ আগস্ট, ২০২৬** তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **৩০.০৫.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ₹৯৫,২৭,১৪৭.৯৯ (পঁচানব্বই লক্ষ সাতাশ হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা মাত্র),** তৎসহ পরবর্তীতে এর ওপর পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি ইত্যাদি সমেত ইউকো ব্যাঙ্ক–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ অংশ– II
(অনুগ্রহ করে বন্ধকি নথিপত্র/ দলিলের উল্লেখ থাকা নথিতে বর্ণিত ব্যাঙ্ক–এর কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দিন)

নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ১৩ ডেসিমেল জমির মধ্যে ১০.৫০ ডেসিমেল পরিমাপের চিহ্নিত বাস্তু জমি এবং তার সাথে সামান্য কমবেশি ২৯৫০ বর্গফুট পরিমাপের একটি দোতলা আবাসিক ভবন (যার গ্রাউন্ড ফ্লোর–এর পরিমাপ সামান্য কমবেশি ১৪২৯ বর্গফুট এবং ফার্স্ট ফ্লোর–এর পরিমাপ সামান্য কমবেশি ১৫২১ বর্গফুট) এবং এতে থাকা সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ–সহ, আর এস এবং এল আর দাগ নং ১৭৩, এল আর খতিয়ান নং ৩২৫৪, মৌজা– শোলগোয়ালিয়া, জে এল নং ২৫, চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত–এর অধীনে, থানা– বারুইপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির স্বত্বধারক: সঞ্জীব হাইত,** পিতা– সুকুমার হাইত।

দলিল নং ১৬০৪১২৮২৫, বুক নং–I, ভল্যুম নং ১৬০৪–২০২৪, পৃষ্ঠা ৩৬৭০৪৯ থেকে ৩৬৭০৬৮, বছর ২০২৪, ডি.এস.আর IV দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–এর কার্যালয়। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**– অমল নস্করের জমি; **দক্ষিণ**– ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ; **পূর্ব**– ১০ ফুট চওড়া রাস্তা; **পশ্চিম**– চন্দ্রকান্ত মণ্ডলের জমি।

তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬ স্বা/–
স্থান: শকুন্তলা পার্ক অনুমোদিত আধিকারিক, ইউকো ব্যাঙ্ক

ICICI Bank

ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রির জন্য টেন্ডার তথা ই–নিলাম

[রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে দেওয়ান হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (ডিএইচএফএল) এবং নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদার/ জামিনদারগণের মধ্যে সম্পাদিত একটি ঋণচুক্তি মোতাবেক একটি গৃহঋণের সুবিধা মঞ্জুরির প্রেক্ষিতে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড [ডিএইচএফএল দ্বারা আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতি অর্পিত] দ্বারা নিম্নবর্ণিত স্থাবর পরিসম্পদ/ সম্পত্তিগুলি বিক্রির জন্য এই ই–নিলাম নোটিসটি জারি করা হচ্ছে।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদার/ জামিনদারগণের প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বাস্তবিক দখল নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে দেওয়া হয়েছে:–

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ	বকেয়া অর্থাঙ্ক	সংরক্ষণ মূল্য / বায়না জমা	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই–নিলামের তারিখ ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
১	মিঃ রমেশ চৌধরী (ঋণগ্রহীতা) তারা চৌধরী, বসন্ত চৌধরী (সহ–ঋণগ্রহীতা) লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর QZKJB00005020625	মৌজা– গৌরহাটি চাঁপদানি, জে এল নং ২১, আর এস দাগ নং ৫৩৯৬, আর এস খতিয়ান নং ৯৭১, প্রেমিসেস নং– সার্ভে নং ১, পিরতলা রোড, থানা– ভদ্রেশ্বর, জেলা– হুগলি, ওয়ার্ড নং ১, চাঁপদানি পুরসভার এলাকাধীন, জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ১ কাঠা ৪৩ বর্গফুট।	₹ ১৭,৯৬,৫৪৮/– ১০ আগস্ট, ২০২৬ অনুযায়ী	₹ ১২,৫০,০০০/– / ₹ ১,২৫,০০০/–	১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো	২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শুরু

অনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেন্সি ভ্যালুট্রাস্ট ক্যাপিটাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://BidDeal.in)–এর ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/ বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাঙ্ক সুদসমেত পরিশোধের জন্য শেষ সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে।

সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবিলের কলাম নং ‘E’ দ্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থাঙ্ক (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানাস্থিত অফিসে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জমার প্রমাণ হিসেবে ব্যাঙ্কের তরফে প্রাপ্তিস্বীকার করা ডিমান্ড ড্রাফ্‌টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব জমা দিতে না পারলে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিজিওনাল প্রসেসিং সেন্টার, বিপি–৪, টেকনোপলিস বিল্ডিং, ফ্লোর নং ১৩, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৯১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে। ইএমডি বাবদ অর্থাঙ্ক কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে ‘ICICI Bank Limited’–এর অনুকূলে Kolkata–তে প্রদেয় ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট/ পে–অর্ডার রূপে জমা দিতে হবে।

সম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেন্ডার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহপূর্বক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতিনিধির সঙ্গে ৯১৬৮৬৮৮৫২৯ / ৮৫৮৪৮৭৪৮০৯ নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে অনুগ্রহপূর্বক এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s।

তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **সফিয়ার রহমান মল্লিক** ও **সিরাজ মল্লিক**, বিগত ইংরাজি ২১/১০/২০০৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর কদম্বগাছি অফিসে ২৫৩৯ নং দলিলমূলে মৌজা-মড়ালি, জে.এল নং- ৯৯, দাগ নং ৮৩৪, খতিয়ান নং ৩৭, ৯০ একযোগে ১৮ শতক জমিজমা ক্রয় করিয়াছে। যাহা ডি.এস.আর - ২ অফিসে ৪৬০/২০০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা খরিদ করিয়া নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বারাসাত-১ **বি.এল.আরও** অফিসে যোগাযোগ করুন। **S.ROY, ADVOCATE**

Notice

My client intends to purchase one property from Md. Afzal son of Abdul Rashid @ Abdul Rashid Lari measuring more or less 3 Cottah, 14 Chittaks Bastu land with 200 Sq.Ft bricks build walls tiles shed residential structures and also from one Nazia Begum wife of Md. Rausan Reza measuring more or less 2 Cottah, 2 Chittacks bastu land with 100 Sq.ft bricks build walls tiles shed residential structure i.e., all together more or less 6 Cottah Bastu land with 300 Sq.ft RTS Structure at holding noes. C-2/29B and C-2/29A NEW KAYAL PARA LANE, P.S- Rabindra Nagar, Kolkata-700024, under Mahehstala Municipality, Ward no.2, Mouza- Ramdashati, Pargana- Magura, J.L No-04, R.S Khatian No. 283, L.R Khatian No. 9420 & 9416, R.S and L.R Dag No. 450 butted and boundry as follows:- **North**- Land and Structure of Jahangir Mallick **South**-13 Ft Wide Municipal Passage **East**- Land and Structure of Goutam Pandey **West**- 6 ft Wide Municipal Passage and land and structure of Firoza Bibi and Sk Arif.

Any person or persons having any right, title or interest by way of inheritance or claim, sale, exchange, gift, mortgage, Charge, trust, possession, lease, lien, any type of case pending before the concerned court of law or otherwise howsoever are requested to inform the same in writing with documentary proof to the undersigned having its chamber cum residence at J-375/A/1 Hari Babu Pally Lane, Kolkata- 700024 within 15 Days from the date of publication failing which, the claim or claims if any of such person or persons will be consider to have been waived and/or abandoned and the transfer of the said properties shall be completed. AJAY KUMAR PANDEY Advocate 6291573982

নোটিশ

সর্বসাধারনকে জানানো হইতেছে যে, আমার মক্কেল দয়াল কৃষ্ণ দত্ত, পিতা- মৃত তিনকড়ি দত্ত, সাকিন- রামকৃষ্ণ পার্ক, পোঃ- বন্দীপুর, থানা- সাবেক খড়দহ হাল রহড়া, কোলকাতা - ৭০০১১৯ আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ১৫/০৫/২০২৩ তারিখে সোদপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেঃকৃত ৩৪৫১ নং দানপত্র দলিল মূলে প্রশান্ত দত্ত, পিতা-মৃত তিনকড়ি দত্ত -এর নিকট হইতে জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- রহড়া, এ.ডি.এস.আর. অফিস সোদপুর ও খড়দহ পৌরসভার এলাকাধীন, মৌজা- বন্দীপুর গ্রামে, জে.এল. নং- ১৭ -এর অন্তর্গত আর.এস. ১৪৩৩ তথা এল.আর. ৫২৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ৪৪১ নং দাগে 'বি' লটভুক্ত ১ কাঠা ৯ ছটাক ২০ বর্গফুট জমি ও কমন ব্যবহারিক স্বত্বাদি দরুন ৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট জমি মায় জমিস্থিত গৃহাদি প্রাপ্ত হয়। এবং উক্ত তিনকড়ি দত্ত বিগত ইং ২২/০৪/১৯৯১ তারিখে বারাকপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ২৬৫২ নং রেঃকৃত সাফ বিক্রয় কোবালা মূলে বিশ্বনাথ প্রসাদ সা -এর পক্ষে আমমোক্তার শ্রী মিন্টু কুমার ধর, পিতা- মৃত চিন্তু রঞ্জন ধর -এর নিকট হইতে উপরোক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি সোদপুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিবেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সোদপুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করতে পারিবেন। সন্তোষী সেন আইনজীবী, বারাকপুর কোর্ট (M) 8910273851

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা
মোকাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
শিয়ালদহ
সাকসেশন কেস নং : ১২/২০২৬
(সাকসেশন)

স্বপ্না মাইতি, স্বামী : দেবাশীষ মাইতি, বাসিন্দা - পোষ্ট : জঁফুলি বিবি চক্, গ্রাম- ঝোকুড়কুল, পূর্ব মেদিনীপুর, জয়ফুললিবিবিচাক, পশ্চিম বঙ্গ, ৭২১ ১৩৭ .....আবেদনকারিণী

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আবেদনকারিণী স্বপ্না মাইতির অবিবাহিত মামা প্রয়াত অজিত সেন এবং অবিবাহিতা মাসিদয় প্রয়াত মঞ্জু সেন ও প্রয়াত প্রতিমা সেন যাঁরা সকলেই কলকাতা- ৭০০০০২, পোঃ পাইকপাড়া, থানা চিটপুর, ইন্দ্রলোক হাউজিং এস্টেট-II, ডি ৫/১২-এর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন - যথাক্রমে ০৯/১২/২০১৪, ২০/০৪/২০১৩ এবং ১৭/১২/২০১৬ তারিখে পরলোকগমন করেছেন।

বিভিন্ন পোস্ট অফিস এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তাঁদের রেখে যাওয়া মোট ২,০৩,৫৯৭.৮৪ টাকা (দুই লক্ষ তিন হাজার পাঁচশ সাতানব্বই টাকা এবং চুরাশি পয়সা মাত্র) আদায়ের উদ্দেশ্যে আবেদনকারিণী ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫-এর অধীনে একটি সাকসেশন আবেদন দাখিল করেছেন।

যদি এই বিষয়ে কারও কোনও আপত্তি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিযুক্ত আইনজীবীর মাধ্যমে উপযুক্ত নথিপত্র সহ কারণ দর্শিয়ে সেই আপত্তি দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, মামলাটির একতরফা শুনানি গ্রহণ করা হবে।

অনুমত্যানুসারে
বলরাম মৌলিক
সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট কোর্ট
শিয়ালদহ, উত্তর ২৪ পরগণা

ক্রয়/বিক্রয়

● আমি কান্দন সরেন, পিতা বগলা সরেন, সাং- ঝাঁটাবন, পোস্ট- ভড়া, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- বাঁকুড়া, মৌজা- রাধানগর, জে এল নং ৪৩, দাগ নং- ৪৩৬ পরিমাণ- ৬.২০ শতক, অত্র স্বত্বের অংশ ০.০৬ শতক জায়গাটি বিক্রয় করিতে চাই। যোগাযোগ- 9064863635

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১)সেখ মফিজুল ২)সেখ সাইফুল পিতা-সেখ মহিউদ্দিন ১৪৬৪/২৬(ADSR ডোমজুড়) কোবলা দলিল মূলে হালিমা বেগম দিগর এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার সেখ গিয়াসউদ্দিন এর থেকে ৩৭৭৯/২৫(ADSR ডোমজুড়) আমমোক্তার দলিলদ্বারা খরিদ করেন, মৌজা-পাঁয়রাজী হাল ১২১০,১২১১ দাগে,৬৫০,৩৩৬,৩৪৩/১,৩৪৪,৬৫০হাল খতিয়ানে মোট ১০.৭২শতক সম্পত্তি নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছেন, উক্ত বিষয়ে কারো কোনো আপত্তি থাকলে ডোমজুড় B L& L R O অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন।
প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট

■ আমার মক্কেল বিজয় শর্মা,পিতা- বিন্দেশ্বরী শর্মা,ইং ২০২৬ সালে (সোনারপুর রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত) ৩৬৮৬ নং কোবালা দলিল মূলে ৪৭৫০/২০২৫ নং আমমোক্তার(শ্রী সুভাষ নস্কর)দলিল দ্বারা বর্তমানে খরিদ করেন, মৌজা - গোপালপুর (২৭), এল আর ১৫৯ নং দাগে এল আর ১৯৭৭,১৯৭৮ নং খতিয়ানের নামপত্তনের জন্য আবেদন করেছে ,উক্ত আবেদনে কারোর কোনো আপত্তি থাকলে সোনারপুর BLRO অফিসে যোগাযোগ করুন। Prabir Kumar Roy, alipore Criminal Court.

আমার মক্কেল **আলেয়া বিবি গং**, বিগত ইংরেজি ০১/১১/২০১২ তারিখে ডি.এস.আর - ২ অফিসে ১৫৭২১ নং দলিলমূলে মৌজা মণ্ডলগাথি, জে.এল নং ৯৮, এল.আর -৪২২ নং খতিয়ানভুক্ত ৮৭১ নং দাগে সর্বমোট ২২.২৮ শতক ও মৌজা সিকদেশপুকুরিয়া, জে.এল নং ৯৫, এল.আর ১৪৭/১ নং খতিয়ানভুক্ত ৮৭০ এবং ৮৭১ নং দাগে সর্বমোট ৩০শতক জমিজমা ক্রয় করিয়াছে। যাহা ডি.এস.আর - ২ অফিসে ৬০০/২০১১ নং ও এ.ডি.এস.আর কদম্বগাছি অফিসে ৪২৬/২০১১ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা খরিদ করিয়া নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বারাসাত-১ **বি.এল.আরও** অফিসে যোগাযোগ করুন। **S.ROY, ADVOCATE**

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারনকে জানানো হইতেছে যে, আমার মক্কেল দয়াল কৃষ্ণ দত্ত, পিতা- মৃত তিনকড়ি দত্ত, সাকিন- রামকৃষ্ণ পার্ক, পোঃ- বন্দীপুর, থানা- সাবেক খড়দহ হাল রহড়া, কোলকাতা - ৭০০১১৯ আমার মক্কেল বিগত ইংরাজী ০১/১১/২০১০ তারিখে এ.আর.এ.-২ কোলকাতা অফিসে রেঃকৃত ১৩২০৫ নং দানপত্র দলিল মূলে তিনকড়ি দত্ত, পিতা- মৃত কুশ কুমার দত্ত - এর নিকট হইতে জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- রহড়া, এ.ডি.এস.আর. অফিস সোদপুর ও খড়দহ পৌরসভার এলাকাধীন, মৌজা- বন্দীপুর গ্রামে, জে.এল. নং- ১৭ -এর অন্তর্গত আর.এস. ১৪৩৩ তথা এল.আর. ৫২৩ নং খতিয়ানভুক্ত আর.এস. ও এল.আর. ৪৪১ নং দাগে 'এ' লটভুক্ত ১ কাঠা ২ ছটাক ৩৩ বর্গফুট জমি ও কমন ব্যবহারিক স্বত্বাদি দরুন ৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট জমি মায় জমিস্থিত গৃহাদি প্রাপ্ত হয়। এবং উক্ত তিনকড়ি দত্ত বিগত ইং ২২/০৪/১৯৯১ তারিখে বারাকপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে ২৬৫২ নং রেঃকৃত সাফ বিক্রয় কোবালা মূলে বিশ্বনাথ প্রসাদ সা -এর পক্ষে আমমোক্তার শ্রী মিন্টু কুমার ধর, পিতা- মৃত চিন্তু রঞ্জন ধর -এর নিকট হইতে উপরোক্ত দাগ ও খতিয়ানে ৩ কাঠা জমি প্রাপ্ত হয়েন। বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি সোদপুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিবেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সোদপুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করতে পারিবেন। সন্তোষী সেন আইনজীবী,বারাকপুর কোর্ট (M) 8910273851

বিজ্ঞপ্তি

ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
জেলা উত্তর ২৪ পরগনা
মিস কেস নং-১৫৮ -/২০২৪ (সাকসেশন)

দরখাস্তকারিণী গণ:১) **কুমারী অঙ্কিতা দত্ত**, পিতা- স্বর্গীয় সুদীপ দত্ত মাতা- স্বর্গীয় ডোনা দত্ত সাং-কেয়ার অফ ভাস্কর ঘোষ রায়, ওয়েস্ট মানিকতলা, পোষ্ট -ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। পিন-৭৪৩১৪৪ ২)**শ্রীমতী গীতা দত্ত**, স্বামী - স্বর্গীয় সুধীর দত্ত, সাং- ওয়েস্ট মানিকতলা, ইছাপুর, পোষ্ট - ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন:-৭৪৩১৪৪. এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে,উক্ত দরখাস্তকারী গণ মৃত সুদীপ দত্ত, পিতা- স্বর্গীয় সুধীর দত্ত, মাতা- শ্রীমতী গীতা দত্ত, সাং হাউস নং- ৪/১, গোরুই, মধ্যপাড়া, রবীন্দ্রনগর, পোষ্ট - দমদম, থানা-দমদম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০০৬৫, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা ত্যক্ত ও গচ্ছিত টাকার সাকশেসন পাবার জন্য অত্রাদালতে উক্ত নং মামলা রুজু করেছেন। এতে কারও কোন আপত্তি থাকলে স্বয়ং অথবা উকিলবাবু মারফৎ অত্রাদালতে উপস্থিত হয়ে আপত্তি জানাবেন, নতুবা আইনানলে আসবে। তপশীল নামওঠিকানা রাইফেল ফ্যাক্টরী ইছাপুর, পোস্ট-ইছাপুর, নবাবগঞ্জ, থানা - নোয়াপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১৪৪. ডেটস ১) ক্যাপিটাল ডি সি আর জি টাকার পরিমান (+) ২৪,০০,৯০০ টাকা (চব্বিশ লক্ষ নয় শত টাকা) ২)সি জি ই জি আই এস সেভিংস ফান্ড (+) ২৫, ৭৮২ টাকা (পঁচিশ হাজার সাত শত বিরাশি টাকা) ৩)সি জি ই জি আই এস ইনস্যুরেন্স মানি (+) ৬০,০০০/- (ষাট হাজার টাকা) ৪) লিভ স্যালারি (+)৬, ৮১, ০১০ টাকা (ছয় লক্ষ একাশি হাজার দশ টাকা) ৫) জি পি এফ ফাইনাল সেটল মেন্ট (+)৭১, ২৫০ টাকা (একাত্তর হাজার দুই পঞ্চাশ টাকা) ৬)জি পি এফ (ডি এল আই) অ্যাস ডেথ কাম রিটায়ার মেন্টাল বেনিফিট (+)৬০, ০০০/- (ষাট হাজার টাকা) ৭) লাইবিলিটি টু বি ডিটাকটেড (-)২,৬২৬/- (দুই হাজার ছয় শত ছাব্বিশ টাকা)
মোট টাকার পরিমান ৩২, ৯৬,৩২৬ টাকা বত্রিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার তিন শত ছাব্বিশ টাকা)
Quazi Md Imtaz Ali (Sheristadar)

১. আমার আমার মক্কেল **আলোক বিশ্বাস** বিগত ইংরেজি ২৯/০৪/২০১১ তারিখে ডি.এস.আর - ২ অফিসে ৫১৯৮/১১ নং দলিল মূলে মৌজা হরিহরপুর জে.এল ৪০, এল.আর দাগ নং ৯৩, খতিয়ান নং- ৬৭৭, ১৪৭৮, ২২০১/১, ১৭৮, কমবেশি ২ কাঠা জমিজমা খরিদ করেন। যাহাতে এ.ডি.এস.আর বারাসাত অফিসের ৩৬৬/২০০৯ নং পাওয়ারের উল্লেখ রহিয়াছে। ২. আমার মক্কেল **প্রশান্ত সরকার** ও **তপন কুমার সরকার**, বারাসাত ডি.এস.আর-২অফিসে ১২৩৭৪/২০১২, ৬৫২৯/২০০৩, ৬৫৩৩/২০০৩ নং দলিলমূলে মৌজা বালুড়িয়া, জে.এল নং -৩৭, ১৩৪, ১৪৬, ১৫৮, ১৬২, ১৯২, ৪২৩, ৫৫১, ৬৭০, ৮৯৩, ৯৬৪, ১২৩৪, নং খতিয়ানভুক্ত, ৭৬৬ নং দাগে একযোগে ৫.৭৭৫ শতক জমিজমা ক্রয় করিয়াছে। যাহা ডি.এস.আর-২ অফিসে ৬০০/২০০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা খরিদ করিয়া নামপত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বারাসাত-১ **বি.এল.আরও** অফিসে যোগাযোগ করুন। **S.ROY, ADVOCATE**

মোকাম হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত — সাকসেশান কেস নং-৯ অফ ২০২৬
শম্পা হালদার ও দীগর........ দরখাস্তকারীগন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, শম্পা হালদার ও সৌমেন হালদার, উভয়ের পিতা ৺ সুধাংশু কুমার হালদার সাং- বালিটিকুরী মহাবীর গলি, পোঃ- বালিটিকুরী, থানা- দাশনগর, জেলা- হাওড়া- ৭১১১১৩ দরখাস্তকারীগন হিসাবে গত ১৯.১১.২০২৩ তারিখে মৃত বেলা হালদার, স্বামী ৺ সুধাংশু কুমার হালদার, সাং- বালিটিকুরী মহাবীর গলি, পোঃ- বালিটিকুরী, থানা- দাশনগর, জেলা-হাওড়া- ৭১১১১৩ ও গত ১৮.০৪.২০২৩ তারিখে মৃত সুধাংশু কুমার হালদার, পিতা ৺ দ্বিজেন্দ্র কুমার হালদার, সাং- বালিটিকুরী মহাবীর গলি, পোঃ- বালিটিকুরী, থানা- দাশনগর, জেলা- হাওড়া- ৭১১১১৩ নিম্নলিখিত তপশীলে বর্ণিত এ্যাকাউন্ট আমানত সংক্রান্ত সাকসেশান সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইবার জন্য উপরিউক্ত মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অদ্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন আমলে আসিবে। **তপশীল বেলা হালদার ও সুধাংশু কুমার হালদারের এ্যাকাউন্ট সমূহ**

ব্যাঙ্কের নাম/পোষ্ট অফিসের নাম	এ্যাকাউন্ট নং	মূল্য
১) ইউনিভার্সাল ব্যাঙ্কিং (বালিটিকুরী পোষ্ট অফিস)সলিউসান ফ্রম ইনফোসিস (ফিনাকেল)	৯১৬০৩৮১২৪৪	১,০২,১৪০.৪৫/-
২) পোষ্ট অফিস সেভিংস এ্যাকাউন্ট(বালিটিকুরী পোষ্ট অফিস)	৯১৬০৩৮২০৬৯	৮৬২.৬৫/-
(এক লক্ষ তিন হাজার তিন টাকা এবং দশ পয়সা)		মোট ১,০৩,০০৩.১০/-

অনুমত্যানুসারে উত্তম কুমার মজুমদার সেরেস্তাদার ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,হাওড়া

বিজ্ঞপ্তি

● জেলাঃ ২৪ পরগনা (দঃ) মোকাম আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ (প্রোবেট) কেস নং ৪৫৪/২০২৫
১) শ্রীমতী আত্রেয়ী বাসু, পিতা ৺ডাঃ বিমলেশ বাসু, নিবাস ফ্ল্যাট নং ডি৫, ৫২/ডি, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণী (বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড), পোস্ট অফিস ও থানাঃ বালিগঞ্জ, কলকাতা-১৯।
...দরখাস্তকারীগণ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ উপরোক্ত আদালতে মৃতা রাধারাণী বাসু, স্বামী ৺ডাঃ বিমলেশ বাসু, ফ্ল্যাট নং: ডি৫, ৫২/ডি, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণী (বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড), পোস্ট অফিস ও থানাঃ বালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৯, উনার ১৯/৩/২০২৩ তারিখ সম্পাদিত শেষ উইলের প্রোবেট লইবার জন্য উপরোক্ত কেস রুজু করিয়াছেন, এই ব্যাপারে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত কেসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন অন্যথায় কেসটি একতরফা শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে। অনুমত্যানুসারে সুশান্ত সাহা সেরেস্তাদার District Judge's Court Alipore, South 24 Pgs. 27.08.2026

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল কমল নস্কর, সাং ও ডাকঘরঃ নগেনাবাদ, থানাঃ মৈপীঠ কোষ্টাল, জেলা- দঃ২৪ পরগনা, বিগত ইংরাজী ২১/১২/২০২১ তারিখে সোনারপুর ব্লকের কোদালিয়া মৌজার L.R- ১১১৯ নং খতিয়ানে ২৪৬৪ দাগের ১ কাঠা ১৪ ছটাক জমি ১৬০৮০৮১৩৫/২০২১ নং দলিলমূলে নিযুক্ত আমমোক্তার (দলিল নং ঐট-১৬০৮০০৩৩৩/২০১৬) শ্রী গৌতম দাস-এর নিকট হইতে ক্রয় করেন পূর্ববর্তী বা ধারাবাহিক দলিলের আমমোক্তার ভুবন চক্রবর্তী, পাওয়ার দলিল নং- ঐট-১৬০৮০০৪২১/২০০৪। উক্ত জমি নিয়ে কাহারো যদি কোনোরূপ আপত্তি থাকে এক সপ্তাহ মধ্যে স্থানীয় B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। উন্মেষ দাস (উকিলবাবু) বারুইপুর সিভিল কোর্ট, কোলকাতা- ৭০০১৪৪

● এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল Kaberi Roy, D/O. Debashish Roy, সাং হরিপদ মুখার্জ্জী রোড, বৌবাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা নদীয়া, গত ইংরাজী ২১.০১.২০১০ তারিখে শুভঙ্কর দাস-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পর সে Kaberi Das Roy নামে পরিচিত হয়, যাহা তাহার ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ও আধার কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। গত ইংরাজী ১০.০৭.২০২৬ তারিখে তাহার বিবাহবিচ্ছেদ হইয়া যায় এবং সে ইংরাজী ২৯.০৮.২০২৬ তারিখের আলিপুর, কোলকাতার প্রথম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ৩০২৪২ নং এফিডেভিটবলে পুনরায় Kaberi Roy নামে পরিচিত হয় এবং এখন হইতে সে Kaberi Roy নামে সর্বত্র পরিচিত হইল। Kaberi Roy এবং Kaberi Das Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে। প্রণয় চৌধুরী, এ্যাডভোকেট, কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।

● এতদ্বারা সর্বসাধারনের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল উপদেশ বল্লভ, পিতা ডাঃ কে. বি. সিং, সাং ফ্ল্যাট নং ৯০৭, ব্লক ৬, সাউথ উইন্ডস, থানা সোনারপুর, কোলকাতা-৭০০ ১৪৮, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডভুক্ত, জে. এল নং ৫৭, মৌজা লস্করপুর, আর এস দাগ নং ১১০৪, আর এস খতিয়ান নং ৩৯৮, কমবেশী ১০১৯ স্কোয়ার ফিট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া, সেকেন্ড ফ্লোর, যাহার হোল্ডিং নং ৪০৯, (ফিলমেল ইনক্লেভ) ফ্ল্যাট নং ২এ, লস্করপুর পূর্বপাড়া, কোলকাতা- ৭০০ ১৫৩, বর্তমানে হোল্ডিং নং ১৩০৬ পূর্বপাড়া ক্রয় করেন, যাহা এ.ডি.এস.আর সোনারপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ২৬, পাতা ৬১৫০-৬১৭৮, ১১৫০৯/২০১৩ অরিজিন্যাল দলিলটি হারিয়ে গেছে। উক্ত দলিল খানি নিখোঁজ হওয়ায় আমার মক্কেল নরেন্দ্রপুর থানায় ২৭/৮/২০২৬ তারিখে জেনারেল ডায়েরী করেন, যাহার জি.ডি নং ২৬৪৩। উক্ত ফ্ল্যাটের অরিনিজিন্যাল দলিলটি কোন সহৃদয় ব্যক্তি পাইয়া থাকেন নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিবেন। অনুপম সোম এ্যাডভোকেট কোলকাতা হাইকোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশান নং ৫ কোলকাতা- ৭০০ ০০১ মোঃ- ৯২৩৯২২৭৫৩২

● জেলা দঃ ২৪ পরগনা। মোকাম আলিপুরের ৬ম সিভিল জজ (জু.ডি.) আদালত
টাইটেল স্যুট নং ১৯৩২/২০২২ শ্রী সুধীর চন্দ্র নস্কর ...বাদী
বনাম
শ্রী বিজন কুমার চন্দ এবং অন্যান্য ...বিবাদীগণ

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র বাদী, বিবাদীগণের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ডিক্লারেশান এবং ইনজাংশনের মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহাতে ৪ নং বিবাদী ফেসকো ফাউন্ডেশন সিটি এবং ৫ নং বিবাদী পাম সিটি, উভয়ের সাং ১ই, ডায়মন্ড হারবার রোড, ৩এ বাস স্ট্যান্ড এর সন্নিকটে, থানা- ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা ৭০০ ১০৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিবাসী বিবাদী নং ৪ ও ৫ নং হিসাবে নথি ভুক্ত হইয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় উপরিউক্ত বিবাদী নং ৪ ও ৫-এর হাজির না হওয়ার কারণে, অত্র বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে স্বশরীরে বা নিযুক্ত উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় উক্ত সময়ের পর কাহারও কোনরূপ অভিযোগ/আপত্তি আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। অনুমত্যানুসারে নির্ঝর পাল সেরেস্তাদার আলিপুর ৬নং সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিসন) আদালত 20/7/26

বিজ্ঞপ্তি

● আমার মক্কেল রাফাত পারভীন, মৌজা- হাতিয়াড়া, জে.এল. ১৪, এল.আর খতিয়ান নং ৪৯৮৬, এল.আর দাগ নং ১৬০৫-তে ৩.৩০ শতক জমি ১৯০২১০৪৮৪/২৫ নং বিক্রয় দলিলের DSR II, বারাসাত রেজিষ্ট্রিকৃত ৯৯৩/১২ নং আমমোক্তার দলিল (দাতা - ভবতোষ সাহা, কুমারী পুষ্প সাহা এবং গ্রহীতা বুলবুল সাহা) দ্বারা ক্রয় করে নিজ নাম পত্তনের জন্য রাজারহাট, B.L & L.R.O-য় আবেদন করেছেন; কারোও আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। Sd/- A. Sazzad Mondal (Adv.)

● আমার মক্কেল ধীরাজ শর্মা, পিতা শংকর শর্মা, মৌজা করিমপুর, JLনং- 91, LRদাগ-138, পাওয়ার দলিল নং- 14553/2022, গ্রহীতা ভূষণকুমার মিশ্র মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন, কারো আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে বিষ্ণুপুর BL&LRO অফিস যোগাযোগ করুন। RAJ DEY Advocate

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুরেন্দ্রনাথ চন্দের পুত্র শুভাশিস চন্দের নির্দেশানুসারে, আমি এই নোটিস প্রকাশ করছি যে, ১ (এক) টি মূল দলিল (বাংলা বন্টননামা) হারিয়ে গেছে, যার দলিল নং ৩৮০৭, বুক নং ০১, ভল্যুম নং ৬২, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮, বছর ১৯৯৩, এডিএসআর হাবরা-র সমক্ষে নিবন্ধিত, এবং সেই কারণে একটি জিডিই দায়ের করা হয়েছে যার জিডিই নং ৪৫/২৬ (রাজারহাট থানা), যদি কেউ এটি পান তবে অনুগ্রহ করে ৭০০১৫৫৬৭৪৪/ ৯৬৮১১১১০০৫ নম্বরে যোগাযোগ করবেন। তারিখ- ০৩.০৯.২০২৬, সর্বজিৎ দত্ত, অ্যাডভোকেট, চেম্বার: ভগবতী কুঞ্জ, পোঃঅঃ এবং থানা- রাজারহাট, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর) মোবাইল:- ৯৬৮১১১১০০৫

In the Court of Learned 2nd Additional District Judge at Howrah

NOTICE
Probate Suit No-09/12
Arising out of Probate Case No-209/11

In the matter of: Sri Bholanath Chowdhury, son of Late Jagat Bandhu Chowdhury by faith Hindu by occupation business, residing at 11, Chowdhury Para Lane, P.O: -Santragachi, P.S. Shibpur, District Howrah. 711104, ...Plaintiff **Vs** Smt Sumati Bagchi, wife of Sri Asim Kumar Bagchi residing at 2, Raja Ramamohan Roy Sarani PO & PS-Serampore, District Hooghly PIN 712203. ...Respondent. In the matter of: An application under section 276 of Indian Succession Act 1925 for obtaining probate on the last will and testament dated 22/03/2011 of Late Mayarani Choudhury wife of Late Jagat Bandhu Chowdhury resident of 11, Chowdhury Para Lane, PO: Santragachi, P.S.-Shibpur, District-Howrah 711104. This is being notified to all that one Bholanath Chaudhary has applied for grant of probate being probate suit number 09/2012 and Probate Case No-209/11 in respect of assets and liabilities more fully described with the schedule here under left to the petitioner by late Mayarani Chowdhury by her last will and testament executed on 22nd March 2011 corresponding to 7 chaitra 1417 BS amounting to ₹25,00,000/- the above mentioned code. If any body has any objection regarding the grant of the said probate certificate in favour of Bholanath Chowdhury then he / she file objection before the 2nd Learned ADJ within 30 days of the publication of this notice either himself or through Ld Advocate failing, which the hearing will take ex parte

SCHEDULE 'A' - (Immovable property)
All that piece and parcel of Bastu land measuring about together with structure standing there upon comprised within Municipal holding No. 27, Chowdhury Para Lane, Shibpur, District Howrah. (The approximate value of Rs. 20,00,000.00)

SCHEDULE 'B' - (Moveable property)
All That public carriage bus bearing registration WBU 1280 and its permit The approximate Value of Rs. 5,00,000)

SCHEDULE 'C'- (Liabilities)
Shradh and funeral expenses of the said deceased Rs 20,000/-
Sampa Roy Serestadar Group-A District Judge's Court Howrah (W.B)

নাম/পদবি পরিবর্তন

● আমি Chaina Ray, W/o Baidyanath Ray ওরফে Pulti Bai, W/o Badrinath, গ্রাম হাবড়া মনসা পাড়া, পোঃ+ থানা হাবড়া, জেলা উঃ 24 পঃ। গত 31/8/2026 বারাসাত ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং 15143) বলে Chayna Ray W/o Baidyanath Ray হলাম। বর্তমানে Chaina Ray, W/o Baidyanath Ray, Pulti Bai, W/o Badrinath এবং Chayna Ray W/o Baidyanath Ray একই ব্যক্তি।

● I, Sakina Khatun, declare that my correct name is Sakina Khatun and my mother's correct name is Mofat Jilla Bibi. Birth Certificate Regn. No. 4575 wrongly records our names as Mst. Sakina Khatun and Mofarjila Begam respectively. Both names refer to the same persons.

● আমি শ্রী পঙ্কজ মন্ডল, পিতা কার্তিক মন্ডল, ঠিকানা রিয়া গীতাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং. G, 3rd Floor, ব্লক নং. 06, ঘিদাহ আবাসন, P.O. নীলগঞ্জ বাজার, P.S. মোহনপুর, Dist.- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১২১। আমার একমাত্র কন্যার birth certificate এ আমার স্ত্রীয়ের নাম ভুলবশত অপর্ণা বিশ্বাস (মন্ডল) করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার সঠিক নাম অপর্ণা মন্ডল। ব্যারাকপুর কোর্টের এফিডেভিট নং 235 dt. 28.7.2026 বলে অপর্ণা বিশ্বাস (মন্ডল) ও অপর্ণা মন্ডল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিতি হইলো।

● I, SEEMA DEY, W/o. Raju Kumar Sarkar, residing at Flat No. 4D, Sonar Bangla Apartment, Santoshpur, P.S.- Rabindra Nagar, Maheshtala (M), South 24 Pgs.- 700066, hereby solemnly declare that both the "SEEMA DEY" and "SEEMA SARKAR" is the same and one identical person only, before the court of the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at Kolkata. That henceforth I shall be known my name as SEEMA DEY.

নাম/পদবি পরিবর্তন

● আমি RAMYANI GHOSH, W/O SUDIPTA GHOSH, ড্রাইভিং লাইসেন্সে (No. WB012007554328),আমার নাম পরিবর্তনের জন্য গত ইং 29/08/2026 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস আলিপুর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে (No.-76702), RAMYANI GHOSH ও RAMYANI MUKHERJEE এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● I, Fozia Shahid, Fozia Begum, w/o Shahid Shafiq residing at P 39, Princep Street, Kolkata -700072, have changed my name and shall henceforth be known as FAUZIA SHAHID. And my date of birth is incorrectly mentioned in Aadhaar and Pan card as 02/10/1964, instead of correct birth date as mentioned in birth certificate and passport as 04/12/1964 as declared before Judicial Magistrate Court Kolkata vide affidavit no. 1539 dated 27th August 2026. Fozia Shahid, Fozia Begum and Fauzia Shahid are same and identical person.

● আমি JOYDEB SARDAR, S/o.- Jhoro Sardar, সাং- Bhatenda, Badamtala, P.O. & P.S.- Rajarhata, District- North 24 Parganas, Kolkata- 700135। আমারি ভোটার কার্ডে নাম আছে SARDAR JOYDEB, S/o.- Jhoro। আমারি প্রাইমারি স্কুল সার্টিফিকেটে নাম আছে JOYDEV SARDAR, S/o Jhoro Sardar, গত ইংরাজী- ২৪/০৮/২০২৬ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট নং ১৫০২১ বলে JOYDEB SARDAR, S/o.- Jhoro Sardar, SARDAR JOYDEB, S/o.- Jhoro, JOYDEV SARDAR, S/o.- Jhoro Sardar, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি, FATEMA BIBI @ FATEMA KHATUN, W/o- MD RABIUL HOSSAIN, D/o- ABUJAFAR SANPUI, ঠিকানা- গ্রাম-শাসন উত্তরপাড়া, পোঃ- শাসন, থানা- শাসন, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন-743423, আমার প্যান কার্ডে নাম আছে FATEMA BIBI, D/o- MOHD ABU JAFAR, মাধ্যমিকের শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্রে নাম আছে FATEMA KHATUN, D/o- MD ABU JAFAR, গত 06.08.2026 চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-19100) বলে আমার সঠিক নাম FATEMA BIBI, D/o- ABUJAFAR SANPUI হয়েছি। আমি, FATEMA BIBI, FATEMA KHATUN ও আমার বাবা ABUJAFAR SANPUI ও MD ABUJAFAR ও MOHD ABU JAFAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি, MD RABIUL HOSSAIN, S/o- HAZER ALI, ঠিকানা- গ্রাম- শাসন, উত্তরপাড়া, পোঃ+থানা- শাসন, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, পিন-743423, আমার W.B.B.S.E মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্রে নাম আছে MD RABIUL HOSSAIN, S/o- MD HAZER ALI, গত 06.08.2026 চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-19113) বলে আমার সঠিক নাম MD RABIUL HOSSAIN, S/o- HAZER ALI হয়েছি। MD RABIUL HOSSAIN, S/o- HAZER ALI ও MD RABIUL HOSSAIN, S/o- MD HAZER ALI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● 2002 সালের ভোটার লিস্টে বসিরহাট বিধানসভা 95, SL No- 44, পার্ট নং-8, আমার নাম আছে ABUJAFAR MOCHLEM, S/o- SANPUI MOCHLEM, আমার প্যান কার্ডে নাম আছে ABUJAFAR SANPUI, S/o- MOHAMMAD MOSLEM MONDAL, আধার কার্ডে নাম আছে ABUJAFAR SANPUI, S/o- MD MOSLEM MONDAL, গত 21.04.2026 চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-11924) বলে আমার সঠিক নাম ABUJAFAR SANPUI, S/o- LATE MOCHLEM SANPUI হয়েছি। ABUJAFAR SANPUI, S/o- LATE MOCHLEM SANPUI, ABUJAFAR SANPUI, S/o- MOHAMMAD MOSLEM MONDAL ও ABUJAFAR SANPUI, S/o- MD MOSLEM MONDAL ও ABUJAFAR MOCHLEM, S/o- SANPUI MOCHLEM এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সঞ্চিতা সাহু স্বামী সপ্তর্ষি চৌধুরী ঠিকানা-সোনামুখী,ঝুলি,খড়্গপুর ০১/০৯/২০২৬ তারিখে খড়্গপুর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এ ১১২৩২ নং এফিডেভিট বলে সঞ্চিতা সাহু ,সঞ্চিতা সাহু চৌধুরী এবং সঞ্চিতা চৌধুরী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম. এখন থেকে আমি সঞ্চিতা চৌধুরী নামে পরিচিত হব।

● আমি Menoka Sardar ওরফে Manoka Mondal পিতা Lt. Sannyashi Sardar গ্রাম+পোঃ তরণীপুর, থানা স্বরূপনগর, জেলা উঃ 24 পঃ। গত 19/8/2026 বারাসাত ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (নং 20244) বলে Menaka Sardar হলাম। বর্তমানে Menoka Sardar, Manoka Mondal এবং Menaka Sardar একই ব্যক্তি।

নাম/পদবি পরিবর্তন

● আমি KRIPASINDHU PRAMANIK, S/O BAN KUMAR PRAMANIK, ভুলবশত আমার কন্যার আধার কার্ডে RAY PRAMANIK রেকর্ড আছে, গত ০৫/১১/২০২৪ তারিখে বসিরহাট 1ST CLASS জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিটে আমার কন্যা RAI PRAMANIK নামে পরিচিত হইল। RAY PRAMANIK ও RAI PRAMANIK উভয় একই ব্যক্তি।

● আমি সায়ন্তি দত্ত, স্বামী শ্রী অনির্বাণ কুমার দত্ত, ১৩৯/৮, ননী গোপাল রায় চৌধুরী এভিনিউ, এন্টালি, কলকাতা- ৭০০০১৪, এ মর্মে জানাচ্ছি যে, গত ২৫/৮/২০২৬ তারিখে হাওড়া সদর কোর্টে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা এফিডেভিট নম্বর 26AC 195186 বলে আমি আমার বিবাহের পূর্বের নাম সায়ন্তি সেন থেকে সায়ন্তি দত্ত হইলাম।

● আমি টিঙ্কু দাস, স্বামী-কালিদাস দাস, আমার পিতার নাম হরেন সাহা ছিল ঠিকানা ১/এইচ/৪৬ সর্ব্বা খান রোড কলিকাতা-৩৭ পাইকপাড়া, বেলগাছিয়া তারিখ-03/09/2026 শিয়ালদহ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে আমার পিতা হরেকৃষ্ণ সাহা হইলেন। হরেন সাহা এবং হরেকৃষ্ণ সাহা একই ব্যক্তি। এফিডেভিট নং-18823

● আমি SOVA BARUI W/o-LATE BRAJEN BARUI ঠিকানা:-দ্বিজহরি দাস নগর পোঃ-ন-পাড়া, থানা-বারাসাত জেলা-উঃ ২৪ পঃ পঃবঃ পিন-700125, আমার ভোটার, আধার, প্যান কার্ডে নাম আছে SOVA BARUI, আমার স্বামী BRAJEN BARUI এর BANK OF BARODA, বারাসাত শাখায় A/c No- 27408100011661 NOMINEE নাম আছে SOVA BARUI আমার স্বামীর BANK OF BARODA A/c-এ আমার নাম আছে SOMA BARUI গত 24.7.2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (ফার্স্ট ক্লাস) বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট (নং-12905) বলে আমার নাম SOVA BARUI হয়েছি। SOVA BARUI ও SOMA BARUI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। আমার স্বামীর ব্যাঙ্ক পাশ বুক (AS A NOMINEE) SOVA BARUI W/o- LATE BRAJEN BARUI আছে।

● আমি KALYANI JHA ঘোষণা করিতেছি যে, বিবাহ পূর্বে আমার নাম ছিল KALYANI JHA, D/O Harish Chandra Jha এবং ডাকনাম ছিল হল KUMKUM DEVI, D/O Harish Chandra Jha, বিবাহের পর আমি KALYANI JHA, W/O Anil Kumar Jha alias Kumkum Devi, W/O Anil Kumar Jha নামে পরিচিত পরিচিত হইলাম। 11/08/2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st ক্লাস ব্যারাকপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে KALYANI JHA alias KUMKUM DEVI, D/O Harish Chandra Jha এবং KALYAN JHA alias KUMKUM DEVI, W/O Anil Kumar Jha এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

● আমি ABU HOSSAIN MALLICK, S/O- LATE DAUD MALLIK, আমার নাম আমার আধারকার্ডে (247001364314) ভুলবশত ABU HOSEN MALLIK এবং ভোটার কার্ডে (WB/15/103/159954) ভুলবশত MALLIK ABUHOSEN হওয়ার জন্য গত ইং 05/09/2026 তারিখে বারুইপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে (No.- 87) ABU HOSSAIN MALLICK, ABU HOSEN MALLIK ও MALLIK ABUHOSEN এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি ASADUL MOLLA, পিতা- ABDUL BARIK MOLLA, গ্রাম- শঙ্করপুর, পোঃ + থানা-হাড়োয়া, জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, পঃ বঃ -743425। গত 13-08-2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) বসিরহাট কোর্টের এফিডেভিট (No- 20144) বলে আমি ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্র MD SAHIL MOLLA-এর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সহ সমস্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রে ভুলবশত আমার নাম আছে ASHADUL MOLLA, যা হওয়া উচিত ASADUL MOLLA। আজ থেকে আমি ASADUL MOLLA এবং আমি ASHADUL MOLLA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

● আমি AMIR AHAMED, পিতা-EJAHAR MANDAL, গ্রাম -বাসাবাটী, পোঃ -খাসবালান্ডা, থানা- হাড়োয়া, জেলা -উঃ ২৪ পরগনা, পঃ বঃ -743425। গত 28-08-2026 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (1st Class) বসিরহাট কোর্টের এফিডেভিট (No- 21537) বলে আমি AMIR AHAMED, পিতা-EJAHAR MANDAL, আমি AMIR ALI KHAN, পিতা-EZAHAR ALI MOLLAH এবং আমি AMIR ALI KHAN, পিতা-EGHAGER ALI KHAN-এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম।

Change Of Name

I, SUBHASREE ROY, W/o Rudrasekhar Paul, residing at 211, Raipur Road, P.O Naktala,P.S Netaji Nagar, Kolkata-700047,West Bengal, India, and presently residing at 'NIVRITI APARTMENT', Flat No.2A, 2nd Floor, 1337, Survey Park, Sammilani Park, Post Office- Santoshpur, Police Station- Survey Park, Kolkata-700075, hereby declare that SUBHASREE PAUL and SUBHASREE ROY both are same and identical person and henceforth I shall be known as SUBHASREE ROY in all purpose, by virtue of an Affidavit vide No. 77355 dated 01/09/2026 sworn by me before the First Class Judicial Magistrate at Alipore.

নাম/পদবি পরিবর্তন

● আমি শ্রীমতি PAMPA PARAMANIK, স্বামী- শ্রী SUBAL PARAMANIK, সাং- বিদ্যাধরপুর, কালিপদস্মৃতি সংঘক্লাব, শ্যামনগর, ভাটপাড়া (এম),পোষ্ট- বিদ্যাধরপুর ,থানা- জগদ্দল, পিন- ৭৪৩১২৭,জেলা- উত্তর২৪পরগনা, আমার জন্মপ্রমাণপত্রে মাতার নাম ভুলবশত SWAPNA BISWAS রেকর্ডহয়ে গেছে। গত ২০/০৭/২০২৬তারিখে ব্যারাকপুরকোর্টের 1StClass জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিটকরে IRA BISWAS হইলাম, IRA BISWAS এবং SWAPNA BISWAS উভয় একই ব্যক্তি, এস.এল.নং-২৫

নাম/পদবি পরিবর্তন

● I, Sadhan Haldar, S/o Subodh Haldar, Beliatore, Barjora, Bankura, W.B,722203, have changed my daughter name from Siya Haldar to Shriya Haldar for all future purposes.

● I, SMT. SHIBANI DAS, residing at Bipin Pal Road, Shyamaprasad Nagar, P.O. & P.S. Nimta, Kolkata-700049, beclare vide affidavit sl. no. 20050, dt. 18.08.26, sworn before THE COURT OF LD. JUDICIAL MAGISTRATE, 1ST CLASS.AT BARASAT, that "SHIBANI ROY" and "SHIBANI DAS" is the same and one identical person in the eye of Law.

আজকাল
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

ঘাটাল
চলন্তিকা বিজ্ঞাপন এজেন্সি
প্রযত্নে শক্তি কর্মকার
(রেজেস্ট্রি অফিস চক)
95642-22557

বর্ধমান
কাটোয়া
জি সি স্পোর্টস
ও এন চ্যাটার্জি, অধ্যয়ন
কে ভি আই প্রবেশপথ
ডাকবাংলো মোড়

দুর্গাপুর
সংসার
প্রযত্নে কৃষ্ণেন্দু বণিক
বেনাচিতি, বর্ধমান 94747-86143

বর্ধমান
গীতা ঘোষ
রসুলপুর দলুই বাজার
বর্ধমান- ৭১৩১৫১
M- 94343-12034

মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
ব্রজগোপাল দাস
৮১/২০, ওল্ড পুলিস লাইন রোড
গোরাবাজার, বহরমপুর
9093028491

আজকাল
শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
"বিজ্ঞাপনী"
এস এম এন্টারপ্রাইজ
ফ্যান্সি মার্কেট,
লায়ন্স ক্লাবের পাশে
রুম নং-৭, বর্ধমান-১
দূরভাষ: 9434474356
9232462019
সময় : সকাল ১০ হতে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট (রবিবার বন্ধ)

পলতা, উঃ ২৪ পঃ
দাস ফার্নিচার
সেবাগ্রাম, পলতা
প্রযত্নে: সঙ্গীতা
ফোন: 9433350925

সুমিতা ব্লাউজ স্পেশালিস্ট
৪, রাজেন্দ্র বাগ রোড
শ্রীরামপুর, হুগলি
PIN- ৭১২২০১,
ফোন: 98307-23466

অমিতাভ বিশ্বাস,
রাজ টেলিকম
করিমপুর কলেজ রোড,
পোস্ট - করিমপুর, জেলা- নদীয়া ,
পিন— ৭৪১১৫২,
M- 9093688530, 9434420686

DHATRE

ধাত্রে উদ্যোগ লিমিটেড

(পূর্বে নারায়ণী স্টিলস লিমিটেড নামে পরিচিত)
সিআইএন: L24319WB1996PLC082021
রেজি. অফিস: - এরগো টাওয়ার, প্লট নং- এ১ -৪, ব্লক ইপি এবং জিপি, ইউনিট নং- ১৪০৬, ১৫ তলা, বিধান নগর, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০০৯১
ওয়েবসাইট: www.dhatre.com, ইমেল: info@dhatre.com, ফোন: ০৩৩ ৪৮০৪০৫৯২

ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজুয়াল উপায়ের ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কোম্পানির (৩১তম) বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, ধাত্রে উদ্যোগ লিমিটেড ('কোম্পানি') (পূর্বে নারায়ণী স্টিলস লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর শেয়ারহোল্ডারদের (৩১তম) বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') আগামী শনিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে দুপুর ০১.০০ টায় (ভা স) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপায়ের ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী ('আইন') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর প্রযোজ্য বিধানসমূহের সাথে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') কর্তৃক জারি করা এই সম্পর্কিত সমস্ত প্রযোজ্য সার্কুলারগুলির সম্মতিতে কোম্পানির ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য অনুষ্ঠিত হবে।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত সদস্যদের আইনের ধারা ১০৩-এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ধরা হবে। এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলারগুলি মেনে, ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন শুধুমাত্র সেই সমস্ত সদস্যদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট/কোম্পানির কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ডিপি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস ('ডিপি')-এর কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যদের ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সকল প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ('সিডিএসএল')-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। উপরন্তু, কোম্পানি সিডিএসএল-এর মাধ্যমে সেই সমস্ত সদস্যদের এজিএম (ই-ভোটিং) চলাকালীন ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করছে যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি।

(i) ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন / আপডেট করার পদ্ধতি, (ii) বাস্তবিক ফর্মে শেয়ার ধারণকারী বা যারা কোম্পানির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এমন সদস্য সহ অন্যান্য সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি; এবং (iii) ভিসি / ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে যা যথাসময়ে ইমেল করা হবে।

সদস্যদের ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে (যা বৈদ্যুতিনভাবে পাঠানো হচ্ছে) নির্ধারিত সমস্ত দ্রষ্টব্যগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, বিশেষ করে এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে বা এজিএম-এ ই-ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে। ৩১তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dhatre.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, অর্থাৎ বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও উপলব্ধ করা হবে।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
ধাত্রে উদ্যোগ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
তারিখ: ০২.০৯.২০২৬ — যামিনী শুক্লা
স্থান: কলকাতা — কোম্পানি সেক্রেটারি

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

লেক মার্কেট শাখা
৪১/সি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ,
কলকাতা-৭০০০২৬, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট-IV দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(১) অধীনে]

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, লেক মার্কেট শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ১৮.০৫.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **১৮.০৫.২০২৬-এর ভিত্তিতে ₹১৬,১৮,৩৫৩.৪৬ (ষোল লক্ষ আঠারো হাজার তিনশো তিপান্ন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি** পরিশোধের জন্য **ঋণগ্রহীতা মিঃ শিবনারায়ণ গুপ্তা ও মিসেস ইন্দু গুপ্তা, ৮৫, বীরেন রায় রোড,** পূর্ব মণ্ডলপাড়া, পূর্ব বড়িশা, ১২১, ঠাকুরপুকুর সাউথ ২৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০০৮-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত [অ্যাক্ট]-এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩১ আগস্ট, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **১৮.০৫.২০২৬-এর ভিত্তিতে ₹১৬,১৮,৩৫৩.৪৬ (ষোল লক্ষ আঠারো হাজার তিনশো তিপান্ন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**-র প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

'অঙ্কুর গ্যালাক্সি-৪' নামে সাধারণভাবে পরিচিত একটি জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের যৌথ এলাকা ও সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত তিনতলা বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে (উত্তর-পশ্চিম অংশে) সামান্য কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নং জি২-এর সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: প্রেমিসেস নং ৯২৯, রাজা রামমোহন রায় রোড (ডাক ঠিকানা: ৭৯/১বি, রাজা রামমোহন রায় রোড), পোঃঅঃ- বড়িশা, থানা- বেহালা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০০৮। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ শিবনারায়ণ গুপ্তা ও মিসেস ইন্দু গুপ্তা। চৌহদ্দি: উত্তর- দাগ নং ৫৭৬; দক্ষিণ- দাগ নং ৫৬৬; পূর্ব- দাগ নং ৫৭৬; পশ্চিম- কলকাতা পুরনিগমের ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া রাস্তা।

তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬ — **চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত আধিকারিক**
স্থান: কলকাতা — **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**

‘জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক ভারত’ বিষয়ক সম্মেলনে বক্তা বিজেপির রাজ্যসভা সাংসদ রাহুল সিনহা। রয়েছেন সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়, বিধায়ক দেবাশিস ধর, মহুয়া ধর, অশোক সিনহা, প্রবীর ভারতী। যাদবপুর ত্রিগুণা সেন মঞ্চে, বৃহস্পতিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

ওদের ওই স্লোগান

● ১ পাতার পর

বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিন্‌হা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ঋষি অরবিন্দ ঘোষের নামে করার কথা বলেন যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখার্জি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। এদিকে, ত্রিগুণা সেন মঞ্চের অনুষ্ঠানে রাহুল সিন্‌হা বলেন, ভারত–বিরোধী শক্তি ঢুকে বিশ্ববিদ্যালয়কে শেষ করে দিয়েছে, এর সঙ্গে কিছু শিক্ষকও জড়িত। সেই সব শিক্ষক–অধ্যাপকদেরও আমরা চিহ্নিত করছি। কিছু কর্মী রয়েছেন। তাঁদেরও চিহ্নিত করছি। পরে বলেন, এই চিহ্নিত শিক্ষক ও কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া হবে। এ জন্য সরকার যেমন লড়বে, দলও লড়বে। বলেন, ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করতে এসেছে। একদল মাওবাদী বাইরে থেকে এসে সেখানে ডেরা গেড়ে তাঁদের দিয়ে বাধ্য করাচ্ছে দেশ–বিরোধী কথা বলার জন্য। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তলায় তলায় মাওবাদীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বলেন, ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকে ঢুকে আলোচনাসভা করলাম। আজকে মিছিল হল, বন্দে মাতরম্‌ হল, জাতীয় পতাকা উঠল। এটা আগে ভাবা যেত না।’ বিধায়ক শর্বরী মুখার্জি বলেন, ‘যাঁরা খুব কাঁদছিলেন নন্দলাল বসুর আঁকা প্রতীকের ফলক কেন ভেঙে ফেলা হল, তাঁরা কেন চান না সংবিধানের পাতায় আঁকা নন্দলাল বসুর ছবিগুলি যাদবপুরের দেওয়ালে থাক? কেন লেখা থাকবে না ঋষি অরবিন্দের বাণী?’ পরে সাংবাদিকদের কাছে শর্বরী বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি অরবিন্দ। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বাঙালি মেধার স্ফুরণ ঘটানোর জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ঋষি অরবিন্দের নামেই হওয়া উচিত বলে অনেক রাষ্ট্রবাদী মানুষ মনে করছেন। তাই আমরা প্রয়োজনে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র পেশ করব রাজ্যপালের কাছে বা কেন্দ্রের কাছে।’ শিক্ষক সংগঠন আবুটার সাধারণ সম্পাদক গৌতম মাইতি অবশ্য যেভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ক্যাম্পাসে সভা করলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের দাবি করেছেন তার প্রতিবাদ করেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়ালে দেওয়ালে কার্যত ‘যুদ্ধ’ চলছে। মঙ্গলবার মাঝরাতে যাদবপুর ক্যাম্পাসে ঢুকে সব দেওয়াল লিখন মুছে দিয়ে গিয়েছিল কলকাতা পুরসভা ও পুলিশকর্মীরা, অভিযোগ এমনই। চুনকামে মুছেছিল, চিত্রশিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের একটি ছবি। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার দেখা গেল চুনকাম করা অংশগুলি ফের দেওয়াল লিখনে ভরে উঠেছে। লেখা হয়েছে হিটলার–মুসোলিনি–আরএসএসকে নিশানা করা স্লোগান। এবিভিপি–র পক্ষ থেকে তার পাল্টা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি গেটে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ঋষি অরবিন্দ–সহ মনীষীদের পোস্টার টাঙানো হয়েছে। এদিন এবিভিপির সদস্য ও কর্মচারীদের একাংশের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে বন্দে মাতরম্‌ যাত্রা করা হয়। এদিন ক্যাম্পাসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ছবি দেওয়া ব্যানার টাঙানো হয়। তাতে প্যালেস্টাইন নিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা লেখা আছে। নীচে একটি কিউআর কোড দিয়ে লেখা, ‘সম্পূর্ণ বক্তৃতা শুনতে স্ক্যান করুন’। স্ক্যান করলে দেখা যাচ্ছে একটি ইউটিউব লিঙ্ক, যেখানে অটলবিহারী বাজপেয়ীর বক্তব্য শোনা যাচ্ছে। এর প্রচারের দায়িত্বে ‘যাদবপুরের রাষ্ট্রবাদী ছাত্ররা’ রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে ব্যানারেই। কিন্তু আদতে কারা এই ব্যানার লাগিয়েছে তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ কোনও পক্ষই এই ব্যানার এবং নতুন করে স্লোগান লেখার কথা স্বীকার করেনি।

বারুইপুর-কাণ্ডে ৫৭ দিনের মাথায় ৭০২ পাতার চার্জশিট

গৌতম চক্রবর্তী

বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্ত শেষ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ। ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবার থানায় অভিযোগ জানান। আর অভিযোগ পাওয়ার ৫৭ দিনের মাথায় বারুইপুর বিশেষ পকসো আদালতে ৭০২ পাতার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। গত ৩১ আগস্ট বারুইপুর মহকুমা আদালতে ওই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট–এর দাবি, অভিযোগ দায়েরের পর আট সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ করে আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। তদন্তকারী পুলিশের এক আধিকারিক জানান, আইন অনুযায়ী নাবালিকার পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। তদন্ত এবং বিচার প্রক্রিয়ার সময়ও তাঁর পরিচয় যাতে প্রকাশ্যে না আসে, সেই বিষয়েও সতর্ক রয়েছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা বা বিএনএস–এর একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে। এছাড়া নাবালিকার ওপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৪ জুলাই রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকার ১৪ বছরের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়। পরের দিন সকালে পুকুর থেকে বস্তায় মোড়া দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের অভিযোগে এবং পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র থেকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই বারুইপুরে ছুটে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার কথা বলেন। পাশাপাশি এলাকার নিরাপত্তা বাড়াতে একটি পুলিশ ফাঁড়ির উদ্বোধনও করেন। ঘটনায় প্রথমে চার জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। তবে অভিযুক্তদের মধ্যে প্রভাস মণ্ডল ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের এনকাউন্টারে মারা যায়।

১.৪৭ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ল ডিভিসি

জলমগ্ন কঙ্কালীতলা মন্দির চত্বর। ছবি: চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

● ১ পাতার পর

পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে মন্দির চত্বর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গর্ভগৃহে জল ঢুকে যাওয়ায় বন্ধ রয়েছে পুজো–অর্চনা। বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার লালবাবাজি চর থেকে পানাগড় যাতায়াতের জন্যেও নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয়েছে হুগলির খানাকুলের মাড়োখানা, পানশিউলি–সহ একাধিক এলাকা। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকার বাসিন্দারা। মুণ্ডেশ্বরী এবং দামোদর— দুটি নদীই বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। নদী–সংলগ্ন নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারও জল–যন্ত্রণা অব্যাহত হাওড়া শহরে। উত্তর হাওড়ার সালকিয়া, বেনারস রোড, বেলগাছিয়া, দশরথ ঘোষ লেন, মহীনাথ পোড়েল লেন, সীতানাথ বোস লেন, নস্করপাড়া রোড–সহ বিস্তীর্ণ এলাকা এখনও কার্যত জলের তলায়। এদিনও অনেকের বাড়িতে জল জমে ছিল। বেনারস রোডের একাধিক দোকানেও জল ঢুকে থাকায় অনেকের বহু ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ ছিল। বেনারস রোডের বেলগাছিয়া থেকে কোনা মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তা এবং সালকিয়া চৌরাস্তা যাওয়ার রাস্তার অধিকাংশই জলের তলায় চলে যাওয়ায় ওই রাস্তা বাস, টোটো চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার মানুষ। এদিন জলমগ্ন বেনারস রোডের পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে আসেন মন্ত্রী উমেশ রাই। উত্তর হাওড়ার পাশাপাশি মধ্য হাওড়ার পঞ্চাননতলা, ক্ষীরেরতলা, নীলমণি মল্লিক লেন, বেলিলিয়াস লেন, রামরাজাতলা, টিকিয়াপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকাও জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁর জয়গ্রাম নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তা এবং স্কুল চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ফলে ছোট ছোট পড়ুয়াদের জল ভেঙে স্কুলে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

***তথ্যসূত্র:** দেবব্রত ঘোষ, বিজয়প্রকাশ দাস, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আলোক সেন, তুফান মণ্ডল, প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বদেশ ভট্টাচার্য*

হাওড়ার সালকিয়ার সি রোডে জমা জলে শিশুদের সাঁতার। বৃহস্পতিবার। ছবি: ইন্দ্রনীল ভৌমিক

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি নিয়ে এবার শ্বেতপত্র

আজকালের প্রতিবেদন

খুব শিগগিরই গত ১৫ বছরে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী দুর্নীতি হয়েছে তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। এই শ্বেতপত্র প্রকাশ করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিয়ে যে কমিশন গঠিত হয়েছে, তার কাছে এ সংক্রান্ত সব তথ্য পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার একথা বলেছেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, ‘খুব শিগগিরই স্বরাষ্ট্র, অর্থ এবং উচ্চশিক্ষা— এই তিনটি দপ্তরের শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে সরকার।’ প্রসঙ্গত, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি নিয়ে যা যা অভিযোগ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর কমিশনের কাছে জমা পড়ছে, এক এক করে সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

Aadhar Housing Finance Ltd

কর্পোরেট অফিস: অফিস নং ৫০১ ও ৫০৩, ফ্লোর নং ৫, লাইটব্রিজ, সাকি বিহার রোড, আন্ধেরি ইস্ট, মুম্বই সাবার্বান (জেলা), মহারাষ্ট্র–৪০০০৭২
বর্ধমান শাখা অফিস: ফার্স্ট ফ্লোর, গোপাল ভবন, হোল্ডিং নং ৩৯, মৌজা– ইচলাবাদ, ওয়ার্ড নং ১০, বর্ধমান–৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ

দখল বিজ্ঞপ্তি পরিশিষ্ট–IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (এএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি কোম্পানির অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে। বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেন নীচে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক ও তদুপরি সুদ সমেত এএইচএফএল–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম / ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ) এর নাম	সুরক্ষিত পরিসম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং দাবিকৃত অর্থাঙ্ক	দখলের তারিখ
১.	১. (লোন কোড: ০৬৪০০০০০১৭৯; বর্ধমান শাখা) প্রয়াত নুরবানু বিবি (প্রতিনিধিত্বকারী ইহার আইনি উত্তরাধিকারী) (ঋণগ্রহীতা) শেখ তাজেল (সহ–ঋণগ্রহীতা)	২ শতক জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা–সাধনপুর, জে এল নং ৬৯, আর এস প্লট নং ১০২, এল আর প্লট নং ৩১৭ পর্চা অনুসারে, আর এস খতিয়ান নং ২০৩, দলিল অনুসারে, এল আর খতিয়ান নং ৪৫৭৫ পর্চা অনুসারে, থানা বর্ধমান, জেলা পূর্ব বর্ধমান।	১১.১০.২০২৪ ₹৬,৮২,০৪০/–	০২.০৯.২০২৬

স্থান: বর্ধমান **তারিখ:** ০৪.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক আধার হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

SHRISTI WELCOME TO LIFE

নিবন্ধিত কার্যালয়: প্লট নং এক্স–১, ২ এবং ৩, ব্লক–ইপি, সেক্টর–৫, সল্টলেক সিটি, কলকাতা– ৭০০০৯১
CIN: L65922WB1990PLC049541; টেলিফোন নং: ০৩৩ ৪০২০২০২০ / ৪০১৫ ৪৬৪৬
ওয়েবসাইট: www.shristicorp.com ই–মেল: investor.relations@shristicorp.com

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ই–ভোটিং সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা **নোটিশ** দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলি; সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (‘লিস্টিং রেগুলেশনস’)–এর প্রযোজ্য বিধানাবলি; যার সাথে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (‘এমসিএ সার্কুলারস’) কর্তৃক জারি করা গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের সর্বশেষ জেনারেল সার্কুলার নং ৩/২০২৫ এবং এই বিষয়ে সেবি কর্তৃক জারি করা প্রজ্ঞাপন, নির্দেশিকা এবং সার্কুলারগুলি পঠিত হবে, তা মেনে গত ১২.০৮.২০২৬ তারিখের এজিএম–এর নোটিশে উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (‘**কোম্পানি**’)–এর সদস্যদের ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (‘**এজিএম**’) আগামী **মঙ্গলবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে দুপুর ১২:৩০–টায় (ভা স)** ভিডিও কনফারেন্সিং (‘**ভিসি**’)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (‘**ওএভিএম**’)–এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

উপরে উল্লিখিত বিধানাবলি এবং সার্কুলারগুলি মেনে, গত ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৩৬তম এজিএম–এর নোটিশ সেই সমস্ত সদস্যদের ই–মেল করা হয়েছে যাঁদের ই–মেল আইডি কোম্পানি/কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (‘কেফিন/আরটিএ’)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)–এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। উভয়ই কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com–এ, পাশাপাশি কেফিনের ওয়েবসাইট https://evoting.kfintech.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড–এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে https://www.bseindia.com এবং **https://www.cse-india.com**–এ উপলব্ধ রয়েছে।

এছাড়া, যে সমস্ত সদস্য ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের)/আরটিএ/কোম্পানির কাছে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি, তাঁদের এজিএম নোটিশ এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়ার জন্য একটি ওয়েব লিঙ্ক এবং সঠিক পথ সহ একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে।

যে সমস্ত সদস্য বাস্তবিক মোডে শেয়ার ধারণ করে আছেন এবং যাঁরা কোম্পানির কাছে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা আপডেট করেননি, তাঁদের সদস্যের নাম, ফোলিও নং/ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নং, ঠিকানা উল্লেখ করা স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের প্রতিলিপি, ফর্ম আইএসআর ১ (কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ), প্যান কার্ড–এর স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান করা প্রতিলিপি এবং সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে যে কোনও নথির (আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি) ও স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান করা প্রতিলিপি কেফিন–কে einward.ris@kfintech.com–এ অথবা কোম্পানিকে investor.relations@shristicorp.com–এ লিখে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিম্যাটেরিয়ালাইজ মোডে শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাঁদের ই–মেল ঠিকানা নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যদের আগামী **সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০–টার (ভা স)** আগে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪–এর ২০ নং নিয়মের সহ পঠিত অ্যাক্ট–এর ১০৮ নং ধারার বিধানাবলি এবং লিস্টিং রেগুলেশনস–এর ৪৪ নং রেগুলেশন মেনে, এজিএম–এ পাস করার জন্য প্রস্তাবগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট প্রয়োগ করার জন্য কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই–ভোটিং–এর সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিং (‘**ইনস্টাপোল**’)–এর সুবিধাও প্রদান করছে। ই–ভোটিং সহজতর করতে এবং ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম পরিচালনা করতে কোম্পানি কেফিনের পরিষেবা গ্রহণ করেছে।

কেফিন দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে কোম্পানি তার সদস্যদের রিমোট ই–ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিং–এর সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। সমস্ত ‘ব্যক্তিগত ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারস’–দের জন্য তাঁদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট/ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটিমাত্র লগইন ক্রেডেনশিয়ালের সাহায্যে ই–ভোটিং প্রক্রিয়া সক্ষম করা হবে। রিমোট ই–ভোটিং এবং এজিএম–এ ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি এজিএম–এর নোটিশে প্রদান করা হয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.shristicorp.com–এও উপলব্ধ করা হয়েছে। যে সমস্ত সদস্য ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ অংশগ্রহণ করবেন এবং নোটিশে নির্ধারিত রেজোলিউশনগুলিতে রিমোট ই–ভোটিং–এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেননি, তাঁরা এজিএম চলাকালীন প্রদত্ত ই–ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। যে সমস্ত সদস্য এজিএম–এর পূর্বে রিমোট ই–ভোটিং–এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিয়েছেন তাঁরা এজিএম–এ উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে আবার তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।

রিমোট ই–ভোটিং এবং এজিএম–এ ই–ভোটিং–এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের কাট–অফ তারিখ হল **সোমবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।**

রিমোট ই–ভোটিং সুবিধাটি নিম্নলিখিত ভোটিং সময়কালে উপলব্ধ থাকবে:

রিমোট ই–ভোটিং–এর সূচনা:	**শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ সকাল ৯:০০ (ভা স)**
রিমোট ই–ভোটিং–এর সমাপ্তি:	**সোমবার, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫:০০ (ভা স)**

এরপর কেফিন রিমোট ই–ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করে দেবে। একবার কোনও সদস্য ভোট দিলে, পরবর্তীতে তাঁকে তা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি এজিএম–এর নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অধিগ্রহণ করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট–অফ তারিখ অর্থাৎ **সোমবার, ২১.০৯.২০২৬ তারিখে** শেয়ার ধারণ করে থাকেন, তিনি evoting@kfintech.com–এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি রিমোট ই–ভোটিং–এর জন্য কেফিনের কাছে ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত থাকেন, তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লিখিত সমস্ত নথিপত্র এজিএম–এর তারিখ পর্যন্ত এবং ওই দিনও কোনও ফি প্রদান ছাড়াই কোম্পানির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ইলেকট্রনিকভাবে উপলব্ধ করা হবে। পূর্বোক্ত নথিপত্রগুলি পরিদর্শনের জন্য ইচ্ছুক সদস্যরা তাঁদের নাম এবং ফোলিও নম্বর/ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর উল্লেখ করে তাঁদের নিবন্ধিত ই–মেল ঠিকানা থেকে investor.relations@shristicorp.com–এ ‘সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড – ৩৬তম এজিএম’ সাবজেক্ট লাইন দিয়ে একটি ই–মেল পাঠাতে পারেন।

এজিএমে উপস্থিতিজনিত প্রশ্ন ও/বা সাহায্যের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://evoting.kfintech.com–এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ হেল্প অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (এফএকিউ) এবং ‘এজিএম ভিসি/ওএভিএম’ ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা প্রয়োজনীয় আরও কোনও স্পষ্টীকরণ/প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য কেফিন–এর ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট – কর্পোরেট রেজিস্ট্রি শ্রী এস. ভি. রাজু অথবা সিনিয়র ম্যানেজার – কর্পোরেট রেজিস্ট্রি শ্রী বালাজি রেড্ডি–র সঙ্গে evoting@kfintech.com ই–মেল আইডিতে যোগাযোগ করতে পারেন বা কেফিনের নিঃশুল্ক নং ১৮০০–৩০৯–৪০০১–এ ফোন করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশানুসারে
সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
কৃষ্ণ কে পান্ডে
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
মেম্বারশিপ নং: এ২৬০৫৩

স্থান: **কলকাতা**
তারিখ: **০৩.০৯.২০২৬**

হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড

কর্পোরেট অফিস: ২৭এ, ডেভেলপড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুইন্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২
শাখা অফিস: হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড, ফার্স্ট ফ্লোর, ৭৮১, আকাশ টাওয়ার, আনন্দপুর বাইপাস রুবি, কলকাতা–৭০০১০৭

সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (উক্ত অ্যাক্ট) এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ এবং ৯ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (উক্ত অ্যাক্ট) এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্য ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এর প্রতি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, **হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড** (অ্যাক্ট অনুসারে এখানে পরে **সুরক্ষিত ঋণদাতা** হিসাবে উল্লিখিত) এর কাছে বন্ধকপ্রদত্ত নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল এর রুল ৮ এবং ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর অর্পিত ক্ষমতাবলে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক যার দখল নিয়েছেন।
উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ **‘যেখানে আছে’, ‘যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ ভিত্তিতে ২৩.০৯.২০২৬ তারিখে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। জনসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, আমরা ওয়েবসাইট: www.auctionfocus.in এর সংস্থানের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ই নিলাম সম্পন্ন করতে চলেছি।**
বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, এইচএলএফ/সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.hindujaleylandfinance.com–এর লিঙ্ক এর সংস্থান দেখুন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট নং ঋণগ্রহীতা, সহ–ঋণগ্রহীতার নাম	১. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২. বকেয়া অর্থাঙ্ক ৩. দখলের তারিখ ও ধরন	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) (আরপির ১০%) ৩. বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক	১. নিলামের তারিখ ও সময় ২. ইএমডির জমার শেষ তারিখ ৩. সম্পত্তির পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**১. অ্যাকাউন্ট নম্বর : ESKOKO02913, TNCPCOC000138** **ঋণগ্রহীতার নাম: মেসার্স অ্যাকর্ড অ্যাডভার্টাইজিং প্রাঃ লিঃ (ইহার ডিরেক্টর মিঃ সুদীপ সত্য গাঙ্গুলির মাধ্যমে)** **মিঃ অনিল শ্রীনিবাস কান্নামবিল্লে (সহ–ঋণগ্রহীতা)**	**ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ :** ১৯.০৯.২০২৪ সারফায়েসি, ২০০২ এর অধীনে জারিকৃত **খ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়া অর্থাঙ্ক : ৭,৮৯,৮২,৫৩৫/–** (সাত কোটি উননব্বই লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশো পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র) **গ) দখলের তারিখ : ২৫.০৭.২০২৫**	**সংরক্ষণ মূল্য ₹৩,৫৮,০০,০০০/–** (তিন কোটি আটান্ন লক্ষ টাকা মাত্র) **বায়না জমা (ইএমডি) : ₹৩৫,৮০,০০০/–** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) **বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক : ₹১,০০,০০০/–** (এক লক্ষ টাকা মাত্র)	**নিলামের তারিখ ও সময়: ১৪.০৬.২০২৬,** ৭৮১, আকাশ টাওয়ার, আনন্দপুর, ইস্টার্ন বাইপাস রুবি, কলকাতা–৭০০১০৭ ঠিকানায় (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা) **কেওয়াইসি সহ ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ২৩.০৯.২০২৬ বিকাল ৩টার পূর্বে** সম্পত্তির পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **১৮.০৯.২০২৬, বিকাল ৫টা পূর্বে**
সম্পত্তির বিবরণ: সামান্য কমবেশি ১৮.৬২ একর জমির প্লটের উপর নির্মিত উপহার দ্য কন্ডোভিল নামে প্রোজেক্টের ফ্লোর ১৮ এবং ফ্লোর ১৯ এ অ্যাপার্টমেন্ট নং ইউপিএল০২১৮০৩ এর সমগ্র, ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাট, টাওয়ার দ্বিতীয়া, ফেজ–১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৬০৬ বর্গফুট, ৯০৯ বর্গফুট মাপের ওপেন টেরাস সহ, গ্রাউন্ড ফ্লোরে এলপি ২৭ এবং এলপি ৩২ নম্বরের দুটি ওপেন কার পার্কিং স্পেস এবং তিনটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস নম্বর এলসি০২২৪, এলসি ০২২৫ এবং এলসি০২২৬, মৌজা–চকগড়িয়া, জে এল নং ২৬, আর এস প্লট নং ৫৪, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৮ এবং ৭৩ থেকে ৭৭, পুর প্রেমিসেস নং ২০৫২, চকগড়িয়া, কলকাতা–৭০০০৯৪, থানা পূর্ব যাদবপুর, কলকাতা পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ১০৯ এর এলাকাধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা।				
২	**১. লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর : ESKOK004436** **২. ঋণগ্রহীতার নাম: মেসার্স সিমপেক্স সেফটি অ্যান্ড অ্যাপারেলস এলএলপি** **৩. মিঃ আকাশ দাস (সহ–ঋণগ্রহীতা) মিসেস গৌরী দাস (সহ–ঋণগ্রহীতা)**	**ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ :** ০২.১২.২০২৩ সারফায়েসি, ২০০২ এর অধীনে জারিকৃত **খ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে বকেয়া অর্থাঙ্ক : ₹৭,০৮,৫১,৮৮৪.১৪/–** **গ) দখলের তারিখ : ১০.০১.২০২৫**	**সংরক্ষণ মূল্য ₹৩,৬৪,৫০,০০০/–** (তিন কোটি চৌষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **বায়না জমা (ইএমডি) : ₹৩৬,৪৫,০০০/–** (ছত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **বিড বৃদ্ধি অর্থাঙ্ক : ₹১,০০,০০০/–** (এক লক্ষ টাকা মাত্র)	**নিলামের তারিখ ও সময়:** ২৩.০৯.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা) **কেওয়াসি সহ ইএমডি জমার শেষ তারিখ : ২২.০৯.২০২৬ বিকাল ৫টার পূর্বে** **সম্পত্তির পরিদর্শনের তারিখ ও সময়:** ১৮.০৯.২০২৬ বিকাল ৫টার পূর্বে

সম্পত্তির বিবরণ:
অংশ–১: উপরিস্থিত কাঠামো সহ সামান্য কমবেশি ১ কাঠা, ১২ ছটাক, ৩৮ বর্গফুট জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা জ্যাংড়া, জে এল নং ১৬, আর এস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, সি এস খতিয়ান নং ২৬৯, আর এস খতিয়ান নং ৫১৩, আর এস দাগ নং ৬৮৭ এবং ৬৮৮, হোল্ডিং নং ২৩৬, বিএল–জে, জগতপুর, থানা রাজারহাট, বিধাননগর পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ২৩, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০০৫৯। **চৌহদ্দি:** উত্তর: আর এস দাগ নং ৬৮৭ এবং ৬৮৮ এর জমি; দক্ষিণ: আর এস দাগ নং ৬৮৭ এবং ৬৮৮ এর জমি; পূর্ব: ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; পশ্চিম: আর এস দাগ নং ৬৮৬ এর জমি।
অংশ–২ : সামান্য কমবেশি ১০ কাঠা, ৭ ছটাক, ৭ বর্গফুট জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা জ্যাংড়া, জে এল নং ১৬, আর এস নং ১১৪ এবং ১১৪/১১৭, তৌজি নং ৩০২৭, সি এস খতিয়ান নং ২৯১ এবং ২৬৯, আর এস খতিয়ান নং ৯৪২ এবং ৫১৩, সি এস দাগ নং ৫৪৯, ৫৫০ এবং ৫৫১, আর এস দাগ নং ৬৭৪, ৬৮৭, ৬৮৮ এবং ৬৮৯, থানা রাজারহাট, বিধাননগর পুরনিগমের অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০০৫৯।
অংশ –৩ : সামান্য কমবেশি ৪ কাঠা জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, মৌজা জ্যাংড়া, জে এল নং ১৬, আর এস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, আর এস খতিয়ান নং ৫১৩, আর এস দাগ নং ৬৯০, হোল্ডিং নং ২৩০, বিএল–জে, জগতপুর, থানা রাজারহাট, বিধাননগর পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ২৩, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০০৫৯। **চৌহদ্দি:** উত্তর: প্লট ১ এর অধীন আর এস দাগ নং ৬৯০ এর অংশ; দক্ষিণ: আর এস দাগ নং ৭, প্লট নং ৭ এর অধীন; পূর্ব: ১০ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; পশ্চিম: আর এস দাগ নং ৬৮৯ এর জমি।

আগ্রহী দরদাতা/ক্রেতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা যেন দর জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত ঋণদাতার শাখা এবং নিলামের সম্পত্তিগুলো পরিদর্শন করেন, নিজেরা অনুসন্ধান করে অতিরিক্ত চার্জ, দায় এবং কোনও তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ যাচাই করে নেন এবং এর সকল দিক সম্পর্কে নিজে সন্তুষ্ট হন। সফল দরদাতাকে সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত সমস্ত বিধিবদ্ধ বকেয়া যেমন সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ/জলের বিল এবং অন্য কোনও বকেয়া (যদি থাকে) যাচাই করে পরিশোধ করতে হবে।
আগ্রহী দরদাতাদের পোর্টালে আগে থেকেই নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে এবং লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে, যা ই-বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স অকশন ফোকাস প্রাইভেট লিমিটেড। ইমেইল আইডি support@auctionfocus.in। যোগাযোগ ব্যক্তি শ্রীমতী শ্রদ্ধা, যোগাযোগ নম্বর ৯০১৬৬ ৪১৮৪৮ এবং যোগাযোগ ব্যক্তি মিঃ করণ সোনি, যোগাযোগ নম্বর-৯৪২৭৬ ২২২৪২।** অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, সম্ভাব্য দরদাতারা শুধুমাত্র তাঁদের কাছ থেকেই ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবেন। আগ্রহী ক্রেতা/বিডারকে ২৩.০৯.২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে বায়না জমা (ইএমডি)-এর অর্থ NEFT/RTGS/DD-এর মাধ্যমে **"হিন্দুজা লেল্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড"-এর অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। ব্যাঙ্ক: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক, অ্যাকাউন্ট নম্বর-৩০১১২৫৩৯৬০ এবং IFSC কোড- KKBK0000462,** যার শাখা আন্না সালাই-এ অবস্থিত এবং যা যেকোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলি ব্যাংকের উপর অঙ্কিত। এছাড়াও, https://www.auctionfocus.in ওয়েবসাইটে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে হবে। পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে ই-অকশনের উপর প্রশিক্ষণও নিতে হবে। ওয়েবসাইটে নিবন্ধনের পর, আগ্রহী ক্রেতা/বিডার নিম্নলিখিত নথিগুলির কপি আপলোড করে, ই-মেলের মাধ্যমে এবং স্ব-স্বাক্ষরিত হার্ড কপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে: **ঠিকানা: হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড, ফার্স্ট ফ্লোর, ৭৮১, আকাশ টাওয়ার, আনন্দপুর বাইপাস রুবি, কলকাতা–৭০০১০৭ (শাখা/আঞ্চলিক অফিসের ঠিকানা)। অনুমোদিত আধিকারিক মিঃ সোমনাথ দত্ত, যোগাযোগ নম্বর–৬২৯৬২৩৬৩১৩, ই মেল আইডি somnath.dutta@hindujaleylandfinance.com। শর্তাবলী ও নিয়মাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে এবং ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে https://www.auctionfocus.in ও www.hindujaleylandfinance.com ওয়েবসাইট দুটি দেখুন।**

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/– অনুমোদিত আধিকারিক
হিন্দুজা লেল্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড–এর তরফে

অ্যাসোসিয়েটেড কোটার্স লিমিটেড

CIN: L28129WB2017PLC224001
নিবন্ধিত কার্যালয়: আশুতি খানবেরিয়া মহেশতলা এলপি ২০/৮৩/৪৬, বিবেকানন্দপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঠাকুরপুকুর মহেশতলা, কলকাতা– ৭০০১৪১, ভারত
ফোন: +৯১ ৯৮৩০৪৩৭৭০১
ই–মেল– info@aasociatedcoaters.in, ওয়েবসাইট:– www.associatedcoaters.in

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিস

এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলি এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫; যার সাথে মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা গত ০৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৫ মে, ২০২০, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ৩১ জানুয়ারি, ২০২০, ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, গত ০৫ মে, ২০২২ তারিখের ০২/২০২২ এবং গত ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের ১৯/২০২২ জেনারেল সার্কুলার (যাকে সম্মিলিতভাবে এমসিএ সার্কুলারস বলা হয়) এবং গত ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারি, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২ এবং ০৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলারগুলি পঠিত হবে, তার প্রযোজ্য সমস্ত বিধানাবলি মেনে এজিএম–এর নোটিশে উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য **অ্যাসোসিয়েটেড কোটার্স লিমিটেড**–এর সদস্যদের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী **শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে বিকেল ০৩:০০**–টেয় ভিডিও কনফারেন্সিং বা অন্য কোনও অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম)–এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে এজিএম–এ উপস্থিত সদস্যদের অ্যাক্ট–এর ১০৩ নং ধারার অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২৫–২০২৬ আর্থিক বছরের জন্য বোর্ড–এর প্রতিবেদন, অডিটর–এর প্রতিবেদন এবং এর সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নথিপত্র সহ আর্থিক বিবৃতিগুলি (সম্মিলিতভাবে ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং এজিএম–এর নোটিস কোম্পানির সেই সমস্ত সদস্যদের ই–মেল দ্বারা পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই–মেল ঠিকানা কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)–এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিসটি কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.associatedcoaters.in এবং ই–ভোটিং এজেন্সির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.evoting.nsdl.com–এও উপলব্ধ থাকবে।

সময় সময় সংশোধিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুলস), ২০১৪–এর ২০ নং নিয়মের সাথে পঠিত অ্যাক্ট–এর ১০৮ নং ধারার বিধানাবলি এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫–এর ৪৪ নং রেগুলেশন এবং সাধারণ সভার (এসএস–২) উপর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস মেনে, এজিএম–এর নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত রেজোলিউশনের উপর তাঁদের ভোট দেওয়ার জন্য কোম্পানি সমস্ত সদস্যদের রিমোট ই–ভোটিং সুবিধা (‘রিমোট ই–ভোটিং’) প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। উপরন্তু, কোম্পানি সেই সমস্ত সদস্যদের এজিএম চলাকালীন ই–ভোটিং (ই–ভোটিং)–এর সুবিধা প্রদান করছে যাঁরা রিমোট ই–ভোটিং–এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেননি। রিমোট ই–ভোটিং সংক্রান্ত পদ্ধতি/নির্দেশাবলি এজিএম–এর নোটিশে প্রদান করা হয়েছে। যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই–ভোটিং–এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করেছেন তাঁরা বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে তাঁরা সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা শ্রী জগজিৎ সিং ধিল্লোন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিএফও–এর সাথে info@associatedcoaters.in বা ৯৮৩০৪৩৭৭০১ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

যে সমস্ত সদস্য কাট–অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে ফিজিক্যাল ফর্ম বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করে আছেন, তাঁরা রিমোট ই–ভোটিং–এর মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে পারবেন বা ভিসি/ওএভিএম–এর মাধ্যমে সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং এজিএম–এ ভোট দিতে পারবেন। কাট–অফ তারিখ অনুযায়ী পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাঁদের শেয়ারের অনুপাতে ভোটিং অধিকার থাকবে। রিমোট ই–ভোটিং সময়কাল আগামী মঙ্গলবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ সকাল ০৯:০০–টায় শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখ বিকেল ০৫:০০–টায় শেষ হবে।

যে কোনও ব্যক্তি যিনি এজিএম–এর নোটিস পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেয়ার ধারণ করে থাকেন, তিনি info@associatedcoaters.in–এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি ব্যক্তি রিমোট ই–ভোটিং–এর জন্য এনএসডিএল–এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন তবে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার ক্রেডেনশিয়াল ব্যবহার করা যেতে পারে। সদস্যদের এজিএম–এর নোটিশে থাকা সমস্ত নোট এবং এজিএম–এ যোগদানের নির্দেশাবলি, এজিএম চলাকালীন এবং রিমোট ই–ভোটিং–এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
অ্যাসোসিয়েটেড কোটার্স লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
হীনাল হিতেশ রাঠোড়
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬

বিগ বস বাংলা–পর্দার ওপারে

বৈঠকখানা থেকে অন্দরমহল, বিগ বস বাংলার বাড়ির কোথায় কী? মুম্বইয়ে সেই বাড়ির আনাচকানাচ ঘুরে দেখল আজকাল টেলিভিশন। শ্যামশ্রী সাহা

মায়ানগরীর আলো বোধহয় শুধু রাতের রাজপাটের একাধিপত্য নয়। তা লুকিয়ে থাকে দিনের আলোর গভীরেও। এখন সেই আলো আমার দু'চোখে। দাঁড়িয়ে আছি এক বিরাট দরজার সামনে, যার ওপারে একটা গোটা মায়ানগরী। 'চিচিং ফাঁক' বললে এ দরজা খুলে যায় না। এর জন্য যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়। তবে আমি এসেছি আমন্ত্রণে। কার জানেন? স্বয়ং 'বিগ বস'!

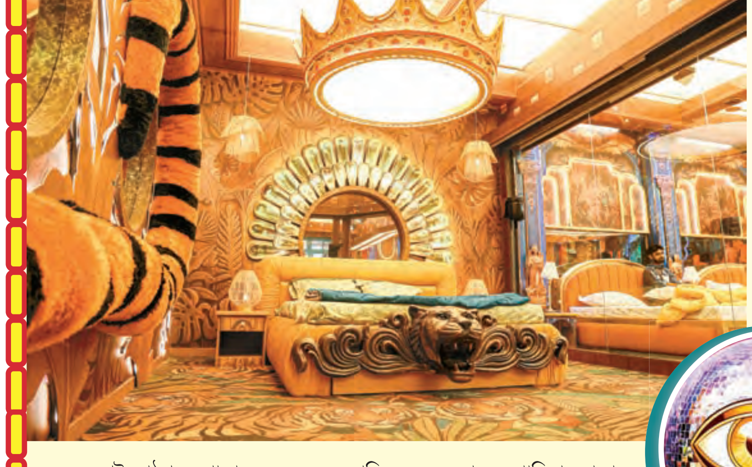

'বিগ বস'-এর দুয়ারে

দরজা দিয়ে ঢোকার আগে একটু সাজুগুজু করতে হয়েছে। কাঁধে ঝোলাতে হয়েছে স্লিং ব্যাগ, যার মধ্যে আছে রেকর্ডার। আর সাদা কাগজে লেখা 'নাম্বার ৩'। এটাই 'বিগ বস'-এর ঘরে আমার পরিচয়। প্রাণপ্রিয় ফোন আর সাধের ব্যাগটা জমা রেখে আসতে হয়েছে, কারণ এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ। দুনিয়া একদিকে আর আমি অন্যদিকে। এ যেন এক অন্য জগৎ! শুরু থেকেই একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল, এতদিন পর্দায় দেখেছি আর আজ আমিই পর্দার ওপারে। ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খুলে গেল দরজা।

পায়ে পায়ে অন্দরে

'রং-বেরঙের জেল্লা'... এ তো গানে ছিল, আজ একেবারে চোখের সামনে। পা রাখলাম 'বিগ বস'-এর বাড়ির গার্ডেন এরিয়ায়। পায়ের নীচে সবুজ ঘাসের গালিচা। হাজার বাতির রোশনাইয়ের মাঝে আভিজাত্য আর বাঙালিয়ানার সে এক অদ্ভুত মিশেল। সামনে বড় বড় করে লেখা 'বিগ বস'। আর এক তীক্ষ্ণ চোখ যেন স্বাগত জানিয়ে বলছে, 'রূপকথার এই সাম্রাজ্যে তোমাকে স্বাগত'। ডান দিকে একটা ডায়াস। তা ঠিক কী কাজে লাগবে, এখনই বোঝা গেল না। বাঁদিকে সুইমিং পুল আর জিম। খাওয়াদাওয়া, গল্পগুজব, একটু পরনিন্দা-পরচর্চার ফাঁকে শরীরটাও তো রাখতে হবে! জিমের একপাশ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যায়। আর রয়েছে কলকাতার বনেদি বাড়ির আদলে সাবেক জানলা। এ বাড়িতে হরিণ আছে। তবে সোনার নয়, নীল হরিণ। চারদিকে ফুল, গাছ আর পশুপাখি। একটু এগোলেই বসার ঘর। ডান দিকে পেল্লাই সোফা, বাঁয়ে ডাইনিং টেবিল। তার সামনেই রান্নাঘর। নানা রঙের প্লেট দিয়ে সাজানো রান্নাঘরের দেওয়াল। ভিতরে ফ্রিজ, মাইক্রোওভেন, যাবতীয় সরঞ্জাম— কী নেই সেখানে! এ বাড়ির মজাটা কী জানেন? একটাই শোওয়ার ঘর। ঘরের দু'পাশে সাজানো খাট। কোনওটা ডবল বেড, কোনওটা সিঙ্গল। আর রয়েছে 'ক্যাপ্টেন রুম'। যে কেউ এই ঘরে থাকতে পারবে না। একমাত্র ক্যাপ্টেনই সুযোগ পাবে এই ঘরে থাকার। খাটের সামনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মুখ আর মেঝেতে সুন্দরবনের নকশার কার্পেট। 'বিগ বস'-এর ঘরে যাব আর কনফেশন রুমে ঢুকব না, তা কি হয়? সবাই এই ঘরে পা রাখতে পারে না। 'বিগ বস' ডাকলেই ঘরে ঢোকার সুযোগ পায়। কিন্তু আমাকে আটকাবে কে? বড় কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকে সোফায় বসলাম। পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে। মনে হল একজোড়া চোখ যেন দেখছে। বেশিক্ষণ এ ঘরে থাকা যায় না।

চোখে চোখে সারাক্ষণ

দশহাজার স্কোয়ার ফিটের এ বাড়িতে প্রতিযোগীদের তিনমাস থাকতে হবে। বাড়িতে কোথাও কোনও ঘড়ি নেই। তবে সময়ের শাসন আছে। নিয়ম মেনে চলতে হবে। আর সেই নিয়ম ঠিক করবেন 'বিগ বস' নিজে। রয়েছে ২৪ ঘণ্টা আশিটা ক্যামেরার নজরদারি।

জুড়ে থাকার বাড়ি

কেন আসেন প্রতিযোগীরা? দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, পরিবারের থেকে দূরে কী পান তাঁরা? শুধুই কি প্রচার আর টাকা? 'বিগ বস'-এর এই বাড়ি তিনমাসে জীবনের সারসত্য শেখায়। বিভিন্ন মানসিকতার, জীবনযাপনে অভ্যস্ত কিছু মানুষ। মতভেদ, বিভেদ, লোভ, হিংসা সব কিছু ভুলে এক ছাদের তলায় সময় কাটানো। একে অপরকে চিনে নেওয়ার চেষ্টা। নিজেদের ভুল স্বীকার করতে শেখা। আপাত চাকচিক্য আর বৈভবের আড়ালে এই বাড়ি যেন তাই মিলেমিশে থাকার সহজ পাঠ। ঠিক যেন তিনমাসের যৌথ পরিবার! এই প্রতিবেদন যখন বেরবে, 'বিগ বস'— এর তিন-চারটে এপিসোড দর্শক দেখে ফেলেছেন। প্রতিযোগীদের নিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করছেন। যোগসূত্রটা তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেখানে নেতিবাচক অনেক মন্তব্যও রয়েছে। সাদা-কালোর এই জগতে এখন দর্শকের নিত্য আনাগোনা। শুধুই কি এন্টারটেইনমেন্ট? এই ধরনের রিয়ালিটি শো কি আরও বেশি কিছু বলে? দশহাজার স্কোয়ার ফিটের এই বাড়িতে প্রায় একশো জনের মেহনত। শুটিংয়েও-এও অনেক লোক কাজ করছেন। বেশ কিছু মানুষের এইরকম শো কে ঘিরে যদি কাজের জোগাড় হয়, মন্দ কী! প্রতিদিন রাত সাড়ে নটা থেকে স্টার জলসায় পর্দায় সম্প্রচারিত হচ্ছে এই শো। এছাড়াও জিও হটস্টারে ২৪×৭ লাইভ দেখতে পাবেন।

বিগ বস বাংলার বিশ্বকর্মা

শ্যাম ভাটিয়া 'বিগ বস বাংলা' হাউজের সেট ডিজাইন করেছেন। তিনি সম্প্রতি আজকাল-এর ক্যামেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেখানেই তিনি 'বিগ বস' হাউজের অন্দরসজ্জা প্রসঙ্গে বলেন, ''২ মাস ধরে কাজ করেছি। ১০০ জনেরও বেশি মানুষ কাজ করেছে এই সেট বানাতে। ২৭ রাত এক টানা কাজ করেছি আমরা। টাইট ডেডলাইন ছিল। কলকাতার বনেদিয়ানা, সাবেকি বাড়ি খুব ভাল লাগে। আমার থিমে সেই ছোঁয়াটা রাখতে চেয়েছিলাম। সুন্দরবনের আদলে তৈরি করেছি ক্যাপ্টেন রুম। এই হাউজের সেরা জায়গা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বেডরুম। ভাবনা থেকে সেটা বাস্তবায়িত করা, কেমন অনুভূতি ছিল কাজ শেষ হওয়ার পর? শ্যাম বলেন,''মিক্সড ফিলিং ছিল। কারণ একসঙ্গে অনেক কিছু জিনিস করার চেষ্টা করেন যখন আপনি, তখন সেটা ফাইনালি করতে পারলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়। যেমন টয়লেটে আড্ডা। এই ধরনের সুযোগ অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। বাথরুমে হেডফোন রাখা হয়েছে, কারণ কলকাতার লোকজন গান ভালবাসেন। কলকাতা, কেরল, লখনউয়ের লোকজনদের কাছে গানটা একটা আলাদা বিষয়।''

তিনমাসের এই পুরো কর্মকাণ্ডর মাথা, প্রজেক্ট হেড অভিষেক মুখার্জি। 'বিগ বস'এর প্রতিযোগীদের সঙ্গে কথা বলতে তাঁকে বারবার কলকাতায় আসতে হয়েছে। তাঁর কথায় ''সিলেকশন করতে বেশ কষ্ট হয়েছে। বেশ কয়েক রাউন্ড-এ হয়েছে। সিলেক্ট করার পর ক্যানসেলও করতে হয়েছে।''

■ শ্যাম ভাটিয়া ও অভিষেক মুখার্জি

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...ভরোসে কা প্রতীক! pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]

সার্কল অফিস এসএএম: পূর্ব মেদিনীপুর
পদুমবসান, পোঃ– তমলুক, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১৬৩৬

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর ৩ নং নিয়মের সাথে পঠিত ১৩(১২) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**–এর অথোরাইজড অফিসার হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী গত **২৯.০৫.২০২৬ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা মেসার্স মা বর্গভীমা ফিশ সেন্টার, স্বত্বাধিকারী: তাপস ভুঁইয়া এবং মর্টগেজর শ্রী তাপস ভুঁইয়া**, পিতা– শ্রী সুবল ভুঁইয়া, গ্রাম– লক্ষ্যা বাহারচক, পোঃ– লক্ষ্যা, থানা– সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৬৫৪–কে নোটিশের তারিখ/উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া **₹১২,৩৯,৪৩৩.০৩** (বারো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার চারশো তেত্রিশ টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) এবং এর উপর সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর ৮ নং নিয়মের সাথে পঠিত আইনের ১৩ নং ধারার উপ–ধারা (৪)–এর অধীনে তাঁকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ সেপ্টেম্বর ২০২৬**–এ নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুতাহাটা (০৭৫০২০) শাখা–র ₹১২,৩৯,৪৩৩.০৩** (বারো লক্ষ উনচল্লিশ হাজার চারশো তেত্রিশ টাকা এবং তিন পয়সা মাত্র) এবং এর উপর সুদের সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে আইনের ১৩ নং ধারার উপ–ধারা (৮)–এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ মর্টগেজর–এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: এডিএসআর– সুতাহাটা, এডিএসআর– সুতাহাটা, মৌজা– সুতাহাটা, জে এল নং ৮৮, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৭১, এল আর খতিয়ান নং ১৯২২, হোল্ডিং নং এন–৬৪৩, ওয়ার্ড নং ০১ হলদিয়া পুরসভা, পোঃ এবং থানা– সুতাহাটা, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন– ৭২১৬৩৫, পশ্চিমবঙ্গ–এ অবস্থিত জমি এবং ভবন। গত ১০.০৮.২০০৭ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I–৩৪৭৫ অনুযায়ী জমির পরিমাণ ৪.১৫৬ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), যার মধ্যে ৪ ডেসিমেল বাস্তু। **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী তাপস ভুঁইয়া**, পিতা– প্রয়াত সুবল ভুঁইয়া। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– নাড়ুগোপাল বর্মণের খালি জমি; দক্ষিণ– মালিকের খালি জমি তারপর ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব– খালি জমি; পশ্চিম– নাড়ুগোপাল বর্মণের খালি জমি।

তারিখ: ০২.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: তমলুক — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সি.ও. এসএএম – পূর্ব মেদিনীপুর

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল–২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৭ নং ফ্লোর,
৪২সি, জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১
কেস নং আরসি/৬৯/২০২২
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বনাম মেসার্স গণেশ সার্ভিস স্টেশন এবং অন্যান্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

লার্নেড রিকভারি অফিসার, ডিআরটি–২, কলকাতা কর্তৃক গত **১৯.০৮.২০২৬ তারিখে প্রদত্ত ২৯ নং আদেশের** পরিপ্রেক্ষিতে, নীচে উল্লিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলির **'যেমন আছে যেখানে আছে এবং যে অবস্থাতেই আছে'** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে:

সম্পত্তি	সংরক্ষণ মূল্য
নিম্নোক্ত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– সুখদল, আর এস প্লট নং ২৭১, আর এস খতিয়ান নং ৫০৯, এল আর খতিয়ান নং ৪১১২, ৪১১৩, জে এল নং ৩৭, তৌজি নং ২১৫, থানা– বুদবুদ, জেলা– বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–এ অবস্থিত ১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমি। সম্পত্তির স্বত্বধারক: স্বরূপ মজুমদার।	সংরক্ষণ মূল্য যার নীচে (নীচে উল্লিখিত) সম্পত্তিটি বিক্রি করা হবে না তা হল ₹৪,৪৯,০০০/– (চার লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)। ইএমডি–র অর্থাঙ্ক হল সংরক্ষণ মূল্যের ১০% অর্থাৎ ₹৪৪,৯০০/– (চুয়াল্লিশ হাজার নশো টাকা মাত্র)।

ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ই–নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% পরিমাণ অর্থ আর্নেস্ট মানি (বায়না) হিসাবে জমা দিতে হবে, যা সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং বিক্রয়ের তারিখেই অন্যান্য দরদাতাদের ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে তাঁর দর চূড়ান্ত হওয়ার পর, ইএমডি সমন্বয় করার পর বিক্রয় মূল্যের ২৫% আগামী তারিখ অর্থাৎ ই–নিলাম শেষ হওয়ার পর বিকেল ৩–টের মধ্যে জমা দিতে হবে, অন্যথায় জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা দিতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য যার নীচে সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না তা সম্পত্তির বিপরীতে সংরক্ষিত মূল্য হিসাবে নির্দেশিত রয়েছে। ইএমডি/ পরবর্তী অর্থ প্রদান রিকভারি অফিসার, ডিআরটি–২, কলকাতা–এর নামে ডিডি–র মাধ্যমে করতে হবে।
এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে স্থগিতাদেশের কোনও আদেশের অনুপস্থিতিতে, উক্ত সম্পত্তিটি অনলাইন নিলাম (ই–নিলাম)–এর মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে যা আগামী **০৭.১০.২০২৬ তারিখে দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে** ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ পরিচালিত হবে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **পিএসবি অ্যালায়েন্স, ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল–এর https://baanknet.com** থেকে সেল প্রোক্লেমেশন এবং বিক্রয় নোটিস ডাউনলোড করতে হবে এবং আর্নেস্ট মানি সহ নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁদের নাম নথিভুক্ত করে ওয়ালেট তৈরি করতে হবে এবং নীচে ১ থেকে ৫ নং পয়েন্টে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্রগুলি জমা দিতে হবে যাতে তা আগামী ০৫.১০.২০২৬ তারিখে বা তার আগে দুপুর ১–টার পূর্বে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি–২, কলকাতা–এর কাছে পৌঁছায়। অংশগ্রহণকারী/ ইচ্ছুক ক্রেতাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবশ্যিকভাবে নিম্নলিখিত নথিপত্র/ কাগজপত্র জমা দিতে হবে কারণ শুধুমাত্র নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারী/ ইচ্ছুক ক্রেতারাই লগ–ইন করে ই–নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
(দ্রষ্টব্য: **পিএসবি অ্যালায়েন্স, ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল**–এ ওয়ালেট তৈরি করা একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ এবং এটি দর হাঁকার অধিকার প্রদান করে না। একজন সক্রিয় দরদাতা হিসেবে যোগ্য হওয়ার জন্য, অংশগ্রহণকারীদের/ ইচ্ছুক ক্রেতাদের অবশ্যই নির্দিষ্ট তহবিল জমা দিতে হবে এবং বিক্রয় নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত নীচের ১ থেকে ৫ নং পয়েন্টে উল্লিখিত নথিপত্রগুলির হার্ড কপি জমা দিতে হবে, যার পর এই বেঞ্চ দ্বারা নথিপত্রগুলি যাচাই করা হবে। সফল যাচাইকরণের পর অংশগ্রহণকারীদের/ ইচ্ছুক ক্রেতাদের ই–নিলামে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হবে)
১. বিড এবং বিড ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম এবং পিএসবি অ্যালায়েন্স, ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল–এ জমা দেওয়া ইএমডি–র প্রমাণপত্র
২. প্যান কার্ড এবং আধার কার্ড–এর সেল্ফ অ্যাটেস্টেড প্রতিলিপি
৩. বৈধ বাসস্থানের প্রমাণের সেল্ফ অ্যাটেস্টেড প্রতিলিপি
৪. বৈধ ই–মেল আইডি এবং মোবাইল নং–এর সেল্ফ অ্যাটেস্টেড প্রতিলিপি
৫. কোম্পানির ক্ষেত্রে সেল প্রোক্লেমেশন নোটিসটি দেখুন।
তবে নিলামের সময় নেটওয়ার্কের কারণে ঘটে যাওয়া কোনও ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছে অন–লাইনের মাধ্যমে লগ–ইন এবং নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য পরবর্তী নির্দেশাবলী (যদি থাকে) সহ পাঠানো হবে। অন্যান্য শর্তাবলি গত ০১.০৯.২০২৬ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারি করা সেল প্রোক্লেমেশন অনুযায়ী একই থাকবে।
বিস্তারিত জানতে এবং পরিদর্শনের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের বা তাঁদের প্রতিনিধিদের যোগাযোগ করতে হবে: **নাম: মিঃ ধনেশ্বর সাহু, অনুমোদিত আধিকারিক ও চিফ ম্যানেজার, ই–মেল আইডি: armcal@bankofbaroda.co.in, মোবাইল নং ৯১৬৩২৬৫৫৮৬।**

স্বা/–
রিকভারি অফিসার
তারিখ: ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ — ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল–II, কলকাতা

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আঞ্চলিক কার্যালয়: বর্ধমান অঞ্চল
২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান–৭১৩১০১

ব্যাঙ্ক অফ বরোদার তরফে নিম্নলিখিত এলাকায় ব্যাঙ্কের অফসাইট এটিএমের জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রায় ১০০ বর্গফুট মাপের প্রেমিসেসের ভূস্বামী/ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারকদের থেকে প্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে:–

শাখার নাম	ল্যান্ডমার্ক
দুর্গাপুর স্টেশন রোড	মুচিপাড়া, সাগরভাঙ্গা ও বিধাননগর এলাকায়
কালনা	কালনা স্টেশন রোড এলাকায়
শ্রীরামপুর	মল্লিক পাড়া, জি টি রোড, শ্রীরামপুর এলাকায়

প্রস্তাবিত প্রেমিসেসে ভি–স্যাটের জন্য র‍্যাম্পের সুবিধা বাবদ জায়গা এবং উপযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকতে হবে। প্রস্তাবিত প্রেমিসেসগুলি ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত বা ২–৩ মাসের মধ্যে ব্যবহার–উপযোগী হতে হবে। আগ্রহী প্রস্তাবদাতারা টেকনিক্যাল বিড ও প্রাইস বিড শীর্ষাঙ্কিত দুটি পৃথক খামে ভরে মুখবন্ধ অবস্থায় তাঁদের প্রস্তাব সর্বশেষ ২৪.০৯.২০২৬ বা তার আগে এই ঠিকানায় জমা দেবেন: অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, বর্ধমান রিজিয়ন, ২ নং ফ্লোর, ৫৪, জি টি রোড, ভাঙাকুঠি, জেলা– বর্ধমান, পিন–৭১৩১০১। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বা সরকারি দপ্তরের স্বত্বাধীন প্রেমিসেসগুলি অগ্রাধিকার পাবে (বিশদে জানতে আমাদের এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.bankofbaroda.bank.in)। কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের পূর্ণ অধিকার ব্যাঙ্কের থাকবে।

স্বাঃ–
স্থান: বর্ধমান — অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬ — বর্ধমান রিজিয়ন

E-AUCTION SALE NOTICE
MANTHAN BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION)
CIN : U64203WB2002PTC094700
Registered Office : 6 G C AVENUE, 3RD FLOOR, KOLKATA, West Bengal, India, 700013
Liquidator : Mr Sandip Mitra
Liquidator's Office : 53/C, Harish Mukherjee Road, Kolkata - 700025
Email ID : liquidation.manthan@gmail.com, Contact No.: + 91 98303 44450

Notice is hereby given to the public at large, inviting bids for the sale of the assets (described in the table below) owned by **M/s. Manthan Broadband Services Private Limited (in liquidation)**, which forms part of the liquidation estate of the Corporate Debtor, in accordance with the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("**IBC**"), read with the regulations framed thereunder, on an **"AS IS WHERE IS BASIS, AS IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS"**. The auction will take place through the online e-auction service provider : **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home**

SCHEDULE OF IMPORTANT DATES FOR THE E-AUCTION	
Last date and time for submission of requisite forms, Affidavits, Declarations, etc. on the BAANKNET portal	23 September 2026, up to 5 PM
Last date and time for submission of EMD on the BAANKET portal	23 September 2026, up to 5 PM
Date and Time of the E-Auction	25 September 2026 from 11.00 AM to 3:00 PM (Unlimited time extension of 5 minutes each)

Description of Assets	Reserve Price (Rs.)	Earnest Money Deposit (Rs.)	Bid Incremental Value (Rs.)
Land along with a structure at Mouza-Tajpur, JL No. 244, PS-Ramnagar, East Medinipur, West Bengal (under Digha Sankarpur Development Authority), as per records, having an **aggregate area of 13.095 acres as per the Title deeds. (Original Title deeds admeasuring only 3 Acres in possession of the Liquidator)**	15,50,00,000	1,55,00,000	20,00,000

Major Terms and Conditions of the E-auction are as follows:
1. The intending bidders are required to register through **https://ibbi.baanknet.com** by using their mobile number and email ID. Contact for support: support.BAANKNET@psballiance.com / **Mobile No. +91 82912 20220**. The Liquidator will not be responsible for any technical glitches on the portal.
2. **The Complete E-Auction Process Information Document, together with all other relevant documents uploaded in relation to the subject property, shall be read in conjunction with this notice and is available at https://ibbi.baanknet.com. Prospective bidders are advised to carefully examine and satisfy themselves with the contents of all such documents before participating in the e-auction process.**
3. The intending bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under section 29A of the Code to the extent applicable and that if found ineligible at any stage, the Earnest Money Deposited shall be forfeited.
4. Intending bidders are required to submit the prequalification documents, Undertaking under Section 29A and EMD through the E-auction Platform, i.e., https://ibbi.baanknet.com. **The EMD shall be non interest bearing.**
5. **As per the Government Land Records presently available, Bargadar entries exist in respect of land measuring approximately 4.85 Acres under Khatian Nos. 412 and 627.**
6. Intending bidders shall, at their own cost, conduct independent due diligence regarding possession, ownership, title, restrictions on intended use, and all outstanding dues relating to the property-including local taxes, electricity and water charges, and other liabilities-and shall satisfy themselves before participating in the e auction.
7. The Successful Bidder shall bear the applicable stamp duties, fees, all taxes, legal expenses, etc. and all the local taxes, duties, rates, assessment charges, fees, maintenance charges, etc., including arrears, if any, in respect of the property put on auction.
8. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the e-auction process and/or to accept and/or disqualify any interested party/potential investor/bidder without assigning any reason and without any liability.

Sd/-
Sandip Mitra
Liquidator - Manthan Broadband Services Private Limited
Date : 04.09.2026 — Regn. No: IBBI/IPA-001/IP-P00497/2017-18/10885
Place : Kolkata — AFA Valid up to 31/12/2026

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

শিলিগুড়ি রিজিওনাল অফিস
হোমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, ৪ নং ফ্লোর, থার্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪০০৮

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে ১৬.১০.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে ১৬.১০.২০২৬ সন্ধে ৬টার মধ্যে বিক্রি করা হবে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	আদায়যোগ্য অনাদায়ী বকেয়া	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষণ মূল্য (₹) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য	জামানত (ইএমডি) (₹)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মিঃ মহঃ মুক্তার শেখ সুলতানগঞ্জ, কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২২০১ মহঃ সাদ্দাম শেখ চামা ফুল্লুর বাথান সুলতানগঞ্জ, কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২২০১ শাখার নাম: ইংলিশ বাজার মালদা অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ: মিঃ অনির্বাণ শূর মোবাইল: ৯৫০৩৯১৭২৩৫	₹৩৮,২২,৯২২.১৬ (আটত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার নশো বাইশ টাকা এবং ষোল পয়সা মাত্র), ৩১.০৮.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, অপরিষেবিত সুদ, অন্যান্য মাশুল	সামান্য কমবেশি ১৪.০০ ডেসিমেল জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির সমবন্ধক যার জে এল নং ৩১, প্লট নং আর এস ৪০৬৮, ৪০৬৪, এল আর ৭০৪৮, খতিয়ান নং আর এস ১৫৭২, এল আর ২৪৬৭৯, প্রকৃতি– দোকান, মৌজা– সুলতানগঞ্জ, ব্লক– কালিয়াচক ১, সুলতানগঞ্জ (ব্লক), কাঠচেরাই কলের কাছে, এনএইচ ৩৪, পোঃঅঃ– সুলতানগঞ্জ, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২২০১, সম্পত্তির স্বত্বধারক: মহঃ মুক্তার শেখ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– প্রয়াত জয়নাব বিবির আইনি উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি; দক্ষিণ– সুলতানগঞ্জ রোড; পূর্ব– প্রয়াত হাফিজউদ্দিন শেখের আইনি উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি; পশ্চিম– চলাচলের সাধারণ পরিসর। দখলের প্রকৃতি: প্রতীকী	₹৬১,০৭,০০০.০০ (একষট্টি লক্ষ সাত হাজার টাকা মাত্র) বিড বাড়ানোর মূল্য: ₹১০,০০০.০০ (দশ হাজার টাকা মাত্র)	₹৬,১০,৭০০.০০ (ছয় লক্ষ দশ হাজার সাতশো টাকা মাত্র)	০৯.১০.২০২৬ দুপুর ২টা থেকে ০৯.১০.২০২৬ বিকেল ৪টে

ই–নিলাম পরিচালিত হবে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী **মেসার্স এসআইএসএল ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড–এর https://baanknet.com** ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে। আগ্রহী দরদাতারা অবশ্যই এই বিষয়টি নিশ্চিত করে নেবেন যে, তাঁরা ই–নিলামের ওই ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করেছেন এবং **https://baanknet.com** ওয়েব পোর্টালে দেওয়া নির্দেশিকা মেনে পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা তৈরি ভার্চুয়াল ওয়ালেটে জামানত (ইএমডি) জমা করেছেন।
যে সকল আগ্রহী দরদাতার লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি, ডেটা আপলোড, বিড ডকুমেন্ট জমা দিতে, প্রশিক্ষণ/ প্রদর্শন, অনলাইনে আপসমূলক দরাদরির শর্তাবলি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে সহায়তার প্রয়োজন, তাঁরা **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্ক অফ বরোদার ওয়েবসাইট **https://www.barb.co.in/** এবং **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন।
সারফায়েসি অ্যাক্টে রুল নং ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ নোটিস: এটি ওপরে উল্লিখিত তারিখে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রয়ের জন্য নিলাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর রুল নং ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণের ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের প্রতিও একটি নোটিস।
টীকা:
১. কোনও কারণে বিড/ নিলামের অর্থ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে, সফল দরদাতা/ নিলামে ক্রেতা বিড/ নিলামের অর্থাঙ্কের ওপর সুদ দাবি করার অধিকারী হবেন না।
২. ওপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিকের প্রতীকী দখলে রয়েছে। ব্যাঙ্কের উপলব্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিলামে সফল ক্রেতাকে সম্পত্তির বাস্তবিক দখল হস্তান্তর করা হবে।

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: মালদা — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

বৈংক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

জেডওএসএআরবি, কলকাতা
২১এ, সদানন্দ রোড, ২ নং ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০২৬
ই–মেল: armcal@bankofbaroda.bank.in

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম/ লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	১. **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স এমএসভি ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ** ২. **মিঃ দিব্যেন্দু বিকাশ মাইতি,** পিতা– অশোক মাইতি (ডিরেক্টর তথা জামিনদার) ৩. **মিঃ শীর্ষেন্দু বিকাশ মাইতি,** পিতা– অশোক মাইতি (ডিরেক্টর তথা জামিনদার) ৪. **মিঃ অশোক মাইতি,** পিতা– রামপদ মাইতি (জামিনদার) ৫. **মিসেস আল্পনা মাইতি,** স্বামী– অশোক মাইতি (জামিনদার) ৬. **মিঃ অলক মাইতি (জামিনদার),** পিতা– রামপদ মাইতি উপরোক্ত ক্রম নং ১ থেকে ৬, সকলের ঠিকানা: গ্রাম– কনকপুর, পোঃঅঃ– পাঁশকুড়া আর এস, থানা– পাঁশকুড়া, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১৫২ **৭. পাঁশকুড়া বিদ্যাসাগর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (কর্পোরেট জামিনদার)** **৮. মেসার্স পাঁশকুড়া প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (কর্পোরেট জামিনদার)** **৯. মেসার্স রতুলিয়া সেকেন্ডারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (কর্পোরেট জামিনদার)** **মিঃ ভরত চন্দ্র সাঁতরা,** পিতা– রসিক সাঁতরা (জামিনদার) গ্রাম ও পোঃঅঃ– রতুলিয়া, থানা– পাঁশকুড়া, জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১১৩৯	**সম্পত্তি নং ১:** মেসার্স এমএসভি ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ–এর স্বত্বাধীন যাবতীয় জমি, যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, থানা– পাঁশকুড়া, পিন–৭২১১৩৯, এডিএসআর– পাঁশকুড়া, মৌজা– রতুলিয়া দলবাড়, জে এল নং ১২২, এল আর খতিয়ান নং ২৬৫ ও খতিয়ান নং ২৬৬, আর এস খতিয়ান নং ২৭৭ ও ২৭৩, গোবিন্দনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, বিবিধ আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৬৫–১১৬, ২৬৫–১১৮, ২৬৫–১১৯, ২৬৫–১২০, ২৬৫–১২১/৮১৫, ২৬৫–১২২/৮১৮, ২৬৬–১২১/৮১৪ ও ২৬৬–১২১/৮১৫, পুরো সম্পত্তিতে জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৮৩০ ডেসিমেল, তৎসহ গোডাউন ও অফিস বিল্ডিংসমূহ। **দায়: জানা নেই**	₹ ৫,২৩,৮৭,৭৫৯.৮৬ তৎসহ ৩০.০৯.২০১৮ থেকে অনাদায়ী সুদ (এর থেকে বাদ যাবে পরবর্তীতে আদায়ীকৃত ₹১,৭০,৩৯,৬১৩.০০)	২১.০৯.২০২৬ দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৪টে (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	**সম্পত্তি নং ১** ₹১৪,৪৯,৩০,০০০.০০ ₹১,৪৪,৯৩,০০০.০০ ₹৫০,০০০.০০	প্রতীকী	০৮.০৯.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো
		সম্পত্তি নং ২: মেসার্স এমএসভি ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ–এর স্বত্বাধীন যাবতীয় জমি, যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, থানা– ডেবরা, পিন–৭২১১৩৯, মৌজা– শ্রীরামপুর, জে এল নং ১৬৫, বিবিধ খতিয়ান নং দাগ নং হল ৬৫৪, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৬৪/৮২৩, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৭৭, ৬৭৫/৮৪২, ৬৫৩, ৬৮১/৭৯৩, ৬৮১, পুরো সম্পত্তিতে জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৪১৬ ডেসিমেল, তৎসহ অর্ধনির্মিত গোডাউন, তৎসহ এনএইচ–১৬ থেকে গোডাউন এলাকায় আসা–যাওয়ার রাস্তার জন্য বরাদ্দ ১২৫ ডেসিমেল মাপের জমি। **দায়: জানা নেই**			**সম্পত্তি নং ২** ₹৪,৩৮,৭০,০০০.০০ ₹৪৩,৮৭,০০০.০০ ₹২০,০০০.০০	বাস্তবিক	
		সম্পত্তি নং ৩: শ্রী অশোক মাইতি, শ্রী সুকুমার মাইতি ও শ্রী অলক মাইতির স্বত্বাধীন সম্পূর্ণ জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পূর্ব মেদিনীপুর, থানা– পাঁশকুড়া, পিন–৭২১১৫২, এডিএসআর– পাঁশকুড়া, মৌজা– কনকপুর, জে এল নং ৮২, ওয়ার্ড নং ২, এল আর খতিয়ান নং ৬১/১, ৭০/১, দাগ নং ২৬৪/৫৯৩, ২৫৭/২৬১, ২৯২/২৫৯, পুরো সম্পত্তিতে জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৯৩ ডেসিমেল, তৎসহ গোডাউন। দায়: জানা নেই।			**সম্পত্তি নং ৩** ₹২,৫৯,২০,০০০.০০ ₹২৫,৯২,০০০.০০ ₹২০,০০০.০০	প্রতীকী	

ক্রম নং ১ ও ক্রম নং ৩ সংবলিত সম্পত্তিগুলি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং এইচ১ বিডারের হাতে এগুলির প্রতীকী দখল হস্তান্তর করা হবে। প্রতীকী ও বাস্তবিক দখলে থাকা সম্পত্তিগুলির বিক্রি সংক্রান্ত বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm** এবং **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: **মিঃ ধনেশ্বর সাহু, মোবাইল: ৯১৬৩২৬৫৫৮৬।**

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য — SCAN HERE
তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

“দলীপ ফাইনালে ওঠার অনুভূতি দারুণ। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ক'টা দিন মাঠে থাকব, একে অপরের কাঁধে হাত রেখে সবাই মিলে উপভোগ করব — মুকেশ কুমার

সরকারের আর্থিক সাহায্যে খুশি

রাজ্য ছাড়ছেন না তাহুরা

তাহুরা খাতুন। ফাইল ছবি

নজরুল ইসলাম

২০২১ থেকে ২০২৬, বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় একের পর এক পদক। আন্তর্জাতিক মঞ্চেও সাফল্য। হংকংয়ে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতেছেন তাহুরা খাতুন। অবশেষে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেলেন বাংলার এই সম্ভাবনাময়ী অ্যাথলিট। তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ রাজ্য সরকার সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার দিয়েছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পাওয়ার পর আগের রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে অনেক অ্যাথলিটই বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। মাস তিনেক আগে তাহুরাও রাজ্য ছাড়ার কথা ভেবেছিলেন। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। বর্তমান সরকার পাশে দাঁড়ানোয় আর রাজ্য ছাড়ার কথা ভাবছেন না তিনি।

অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতে সোনা জিতে দেশে ফেরার পর রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ সংবর্ধনা দিয়েছিলেন। তাহুরা বলছিলেন, ‘এখানে অ্যাথলিটরা তেমন সম্মান, অর্থ কিছুই পেত না। জাতীয় স্তরে পদক পাওয়ার পরও আগের সরকার হোক কিংবা রাজ্য সংস্থা, কোনও পক্ষের কাছ থেকেই আর্থিক সাহায্য পায়নি। খাওয়া–দাওয়া থেকে শুরু করে সরঞ্জাম কেনা, এসব কিছুতে প্রচুর টাকা লাগে। অ্যাথলিটরা গরিব ঘর থেকে উঠে আসে। আমরা অত টাকা কীভাবে জোগাড় করব? এই সরকার যেভাবে পাশে দাঁড়াল, খুব ভাল লাগছে। মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

রাজ্য সরকারের এই আর্থিক পুরস্কার অ্যাথলিটদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াবে মনে করছেন তাহুরা। বলেন, ‘ভাল পারফরমেন্স করলে আর্থিক পুরস্কার পাওয়া যাবে। এটা অ্যাথলিটদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়াব। এতে জাতীয় স্তরে বাংলার সুনাম আরও বাড়বে। কোনও অ্যাথলিট টাকার জন্য আর বাংলা ছাড়বে না।’

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের প্রত্যন্ত গ্রাম ফুলবাড়ি থেকে উঠে এসেছেন তাহুরা। ছোটবেলায় গ্রামে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট খেলতেন। বেশি দৌড়াদৌড়ি করতেন বলে তাঁর বাবা ভাঙড় স্পোর্টস অ্যাকাডেমিতে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই অ্যাথলেটিক্সে যাত্রা শুরু। ভাঙড় স্পোর্টস অ্যাকাডেমির কোচ বাকবুল ইসলামের হাত ধরেই উঠে আসা। বাংলার হয়ে জুনিয়র পর্যায়ে ভাল পারফরমেন্স। ২০২১ সালে জুনিয়র ন্যাশনালে সোনা জয়। তারপর ট্রায়াল দিয়েই সাইতে সুযোগ। কলকাতা সাইতে কল্যাণ চৌধুরির হাতে তৈরি তাহুরা।

কৃষক পরিবারের সন্তান তাহুরা জাতীয় সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেয়েছেন। অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতে সোনা। ব্যক্তিগত ইভেন্টে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়। অক্টোবরে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। রিলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিভাগেও সোনা জেতাই লক্ষ্য। সরকারের আর্থিক সাহায্য আরও ভাল করার প্রেরণা জোগাচ্ছে তাহুরাকে।

টিটি দলের সঙ্গে সৌম্যদীপ

আজকালের প্রতিবেদন

জাপানে আসন্ন এশিয়ান গেমসে ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের সঙ্গে যাবেন প্রাক্তন টিটি প্লেয়ার, বর্তমানে কোচ সৌম্যদীপ রায়। এশিয়াডের দলে তাঁর তিন ছাত্রছাত্রী আছেন। পায়াস জৈন, সুতীর্থা মুখার্জি এবং সিন্ড্রেলা দাস। ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে তাঁদের সাহায্য করার জন্যই জাপানে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন সৌম্যদীপ। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে। ফলে ভারতীয় টিটি দলের সঙ্গে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবেই জাপানে যাবেন সৌম্যদীপ।

সম্প্রতি সুইডেনে ইওরোপ স্ম্যাশে গিয়েছিলেন তিনি। প্রথম কয়েকদিন জাতীয় কোচ, ইতালির ম্যাসিমো কস্তানটিনি অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁর পরিবর্তে প্লেয়ারদের পরামর্শ দিয়ে পাশে ছিলেন সৌম্যদীপ। পরে এর জন্য সৌম্যদীপকে ধন্যবাদও জানান ম্যাসিমো। বৃহস্পতিবার সৌম্যদীপ বলছিলেন, ‘আমি খুশি পায়াস, সুতীর্থা, সিন্ড্রেলাদের পাশে থাকতে পারব এশিয়ান গেমসে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের কথা ভেবে ডব্লুটিটি ইভেন্টগুলোতেও আমি ওদের সঙ্গে যাই। সেই লক্ষ্যেই জাপানে যাব। কিন্তু তার থেকেও বেশি খুশি হব গোটা দলকে সাহায্য করতে পারলে। কারণ ব্যক্তিগত লক্ষ্যের থেকেও গোটা দলের সাফল্যের গুরুত্ব এশিয়াডের মতো মঞ্চে অনেক বেশি। এটা প্রত্যেকেরই মানসিকতা হওয়া উচিত।’

পিছিয়ে পড়েও জয় আলকারাজের

আজকালের প্রতিবেদন

প্রথম সেট হারের পর তাঁর অনুরাগীরা একটু হলেও চিন্তায় পড়েছিলেন। কিন্তু কাউকেই হতাশ করেননি স্প্যানিয়ার্ড। ইউএস ওপেনে পুরুষ সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে জিতলেন কার্লোস আলকারাজ। আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে তিনি ৪–৬, ৬–০, ৬–৩, ৬–২ সেটে হারান পর্তুগালের জেমি ফারিয়াকে। প্রথম সেট হারলেও একটুও বিচলিত হননি আলকারাজ। পরের তিনটি সেটের ফল সেটাই প্রমাণ করছে। তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজের প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের উ ওয়াইবিং। তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন স্টেফানোস সিতসিপাস। ৬–৭ (১/৭), ৬–৩, ৭–৬ (৭/৪), ৬–৪ সেটে হারান লয়েড হ্যারিসকে। মহিলা সিঙ্গলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে ঝড় তুলে জিতলেন শীর্ষবাছাই অ্যারিনা সাবালেঙ্কা। ৬–১, ৬–১ সেটে উড়িয়ে দিলেন রাশিয়ার পোলিনা লাতচেঙ্কোকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে এলিনা স্বিতোলিনা ৬–২, ৬–৭ (৬/৮), ৬–৪ হারান মায়া জয়েন্টকে।

জনসাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি

অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদ রেজিস্ট্রেশন নং: IV 03759/2016

নিবন্ধিত কার্যালয়:

B-78, Satellite Town, Siliguri, P.S. Bhaktinagar, Dist. Jalpaiguri, West Bengal - 734015

গুরুত্বপূর্ণ গণ বিজ্ঞপ্তি ঃ চেয়ারম্যান পদে পরিবর্তন সংক্রান্ত

এতদ্বারা অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের সকল সদস্য, ট্রাস্টি, উপকারভোগী, দাতা, সরকারি দপ্তর, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংগঠন এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের ট্রাস্টি বোর্ডের একটি যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত সভা ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখ সকাল ১০:০০ টায় শঙ্করপুর, রাঙাভিটা, পোঃ ও থানা গাজোল, জেলা-মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২১২৪-এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ট্রাস্টের প্রশাসন, পরিচালনা, শাসনব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর ট্রাস্টি বোর্ড নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১. **শ্রী মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্যের চেয়ারম্যান পদে সাময়িক বরখাস্ত** ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রী মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্যকে ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখ থেকে তিন (৩) বছরের জন্য অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের চেয়ারম্যান পদ ও চেয়ারম্যানের যাবতীয় কার্যকরী ক্ষমতা থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত (Suspended) করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ট্রাস্টি বোর্ডের সামনে উত্থাপিত ট্রাস্টের নিয়ম লঙ্ঘন, প্রশাসনিক অনিয়ম এবং ট্রাস্টের তহবিল ও সম্পত্তি সংক্রান্ত কথিত আর্থিক অনিয়মের বিষয়গুলি বিবেচনা করে। তবে শ্রী মুকুল চন্দ্র বৈরাগ্যকে ট্রাস্টি বোর্ড থেকে অপসারণ করা হয়নি। তিনি শুধুমাত্র ট্রাস্টি / ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে বহাল থাকবেন, ট্রাস্টের ট্রাস্ট ডিড এবং প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী। সাময়িক বরখাস্তের সময়কালে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা নিজেকে চেয়ারম্যান হিসেবে পরিচয় দিতে পারবেন না। ২. **নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রী পার্থ বিশ্বাসের নিয়োগ** ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রী পার্থ বিশ্বাসকে ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখ থেকে অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। অতএব, সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সদস্য, সরকারি দপ্তর, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতা, উপকারভোগী এবং বিভিন্ন সংগঠনকে অবগত করা যাচ্ছে যে, শ্রী পার্থ বিশ্বাস এখন থেকে ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, ট্রাস্ট ডিড ও প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী। ৩. **সর্বসাধারণের অবগতির জন্য** সকল সরকারি দপ্তর, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দাতা, উপকারভোগী, সদস্য, বিভিন্ন সংগঠন এবং ট্রাস্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত পরিবর্তনটি নথিভুক্ত করুন এবং ট্রাস্ট সংক্রান্ত সকল প্রকার যোগাযোগ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও লেনদেন শুধুমাত্র বৈধভাবে অনুমোদিত ট্রাস্টি ও পদাধিকারীদের সঙ্গে সম্পন্ন করুন। ট্রাস্টের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুষ্ঠু প্রশাসন এবং ট্রাস্টের তহবিল, সম্পত্তি ও সম্পদ সুরক্ষার স্বার্থে ট্রাস্টি বোর্ড উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই বিজ্ঞপ্তি ২৯ আগস্ট ২০২৬ তারিখে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তর ভিত্তিতে প্রকাশ করা হলো। ট্রাস্টি বোর্ডের আদেশক্রমে অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের পক্ষ থেকে।

চেয়ারম্যান
শ্রী পার্থ বিশ্বাস (Partha Biswas)
অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদ।
অনুপ কুমার মন্ডল (Anup Kr. Mandal) Vice Chairman
অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি ট্রাস্ট ডিডের বিধান এবং প্রযোজ্য আইন সাপেক্ষে প্রকাশ করা হলো।

ফর্ম নং এনসিএলটি ৩এ
পিটিশনের বিস্তারিত বিজ্ঞাপণ
[রুল ১৬(১) দ্রষ্টব্য]
ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ, কলকাতা–এর সমক্ষে
কোম্পানি পিটিশন সি.পি (সিএএ) নং ৭৮/কেবি/২০২৬
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন (সিএএ) নং ৩৬/...

...

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৬ (স্বা/–)
স্থান: কলকাতা রাধিকা পাটোদিয়া
অংশীদার,
মারোতি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস,
চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস
১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং,
৫নং ফ্লোর, রুম নং এন–৫০৩
কলকাতা– ৭০০০০১

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল–এর সমক্ষে
কলকাতা বেঞ্চ
ফর্ম নং এনসিএলটি ৩এ
পিটিশনের বিস্তারিত বিজ্ঞাপণ
কোম্পানি পিটিশন নং (সিএএ)/ ৪৭ (কেবি) ২০২৬
কোম্পানি অ্যাপ্লিকেশন নং (সিএএ)/ ১৬৪ (কেবি) ২০২৫–এর সাথে যুক্ত
সম্পর্কিত বিষয়: –কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩–এর ২৩০ থেকে ২৩২ নম্বর ধারা;

...

একটি প্রতিলিপি উক্ত নোটিসের সাথে প্রদান করতে হবে। এর জন্য নির্ধারিত চার্জ প্রদানের সাপেক্ষে ইচ্ছুক যে কোনও ব্যক্তিকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক পিটিশনের একটি প্রতিলিপি প্রদান করা হবে।

স্কিল ডাই কেম প্রাইভেট লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
মিঃ রাজেশ আগরওয়াল
স্থান: কলকাতা (ডিরেক্টর)
তারিখ: ৩১.০৮.২০২৬ DIN: 00569487

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (Union Bank of India — A Government of India Undertaking)

আঞ্চলিক কার্যালয়: বৃহত্তর কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট এলাকা
কলকাতা–৭০০০৭১
ই–মেল: crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank.in

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিশাল ই–নিলাম (সারফায়েসি আইনের অধীনে)

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহের ক্ষেত্রে নিয়ম ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর / অস্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর কাছে বন্ধক রাখা/ রেহানাবদ্ধ/ জমা রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নলিখিত স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর পাওনা অর্থাঙ্ক (নীচে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত) পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সুরক্ষিত ঋণদাতা রূপে এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি(গুলি) **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে ১৩.১০.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।

উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তি(গুলি)র নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) এখানে নীচে সংশ্লিষ্ট সুরক্ষিত সম্পত্তির পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা https://baanknet.com ওয়েব পোর্টালে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে, অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি ‘অনলাইন ই–নিলাম’ পদ্ধতিতে https://baanknet.com ওয়েবসাইট এবং BAANKNET ই–কমার্স ওয়েবসাইট অর্থাৎ, support.BAANKNET@psballiance.com–এর মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

নিলামের তারিখ ও সময়: ১৩ অক্টোবর, ২০২৬, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা
বিড/ ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ই–নিলাম শুরু হওয়ার আগে যে কোনও সময়ে
ইএমডি প্রদানের উপায়: ডাকদাতা নিজের BAANKNET ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা দেবেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতা / শাখার নাম খ) সম্পত্তির বিবরণ গ) স্বত্বধারকের নাম ঘ) সম্পত্তির আইডি (সম্পত্তিটি যদি ইতিমধ্যেই BAANKNET পোর্টালে আপলোড করা হয়ে থাকে)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (₹) খ) বায়না অর্থাঙ্ক বা ইএমডি (₹)	ডাক সম্প্রসারণের সময়সীমা এবং ডাক বাড়ানোর মূল্য	অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক	ক) ব্যাঙ্কের জানা দায় খ) দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)
১.	ক) মিঃ পার্থ প্রতিম চক্রবর্তী, পিতা– পরিতোষ চক্রবর্তী, সোদপুর শাখা (৫৫৪৩৮৩) খ) সম্পত্তি: সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা ১২ ছটাক ২৮ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ, তৎসহ এই জমির উপরিনির্মিত প্রেমিসেসের যৌথ এলাকা ও সাধারণ সুযোগ–সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত জমিতে নির্মিত এবং মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৭৬, জে এম অ্যাভিনিউ, ডাকঘর– পানশিলা, থানা– খড়দহ, কলকাতা–৭০০১১২, পানিহাটি পুরসভার ... ঘ) UBINKOLKOG7770	ক) ₹২৬,৬০,০০০.০০ খ) ₹২,৬৬,০০০.০০	১০ মিনিটের সম্প্রসারণে ডাক বাড়ানোর মূল্য: ₹২৬,৬০০.০০	₹১৭,৩৩,১১৩.১৩ (সতেরো লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশো তেরো টাকা এবং তেরো পয়সা মাত্র), তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের পরে আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে চুক্তিমাফিক হারে পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ	ক) অনুমোদিত আধিকারিকের জানা নেই খ) গঠনমূলক দখল

কোনও অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: মিঃ বিপিন ফ্রান্সিস, মোবাইল: ৮০৮৬৬ ৬২২৩৩

...

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৬(২) ও ৮(৬)/৯(১) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ওপরে উল্লিখিত তারিখে নির্ধারিত ই–নিলাম বিক্রয় আয়োজনে উপরিলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এর প্রতি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর নিয়ম ৬(২) ও ৮(৬) / ৯(১) অধীনে এটি একটি বিজ্ঞপ্তি হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে।

ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি নিম্নরূপ:

...

বিশেষ নির্দেশাবলি/সতর্কবার্তা

...

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Chola — Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস:
‘চোলা ক্রেস্ট’, সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি–৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিণ্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা–৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

ডিমান্ড নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ধারা ১৩[২]–এর অধীনে জারি করা ডিমান্ড নোটিশ

নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতাকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আপনার বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ঋণগ্রহীতার/দের জন্য অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ সহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে আপনাকে পাঠানো এই আইনের ধারা ১৩(২)–এর অধীনে নোটিশটি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। অতএব, আপনাকে এতদ্বারা নোটিশটি গ্রহণ করতে এবং এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লেখিত বকেয়া ঋণের পরিমাণ এবং তার উপর অর্জিত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অন্যথায় কোম্পানি তার বকেয়া অর্থ, সুদ এবং খরচ আদায়ের জন্য নিচে উল্লিখিত জামানত বাজেয়াপ্ত করে এই আইনের ধারা ১৩–এর উপ–ধারা (৪)–এর অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে আপনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে। বলাই বাহুল্য যে, এই নোটিশটি কোম্পানির কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর ও নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ঋণের পরিমাণ
ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর: X0HEGKL00002738048, X0HEGKL00002830791 ১. জীবন লাল শর্মা (আবেদনকারী) সি/ও. সোনালাল শর্মা ...	সম্পত্তি নং ১ – বিল্ডিংয়ের একতলায় একটি দোকান, যার সুপার বিল্ট–আপ এলাকা ২১৬০ বর্গফুট, এবং বিল্ডিংয়ের একতলায় একটি ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট–আপ এলাকা ৭৮০ বর্গফুট, এবং ভবনের দোতলায় একটি ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট–আপ এলাকা ...	₹ ৩,৪৭,০০,০০০.০০ (তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা) এবং ₹ ২,০০,০০০.০০ ...

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

লিওর জন্য বিদায়ী ম্যাচের ভাবনা

এখনই মেসির বিকল্প দেখছি না

শ্যাম থাপা

মেসি ক্লাসিক ফুটবলার। ওর ওই ড্রিবলিং, ওই পাসিং, ওই ফ্রি–কিক, ওই পজিশনাল প্লে— প্রত্যেকটা মাস্টার ক্লাস। সর্বোচ্চ পর্যায়ের ওপরেও যদি কিছু থেকে থাকে, তা হলে সেটাই। অন্য গ্রহের ফুটবল, অন্য গ্রহের ফুটবলার বলতে আমি মেসিকেই বুঝি। এ রকম একজন সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরে তার দলে যে বিশাল শূন্যতা তৈরি হল, বলাই বাহুল্য। আর্জেন্টিনা দলের এখন ঠিক সেই অবস্থা। সমাজমাধ্যমে অবসর ঘোষণার চিঠিতে মেসি জানিয়েছে, আর্জেন্টিনায় তার পিছনে দুর্দান্ত কিছু তরুণ ফুটবলার উঠে এসেছে। তাদের এখন জাতীয় দলে নিজেদের আরও বেশি করে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়া মেসির সরে দাঁড়ানোর অন্যতম একটা কারণ। তবে আমি মনে করি, মেসি আরও ২–৩ বছর দেশের জার্সিতে খেলতেই পারত। লিওনেল মেসিকে তো আর দল থেকে কেউ বাদ দিতে পারত না! তাই হয়তো আগামী বিশ্বকাপের অনেক আগেই আর্জেন্টিনা দলকে পুনর্গঠন করার সুযোগ দিতে মেসি এখনই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে নিল।

কিন্তু যে ফুটবলার ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করে আর্জেন্টিনার সর্বকালের সর্বাধিক ম্যাচ ও সর্বোচ্চ গোলের মালিক, সেই মেসির বিকল্প কোনও খেলোয়াড় মারাদোনার দেশের আদৌ আছে কি? কেবল আর্জেন্টিনাই কেন, গোটা ফুটবল দুনিয়ায় আছে?

মাস দেড়েক আগেই বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার সব ম্যাচ টিভিতে দেখে যা বুঝেছি, মেসির অবসরের পর ওদের দলে এখন বিশ্বমানের আক্রমণাত্মক ফুটবলার বলতে মূলত চারজন। লাওতারো মার্টিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, এনজো ফার্নান্ডেজ। কিন্তু এরা কি মেসির মতো ধারাবাহিক ভাবে ম্যাচের পর ম্যাচে চোখধাঁধানো ড্রিবলিংয়ে বিপক্ষের রক্ষণকে চুরমার করতে, ভয়ঙ্কর ফ্রি–কিক মারতে, ভূরি ভূরি গোল দিতে, অ্যাসিস্ট করতে পারবে?

আবার এটাও ঠিক, সব খেলোয়াড়কেই একদিন না একদিন মাঠকে বিদায় জানাতে হয়। তার জায়গা নেয় পরের প্রজন্মের কেউ। হয়তো সাফল্যে পূর্বসূরিকেও ছাপিয়ে যায়। যেমন মারাদোনার অবসরের পর মেসি এসে তার ‘গুরু’কেও ছাপিয়ে গেছে। কে বলতে পারে, মেসির অবসরের পর তেমন কিছু ঘটবে না?

যদিও এখনই সেই আশা দুরাশা। সময় বলবে। আমি তো বলব, এই মুহূর্তে ভিনিসিয়াস, ইয়ামাল, এমনকী এমবাপের পক্ষেও বিশ্ব ফুটবলের মঞ্চে মেসির অভাব পুরোপুরি পূরণ অসম্ভব। মেসির মতো চোখের আরাম অন্য কারও ফুটবলেই যে নেই!

বিশেষ সম্মান আর্জেন্টিনার

আজকালের প্রতিবেদন

৩১ আগস্ট, সোমবার। ভারতীয় সময় সন্ধে নাগাদ সোশ্যাল মিডিয়া–সহ সর্বত্র দাবানলের মতো একটি খবর ছড়িয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে চিরতরে বিদায় জানালেন লিওনেল মেসি। ফুটবল রাজপুত্রের এই হঠাৎ অবসর আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন মেনে নিচ্ছে না। তারা মেসির সম্মানে বিশেষ বিদায়ী ম্যাচ আয়োজনের ভাবনাচিন্তা করছে। সেটাও দেশের মাটিতেই। ফলে লিওকে আরও একবার সেই নীল–সাদা জার্সি গায়ে খেলতে দেখার সুযোগ পেতে পারেন ফুটবলভক্তরা। তবে এক্ষেত্রে মেসির মতকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

মেসিকে সম্মান জানিয়ে আরও একটি বিশেষ পরিকল্পনা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর সেদেশের সব ফুটবল ম্যাচে (নারী–পুরুষ নির্বিশেষে) ১০ মিনিটের মাথায় খেলা কিছুক্ষণ থামানো হবে। এক মিনিট ধরে করতালি দিয়ে মেসিকে সম্মান জানানো হবে। যে স্টেডিয়ামগুলিতে ভিডিও স্কোরবোর্ড আছে, সেখানে ম্যাচ শুরুর আগে মেসির ফুটবল যাত্রার বিভিন্ন ছবি প্রদর্শিত হবে।

এদিকে, মেসির বিদায়ের পর আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সি চিরতরে লকারে তুলে রাখার দাবি উঠেছিল। এএফএ–রও সায় ছিল। কিন্তু ফিফার একটি নিয়মের কারণে তা করা কঠিন। আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে জাতীয় দলগুলিকে প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্য নির্ধারিত জার্সি নম্বর ব্যবহার করতে হয়। যেমন, বিশ্বকাপে প্রতিটি দলে ২৬ জন ফুটবলার থাকে। তখন ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত জার্সি নম্বর ব্যবহার করা যায়। তবে আর্জেন্টিনা চাইলে নিজেদের প্রীতি ম্যাচে ১০ নম্বর জার্সি তুলে রাখতে পারে। কিন্তু কোপা আমেরিকা বা ফিফা বিশ্বকাপে তা হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

এশিয়ান গেমসে কোচ লক্ষ্মণই

‘রোহিতকে নিয়ে গুজব বন্ধ হোক’

আজকালের প্রতিবেদন

একদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ। সেই সময়েই জাপানে এশিয়ান গেমস। দুই ঘরানার দুটি আলাদা দল যেমন দরকার, তেমনই দরকার দু’জন আলাদা কোচ। গৌতম গম্ভীর একদিনের সিরিজে ব্যস্ত থাকবেন। ফলে, টি২০–র দলে কোচের দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। এই জল্পনাতেই সিলমোহর দিল বোর্ড। জানিয়ে দেওয়া হল, জাপানে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান গেমসের দলের দায়িত্বে থাকবেন লক্ষ্মণ। এই হায়দরাবাদি প্রাক্তন ক্রিকেটার অবশ্য আগের এশিয়ান গেমসেও দলের কোচের দায়িত্বে ছিলেন। কোচিং স্টাফ হিসেবে লক্ষ্মণের সঙ্গে থাকছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল যোশি, হৃষীকেশ কানিতকার এবং শুভদীপ ঘোষ। লক্ষ্মণকে আর ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট পদে পুনর্নিয়োগ করা হবে না, এমনটাও জানানো হয়েছে। বোর্ডের ইঙ্গিত, ভবিষ্যতে আরও কোনও বড় দায়িত্ব হয়তো তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে।

বোর্ডের এই সভায় শুধু এশিয়ান গেমসের কোচ বেছে নেওয়া নয়, আরও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। টেস্ট ও একদিনের অধিনায়ক শুভমান গিল, টি২০–র অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর। বোর্ড সভাপতি মিঠুন মানহাস, বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়াও হাজির ছিলেন। তবে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার এই বৈঠকে ছিলেন না। বোর্ড সচিবের দাবি, ‘জরুরি ভিত্তিতে এই সভা ডাকা হয়েছে। প্রধান নির্বাচক শহরের বাইরে, তাই থাকতে পারেননি। তিনি এমন এক জায়গায় আছেন, যেখানে নেটওয়ার্ক নেই। তাই অনলাইনেও থাকতে পারেননি।’ বোর্ড সূত্রের দাবি, বিষয়টি এতটা সরলও নয়। সামনের মাসেই আগরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরও তিনি প্রধান নির্বাচক থাকবেন কি না, প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেল।

কিন্তু রোহিত শর্মাকে নিয়ে কি কোনও আলোচনা হয়েছে? বোর্ড সচিবের দাবি, ‘রোহিতকে নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও বদল হয়নি। শেষ ম্যাচেও ১৩৮ রান করেছে। আপনারা আর কী চান? ওকে নিয়ে গুজব ছড়ানো বন্ধ হোক।’

হারিয়ে যাননি, প্রমাণ মুকেশের

আজকালের প্রতিবেদন

দীর্ঘ চোটের ধাক্কা কাটিয়ে আবার সেই চেনা বিষাক্ত সুইং, সেই নিখুঁত লাইন–লেংথে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন বাংলার ক্রিকেটার মুকেশ কুমার। দলীপ ট্রফির সেমিফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে দু’ইনিংস মিলিয়ে ৭ উইকেট নিয়ে কার্যত একা হাতে পূর্বাঞ্চলকে ফাইনালে তোলার নেপথ্য কান্ডারি মুকেশই। আপাতত ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে ভাবলেও মুকেশ যে ভারতীয় দলে নিজের জায়গা ফিরে পেতে মরিয়া, বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলার এই মিডিয়াম পেসার বলছিলেন, ‘দলীপ ফাইনালে ওঠার অনুভূতি সবসময় দারুণ। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে ক’টা দিন মাঠে থাকব, একে অপরের কাঁধে হাত রেখে সবাই মিলে উপভোগ করব। কোনও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়, পাঁচ–ছ’জন ক্রিকেটার সামান্য অবদান রাখলেই জেতার পথ প্রশস্ত হবে।’

বল হাতে ম্যাচের ছবি পাল্টে দেওয়া প্রসঙ্গে মুকেশের মন্তব্য, ‘তৃতীয় দিনে দ্রুত কিছু উইকেট পাওয়া আর ম্যাচের শেষ দিন সকালেও দুটো উইকেট তুলে নেওয়াই মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। উইকেটের একটা নির্দিষ্ট স্পটে লেংথ বল করলেই মুভমেন্ট হচ্ছিল। আমরা চেষ্টা করছিলাম প্রতিটা বল ওই জায়গা করে যাওয়ার। জায়গায় বল ফেলাই লাল বলের আসল খেলা।’

গত মরশুমের চোট এখনও বঙ্গ পেসারকে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে দেয় না। মুকেশের কথায়, ‘গত মরশুমে এই মাঠেই চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলাম। তারপর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব সেরে রনজি ট্রফিতে ফিরলেও খুব বেশি ম্যাচ খেলতে পারিনি। এবার প্রথম ম্যাচে প্রভাব ফেলতে পেরে দারুণ লাগছে। প্রতিটা রনজি মরশুমই ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। পারফর্ম করলেই আবার সুযোগ আসবে।’ একই সঙ্গে সিনিয়র সতীর্থ মহম্মদ সামির অবদান নিয়ে তাঁর মত, ‘সামি ভাইয়ের সঙ্গে বল করা একটা শিক্ষণীয় অধ্যায়। এই উইকেটে কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে মিড–অন বা মিড–অফে থাকা সামি ভাই, অভিমন্যু কিংবা অধিনায়ক ঈশানের সঙ্গে অনবরত আলোচনা করছিলাম।’ ভারতীয় ক্রিকেটে সাড়া ফেলে দেওয়া বৈভব সূর্যবংশীতে মেতেছেন মুকেশ কুমারও। ঈশানের অনুপস্থিতিতে মুকেশদের অধিনায়কত্ব সাময়িকভাবে সামলেছে বৈভব। ভারতীয় ক্রিকেটের এই মুহূর্তে সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র নিয়ে মুকেশের মূল্যায়ন, ‘বৈভবকে কেবল এক ফরম্যাটের খেলোয়াড় বলে দাগিয়ে দেওয়া ভুল হবে। ওকে খোলা মনে নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে দিতে হবে।’ রবিবার বৈভব, মুকেশদের ট্রফি জয়ের লড়াই শুরু। দলীপ ট্রফি ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের সামনে দুরন্ত ফর্মে থাকা তিলক ভার্মার দক্ষিণাঞ্চল।

বড় ম্যাচে রিজার্ভেই ভরসা ইস্টবেঙ্গলের

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ আর মাত্র কয়েকদিন পরেই। ডুরান্ড ফাইনালে বড় ব্যবধানে হারের পর এই ম্যাচটি জিতে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে মরিয়া মোহনবাগান। শুধু জয় না। বাগান শিবির চাইছে, বড় ব্যবধানে ইস্টবেঙ্গলকে হারাতে। তাই সিনিয়র দল থেকে একঝাঁক ফুটবলারকে এই ম্যাচে খেলানোর ভাবনা রয়েছে সবুজ–মেরুন ম্যানেজমেন্টের। দু’দলের ফুটবলারদের মিলিয়ে মিশিয়ে অনুশীলন করিয়ে দেখে নেওয়া হচ্ছে। জানা গিয়েছে, হালকা চোট রয়েছে সায়ন ব্যানার্জির। তবে বাগান সূত্রে খবর, তাঁর চোট গুরুতর নয়। ডার্বিতে খেলতে কোনও সমস্যা হবে না। অন্যদিকে, মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড খেলার জন্য সম্মতি পাঠিয়েছে আইএফএ–কে। যদিও তাদের শর্ত, ৬ অক্টোবরের মধ্যে শিল্ড শেষ করতে হবে।

লিগের ডার্বিতে মোহনবাগানের ভাবনায় সিনিয়র দলের ফুটবলাররা থাকলেও, ইস্টবেঙ্গল আপাতত ভরসা রাখছে কলকাতা লিগের রিজার্ভ দলের ওপরেই। বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার তাদের অনুশীলনে ছুটি ছিল। অর্থাৎ, ডার্বির আগে মাত্র দু’দিন অনুশীলন করবে অর্চিস্মান বিশ্বাসের ফুটবলাররা। তন্ময় দাস, মনোতোষ মাঝি, গৌরব সাউদের কাঁধেই লাল–হলুদকে ডার্বি জেতানোর দায়িত্ব থাকছে। সিনিয়র দলের কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস নাকি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রিজার্ভের ফুটবলাররা যখন বাকি ম্যাচগুলি লড়ে নিতে পেরেছেন, তখন ডার্বিটাও পারবেন। সিনিয়রের ফুটবলারদের ডার্বি খেলতে পাঠালে, রিজার্ভের ফুটবলারদের মনসংযোগে চিড় ধরতে পারে।

হাবাসের এই সিদ্ধান্ত তাতাচ্ছে কলকাতা লিগের দলকে। তাঁরাও ম্যাচটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিচ্ছেন। কারণ, মোহনবাগানের সিনিয়র দলের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে যদি তাঁরা লড়াই করে জিততে পারেন, তাহলে সিনিয়র কোচের চোখ পড়বেই। ফলে খুলে যেতে পারে সিনিয়র দলের দরজাও। তবে ইস্টবেঙ্গল স্ট্রাইকার জেসিন টিকে গোড়ালির চোটের জন্য আপাতত বেশ কিছুদিন মাঠের বাইরে। বৃহস্পতিবার তিনি সিনিয়র দলের অনুশীলনেও ছিলেন না।

ডার্বি আয়োজনে সেজে উঠছে বারাসত স্টেডিয়াম

সোহম সেনগুপ্ত
বারাসত, ৩ সেপ্টেম্বর

ইতিহাসের অপেক্ষায় বারাসত। ৭ সেপ্টেম্বর বারাসতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমবার মুখোমুখি হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। এই বড় ম্যাচ ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজতে শুরু করেছে বারাসত স্টেডিয়াম। ডার্বি ম্যাচকে কেন্দ্র করে দর্শকদের উন্মাদনার পাশাপাশি টিকিটের চাহিদাও এখন তুঙ্গে। জানা গেছে বারাসত স্টেডিয়ামে এই ডার্বি ম্যাচ আয়োজনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন বারাসতের বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি। তাঁর উদ্যোগে ইতিমধ্যেই স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো সংস্কারের পাশাপাশি ডার্বির জন্য ফ্লাডলাইটও পরীক্ষা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আইএফএ সচিবের উপস্থিতিতে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে ডার্বি ম্যাচ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন বিধায়ক। বৈঠকের পর ফ্লাডলাইট পরীক্ষা করা হলে আইএফএ–র পক্ষ থেকে ম্যাচ আয়োজনের জন্য সবুজ সঙ্কেত মেলে।

বড় ম্যাচে দর্শকদের বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে স্টেডিয়ামে নতুন একটি গেট তৈরির কাজও চলছে জোরকদমে। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য আলাদা ব্লকের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। নিরাপত্তা, দর্শকদের প্রবেশ এবং দুই দলের খেলোয়াড় ও টিমবাসের নিরাপত্তা নিয়েও পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করতে প্রস্তুতি চলছে এখন।

বিধায়ক শঙ্কর চ্যাটার্জি বলেন, ‘বারাসত স্টেডিয়ামকে খেলার উপযোগী করা এবং বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গল–মোহনবাগান ডার্বি ম্যাচ করানো নিয়ে আমি চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম। ৭ সেপ্টেম্বর বারাসতে সেই বড় ম্যাচ হতে চলেছে।’ সব মিলিয়ে ডার্বি নিয়ে বারাসতে বাড়ছে উত্তাপ।

(বারাসত স্টেডিয়ামের এই মাঠেই জমে উঠবে ডার্বি। ছবি: প্রতিবেদক)

স্মৃতি-দীপ্তির নজিরে বড় জয়

৬৪ বলে ১২৪। মারমুখী স্মৃতি মানধানা। ছবি: পিটিআই

আজকালের প্রতিবেদন

মেয়েদের এশিয়া কাপে হংকংকে ১৩৭ রানে হারিয়ে ভারত সেমিফাইনালে উঠল। বৃহস্পতিবার দুবাইয়ে গ্রুপ ‘এ’–র এই ম্যাচে ভারতের ২০ ওভারে ১৯৩/৫–এর জবাবে হংকং ১৬.২ ওভারে ৫৬ অলআউট। বাঁহাতি ওপেনার স্মৃতি মানধানার দুরন্ত শতরান (৬৪ বলে ১২৪ রান, ১৪টি চার, ৭টি ছয়) এবং অফস্পিনার দীপ্তি শর্মার (৩ ওভারে ৩/৯) বোলিং দাপটে ভারতের একতরফা জয়।

এই দুই ভারতীয় খেলোয়াড়ই এদিন মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন। স্মৃতি (১০৮৮০) টপকে গেলেন তিন ফরম্যাট মিলিয়ে মিতালি রাজের (১০৮৬৮) সর্বাধিক রানের নজিরকে। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে স্মৃতি আন্তর্জাতিক শতরানের সংখ্যাতেও (১৮) এখন এক নম্বর। অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিংকে (১৭) টপকে। দীপ্তির দখলে এখন আন্তর্জাতিক টি২০–তে সর্বাধিক উইকেট (১৭৪)। টপকালেন থাইল্যান্ডের থিপাটচা পুত্তাওয়ংকে (১৭৩)। শনিবার গ্রুপ সেরা হওয়ার ম্যাচে ভারতের লড়াই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ভারত ২০ ওভারে ১৯৩/৫, স্মৃতি ১২৪ (৬৪), মারিনা ২/৪৬, হংকং ১৬.২ ওভারে ৫৬, নাতাশা ১৫, দীপ্তি ৩/৯।

■ ভারত ১৩৭ রানে জয়ী ■ ম্যাচের সেরা: স্মৃতি মানধানা

ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা খেলবে কলকাতায়

আজকালের প্রতিবেদন

জাতীয় স্তরে লাগাতার সাফল্যের মাঝেই এবার আন্তর্জাতিক ফুটবলেও নিজেদের ছাপ রাখতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল। এই প্রথমবার এএফসি উওমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে তারা। বৃহস্পতিবার কুয়ালালামপুরের এএফসি হাউসে ড্র অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লাল–হলুদের মেয়েরা রয়েছে গ্রুপ ‘বি’–তে। সূচিও নির্ধারিত হয়েছে। চলতি বছরের ১–৭ নভেম্বরের মধ্যে গ্রুপ ‘বি’–র ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে কলকাতায়। এই প্রথম কোনও ভারতীয় শহরে এএফসি উওমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের খেলা আয়োজিত হবে।

গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল খেলবে দক্ষিণ কোরিয়ার হোয়াচিয়ন কেএসপিও ডব্লিউএফসি, ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটি ডব্লিউএফসি এবং উত্তর কোরিয়ার ৪.২৫ এসসি–র বিরুদ্ধে। গ্রুপ পর্ব শেষে তিন গ্রুপের বিজয়ী, রানার্স এবং সেরা র‍্যাঙ্কিংধারী দুটি তৃতীয় স্থানাধিকারী দল নকআউটে পৌঁছবে।

১ নভেম্বর খেলা হো চি মিন সিটির বিরুদ্ধে। ৪ তারিখ খেলা হোয়াচিয়ন কেএসপিও–র বিরুদ্ধে। আর গ্রুপের শেষ ম্যাচে ৭ তারিখ লাল–হলুদের সামনে ৪.২৫ এসসি।

মহমেডানে ফের ব্যান, আসছেন বিদেশি কোচ

আজকালের প্রতিবেদন

আন্দ্রে চেরনিশভের পর আবার বিদেশি কোচের দিকে ঝুঁকল মহমেডান স্পোর্টিং। ঢাকা মহমেডানের প্রাক্তন কোচ জেমস ম্যাকলুনের যোগ দিচ্ছেন সাদা–কালো শিবিরে। এই ব্রিটিশ কোচের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত। ম্যাকলুনকে চুক্তিপত্রও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি চুক্তিপত্রে সই করে পাঠিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন মহমেডান ক্লাবকর্তারা।

মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু দায়িত্ব ছাড়ার পর বেশ কয়েকজন কোচের নাম নিয়ে আলোচনা করেছিলেন মহমেডান কর্তারা। এদের মধ্যে দেশীয় কোচের নামও ছিল। আলোচনায় উঠেছিল মোহনবাগান, ডায়মন্ড হারবার এফসি–তে কোচিং করানো কিবু ভিকুনার নামও। শেষ পর্যন্ত জেমস ম্যাকলুনকেই বেছে নিয়েছে মহমেডান।

উয়েফা প্রো লাইসেন্স ডিগ্রিধারী জেমস এই মুহূর্তে ভিয়েতনামের ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া ভারতের তিরুবনন্তপুরম কোমবানসেও কোচিং করিয়েছেন। ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রয়েছে। আই লিগের আগেই তিনি দায়িত্ব নেবেন। এদিকে ফিফার ট্রান্সফার ব্যান নিয়ে আবার সমস্যায় পড়েছে মহমেডান। প্রথমে জানা গিয়েছিল, ১ সেপ্টেম্বরের পর নতুন ফুটবলার সই করাতে পারবে। কিন্তু ফিফা জানিয়েছে, ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারির আগে কোনও ফুটবলার সই করাতে পারবে না।

অন্যদিকে, আজ নৈহাটিতে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান। প্রতিপক্ষ পিয়ারলেস। ১০ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট মহমেডানের। শেষ ম্যাচে জিতলেই কোল ইন্ডিয়াকে (১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট) টপকে লিগ টেবিলের শীর্ষে পৌঁছে যাবে।

আজ কলকাতা লিগে

মহমেডান স্পোর্টিং বনাম পিয়ারলেস

(নৈহাটি। দুপুর ৩–০০। নম্বর টেন স্পোর্টস অ্যাপ)

দলীপ ফাইনালে খেলার নির্দেশ রাহুল, সিরাজদের

আজকালের প্রতিবেদন

লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাড়িক্কল, মহম্মদ সিরাজকে দলীপ ট্রফির ফাইনালে খেলতে বলল বোর্ড। ৬–১০ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে দলীপ ফাইনালে মুখোমুখি হবে পূর্বাঞ্চল–দক্ষিণাঞ্চল। ঘরোয়া ক্রিকেটে কর্ণাটকের হয়ে খেলেন রাহুল আর পাড়িক্কল। সিরাজ খেলেন হায়দরাবাদের হয়ে। ফলে খেললে তিনজনেই দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন। সদ্য শেষ হওয়া শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে এই তিনজনই ভারতের হয়ে খেলেছেন। ফাইনালে খেললে লোকেশ রাহুলকে ওপেনার হিসেবে দেখা যেতে পারে। পাড়িক্কল হয়তো নামবেন তিনে। উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজে পাড়িক্কল তিনে নেমে দুটি শতরান করেছিলেন। ফলে দলীপ ফাইনালে তাঁর কাছে বড় রানের প্রত্যাশা থাকবে দলের।

তবে ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের অধিনায়ক তিলক ভার্মা, পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক ঈশান কিষাণ এবং পনেরোর বৈভব সূর্যবংশীর অংশ নেওয়া নির্ভর করছে ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরের সবুজ সঙ্কেতের ওপর। কারণ, এই তিনজনই টি২০ দলে রয়েছেন। সামনেই টি২০ সিরিজ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে।

খেলার খুচরো

ডার্বির টিকিট

বারাসত স্টেডিয়ামে সোমবার কলকাতা লিগের বড় ম্যাচ। আইএফএ ঘোষণা করল, গতবছরের মতো এবারও ডার্বিতে পেপারলেস টিকিট থাকছে। শুক্রবার দুপুর ৩টে থেকে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপে টিকিট বিক্রি শুরু হবে। সর্বনিম্ন মূল্য ১৫০ টাকা।

ভারতের হার

এএফসি অনূর্ধ্ব ২০ এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে পরাজিত ভারতীয় ফুটবল দল। বৃহস্পতিবার উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে ০–৪ ব্যবধানে হেরে গিয়েছে তারা। উল্লেখ্য, মহেশ গাউলির কোচিংয়ে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচে সিরিয়াকে হারিয়েছিল ভারত।

জয়ী শ্রীকান্ত

চায়না মাস্টার্সে কোয়ার্টার ফাইনালে কিদাম্বি শ্রীকান্ত। বিশ্বের ৯ নম্বর কানাডার ভিক্টর লাইকে ২১–১৮, ২১–১৯ হারিয়েছেন। মহিলা সিঙ্গলসে জাপানের তোমোকা মিয়াজাকির কাছে পরাজিত তনভি শর্মা। পুরুষ ডাবলসে জয়ী সাত্ত্বিক–চিরাগ জুটি।

দলে যশবীর

এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড দলের ৭৭ সদস্যের নাম ঘোষণা করল অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। সেই দলে সুযোগ পেলেন কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী জ্যাভেলিন থ্রোয়ার যশবীর সিং। কারণ, চোট পেয়ে নীরজ চোপড়া ছিটকে গিয়েছেন।

S24 PAGS	132
N24 PAGS	132
RANAGHAT	132
ARAMBAGH	131
BURDWAN	132
BOLPUR	132
MIDNAPUR	131
BANKURA	131
SILIGURI	135
MALDA / BALURGHAT	135
FALAKATA	134
ALIPURDUAR	136

CONTACT-80160 91101